www.AmarIslam.com

মৌং দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর

ভ্রান্ত তাফসীর

এর

স্বরূপ উন্মোচন

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান

Alhaj Maulana Muhammad Abdul Mannan
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মৌং দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ভ্রান্ত তাফসীর এর স্বরূপ উন্মোচন

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মৌং দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ভ্রান্ত তাফসীর এর স্বরূপ উন্মোচন

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশ কাল
প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯৬ ইং
তৃতীয় প্রকাশ ১৯৯৮ ইং
চতুর্থ প্রকাশ ২০০১ ইং
পঞ্চম প্রকাশ ২০০৭ ইং

হাদিয়া
একশ টাকা মাত্র

প্রকাশনায়
সুন্নী প্রকাশনী
চট্টগ্রাম

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ রহমতে 'পবিত্র কোরআনের ভ্রান্ত তাফসীরের স্বরূপ উন্মোচন' শীর্ষক লেখাটি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'মাসিক তরজুমান'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পর অবশেষে গণ-দাবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে 'পুস্তকাকারে' প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি।

মানব জাতির উৎস পুরুষ, আদি পিতা ও আল্লাহ্ পাকের নিষ্পাপ নবী হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের যমানা থেকেই এ পর্যন্ত চলে আসছে– সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব, হক ও বাতিলের সংঘাত। কিয়ামত পর্যন্ত এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলতে থাকবে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সব সময় হক ও সত্যের উজ্জ্বল মশাল জ্বালিয়ে মিথ্যা ও বাতিলের সেই তমসাকে দূরীভূত করেন– এটাই পরম দয়াময়ের পবিত্র সুন্নাত।

জাহেলিয়াতের চরম ভ্রান্তি-বিভ্রান্তিকে মূলোৎপাটিত করে ধরাপৃষ্ঠে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ্ পাক লক্ষ লক্ষ নবী ও রসূলের শুভাগমনের ধারার পূর্ণতা ও সমাপ্তি ঘটালেন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত কিছুর নির্ভুল অসাধারণ খোদা প্রদত্ত জ্ঞানের ধারক, সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহমত বিশ্বনবী হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে উত্তম আদর্শরূপে প্রেরণ করে; সব সমস্যার সমাধান দিলেন তাঁর হাবীবের উপর হিদায়তের পূর্ণতম ও চূড়ান্ত আলোকবর্তিকা সর্বাধিক কল্যাণকর বিধানের উৎস কিতাব পাক কোরআন নাযিল করে এবং ধর্ম ও তন্ত্র-মন্ত্রের ক্ষেত্রে সব ধরণের বিভ্রান্তির চির অবসান ঘটালেন একমাত্র ইসলামকেই 'ধর্ম' হিসাবে মনোনীত করে। সাথে সাথে এ ঘোষণাও দিলেন যে, এ প্রিয় নবীর 'নূর'কে পূর্ণতা ও স্থায়িত্ব দান, দ্বীন-ইসলামের গৌরবময় অস্তিত্বকে চিরস্থায়ী রাখা এবং সেই চূড়ান্ত ঐশী গ্রন্থ পবিত্র কোরআনকে চিরদিন সম্পূর্ণ অবিকৃত ও অখণ্ডনীয় অবস্থায় রাখার দায়িত্ব তিনি নিজ করুণায়ই গ্রহণ করেছেন। এ কারণে, আজ পর্যন্ত যেমন এ পবিত্র কোরআন সম্পূর্ণ অম্লান রয়েছে, তেমনি থাকবে কিয়ামত অবধি। তাতে শাব্দিক পরিবর্তনতো সম্ভবপর নয়ই, অর্থ ও ব্যাখ্যাগত বিকৃতির অপচেষ্টা কারীদেরকেও আল্লাহ্ তা'আলা সত্যপন্থীদের দ্বারা প্রতিহত করেন সাথে সাথে। এ কারণে যেখানেই পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা দেয়ার অপচেষ্টা চলে সেখানেই তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়। আলহামদু লিল্লাহ্।

আমাদের বাংলাদেশেও জমাতপন্থীরা ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি করতে গিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের অপচেষ্টায় নেমেছে। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ জমাতপন্থী সংগঠন 'ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ, চট্টগ্রাম' প্রতি বৎসর 'তাফসীরুল কোরআন'-এর নামে মাহফিলের আয়োজন করে আসছে। তাতে প্রধান মুফাস্সির হিসেবে আমন্ত্রিত হন জমাত নেতা মৌং দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। আর মৌং সাঈদী ও তার সহকারীরা প্রতিবছরই সুপরিকল্পিতভাবে পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন। কিন্তু শ্রোতামণ্ডলী তাদের বক্তব্যকে 'ইসলামের নির্ভুল বাণী' মনে করে নিমজ্জিত হতে চলেছে নানা ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তিতে। পবিত্র কোরআনের নামে জমাতপন্থীদের ভ্রান্তিকে চিহ্নিত এবং সত্যকে প্রকাশ করার ঈমানী দায়িত্ব পালনের মানসে বিগত ১৯৮৭ ইং সালের প্রথম দিকে বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রভাষক, বিশিষ্ট লেখক, পবিত্র কোরআনের সফল অনুবাদক জনাব আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান মসি হাতে নেন। তিনি প্রামাণ্য কেসেটাদি ও পুস্তক-ম্যাগাজিন সংগ্রহ করে মৌং সাঈদী ও তার সহকারীদের আসল স্বরূপ উন্মোচন করে এক সপ্রমাণ পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি তাতে সার্থকও হয়েছেন। ১৯৮৭ ইং থেকে ধারাবাহিকভাবে বহুল প্রচারিত মাসিক 'তরজুমান'-এ তাঁর সম্পূর্ণ লেখাটা প্রকাশিত হয়েছে যা পাঠক সমাজে খুব সমাদৃত হয়েছে এবং এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী সুনাম কুড়িয়েছে। রাজধানী ঢাকার বহুল প্রচারিত কতিপয় সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনেও এর বরাত দিয়ে মৌং সাঈদীকে এর জবাব দেয়ার জন্য আহ্বান করা হয়। কিন্তু আজ অবধি কোন জবাব আসেনি। এদিকে এ প্রামাণ্য লেখাটা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া যুগের দাবী হিসেবে স্বীকৃত হয় দীর্ঘদিন ধরে। এ দাবীর পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের এ প্রয়াস।

উল্লেখ্য, পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় 'পবিত্র কোরআনের ভ্রান্ত তাফসীরের স্বরূপ উন্মোচন-১ঃ মৌং দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর তাফসীরুল কোরআন' শিরোনামে। কিন্তু শুভাকাঙ্খীদের সুন্দর পরামর্শের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লেখক মহোদয় এ সংস্করণে পুস্তকটির নাম রাখলেন 'মৌং দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ভ্রান্ত তাফসীর-এর স্বরূপ উন্মোচন।' এ বইটির প্রথম প্রকাশ পাঠক সমাজে খুবই সমাদৃত হয়। এ কারণে আমরা পুস্তকখানার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করলাম।

পাঠক সমাজ এ পুস্তকখানা পাঠ করে যদি বাতিলের বাহ্যিক সাদা পর্দার আড়ালে লুক্কায়িত ঘন তমসাকে ছিন্ন করে সত্যের সামান্যটুক আলো পেয়ে কিঞ্চিত উপকৃতও হন তবেই আমাদের শ্রম ও প্রয়াস সার্থক হবে বলে মনে করি। আল্লাহ্ কবূল করুন! আমীন!!

প্রকাশক

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা ১
ভ্রান্ত তাফসীর ঃ নমুনা-১ ('ইলাহ্' সম্বন্ধীয়) ৫
উদ্ধৃতি ৫
পর্যালোচনা ৬
জবাব ৭
ভ্রান্ত তাফসীর ঃ নমুনা-২ (শাসকগোষ্ঠী ও পীর-মাশাইখ সম্বন্ধীয়) ৩৫
উদ্ধৃতি ৩৫
পর্যালোচনা ৩৬
জবাব ৩৬
ভ্রান্ত তাফসীর ঃ নমুনা-৩ (বিশ্বনবীর (দঃ) শাফা'আত সম্বন্ধীয়) ৪০
উদ্ধৃতি ৪০
পর্যালোচনা ৪৪
জবাব ৪৪
ভ্রান্ত তাফসীর ঃ নমুনা-৪ (হযরত ইব্রাহীম এবং অন্যান্য নবী ও রসূলগণ আলায়হিমুস্ সালাম-এর মা'সূম বা নিষ্পাপ হওয়া সম্বন্ধীয়) ৭৫
উদ্ধৃতি ৭৫
পর্যালোচনা ৭৭
জবাব ৭৭
ভ্রান্ত তাফসীর ঃ নমুনা-৫ ৮১
(মৌং সাঈদী ও জমায়াতপন্থীদের তাওহীদের স্বরূপ)
উদ্ধৃতি ৮১
পর্যালোচনা ৮১
জবাব ৮২
মৌং সাঈদী ও ইল্‌মে হাদীস ৮৪
মৌং সাঈদী ও আরবী ব্যাকরণ ৮৬
মৌং সাঈদী নবী করীম (দঃ)-কে 'জ্ঞানী' বলে মানতেও নারায ৮৭
মৌং সাঈদী 'আক্বীদা'র গুরুত্বে বিশ্বাসী নয় ৯৪
মৌং সাঈদীর বাক্‌চাতুরী! ৯৬
মৌং সাঈদীর অপরিপক্ক সহকারীর কাণ্ড ৯৭
মৌং সাঈদীর আরেক সহকারী ৯৭
মৌং সাঈদীর সমর্থক পীর ৯৮
শেষ পর্যন্ত মৌং সাঈদী 'শবে বরাত' কে অস্বীকার করলো ৯৮
উদ্ধৃতি ৯৮
পর্যালোচনা ৯৯
জবাব ৯৯

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী ওয়া নুসাল্লিমু আলা হাবীবিহিল করীম !

ভূমিকা

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমানঃ "ইন্নাদ্দী-না ইন্‌দাল্লা-হিল ইসলাম।" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।" একথা সর্বজন বিদিত যে, পৃথিবী সৃষ্টির প্রারম্ভিক কাল থেকে এ পর্যন্ত বহু রকমের ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। তাই, গোটা বিশ্বে মুসলমান ছাড়াও ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু ইত্যাদি ধর্মাবলম্বী মানুষও দেখা যায়। কিন্তু এসব ধর্মের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন– "আমার নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হচ্ছে 'ইসলাম'। অন্যসব ধর্ম রহিত কিংবা বাতিল। কারণ, ইসলামই হচ্ছে একমাত্র খোদাপ্রদত্ত ধর্ম আর এটাই পূর্ণাঙ্গ, নির্ভুল। আল্লাহ্ তা'আলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ "আল্ ইয়াউমা আক্‌মাল্‌তু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমাম্‌তু আলায়কুম নি'মাতী।" অর্থাৎ "আজ (বিদায় হজ্বের দিন) আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (ইসলাম)-কে পূর্ণতা দান করলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।"

সুতরাং মানুষের ইহ ও পারলৌকিক জীবনের কোন একটা বিষয়ও ইসলাম থেকে বাদ পড়েনি। সমস্ত বিষয়ে নির্ভুলভাবে দিশাদান করা হয়েছে এ পূর্ণাঙ্গ দ্বীন-ইসলামে।

ইসলামের এ পূর্ণতার প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর হচ্ছে 'পবিত্র কোরআন'। কোরআন হচ্ছে আল্লাহ পাকের কালাম। তাঁরই ভাষায়, কোরআন হচ্ছে– 'তিব্‌ইয়ানুল লিকুল্লি শায়ইন'। অর্থাৎ অণু-পরমাণু থেকে আরম্ভ করে সর্ববৃহৎ সৃষ্টির প্রত্যেকটির বিবরণ রয়েছে মহান গ্রন্থ পাক কোরআনে।

বলা বাহুল্য, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধান সুবিন্যস্ত হয় এর 'চতুর্দলীল' বা কোরআন, সুন্নাহ, ইজ্‌মা ও কিয়াসে। কিন্তু, ইসলামের বিধানাবলীর প্রধানতম উৎস হচ্ছে এ পবিত্র কোরআন মজীদ। অবশিষ্ট তিনটা হচ্ছে এরই কার্যতঃ তাফসীর বা ব্যাখ্যা।

কাজেই, ইসলামের চতুর্দলীলের ভিত্তিতে মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র যদি নিয়ন্ত্রিত হয় তবে কার্যক্ষেত্রেও ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বাধিক কল্যাণকর হওয়া প্রমাণিত হতে বাধ্য। বিশ্বনবী, নবীকুল সরদার, সাইয়্যেদুল কাওনাঈন হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনাদর্শ এবং বিশেষ করে, খোলাফা-ই-রাশেদীন (রাঃ) -এর জীবনাদর্শ থেকে একথাটা মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় বিশ্ববাসীর নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এ কারণেই, যে পাশ্চাত্য দেশগুলো আজ বিশ্বে সভ্যতার দাবীদার সেজে বসেছে তারাও সর্বপ্রথম সভ্যতার তা'লীম নিয়েছে মুসলমানদের নিকট থেকে। সুতরাং মুসলমানরাই হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি।

কিন্তু পরবর্তী যুগগুলোর মুসলিম সমাজে সে ঐতিহ্য কি যথাযথভাবে অক্ষুন্ন রয়েছে? যে মুসলিম জাতি একদিন জোর গলায় বলতে পেরেছে–

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں
اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں
دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے
بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے

"আমরা কখনো ইউরোপের গীর্জাগুলোতে আযানের রব ধ্বনিত করেছি, কখনো আফ্রিকার উত্তপ্ত মরুভূমিগুলোতেও।

শুধু মাঠ আর ধূধূ ময়দান নয়; সমুদ্রগুলোকেও আমরা ছাড়িনি; সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরেও আমরা বিজয়ের ঘোড়া নামিয়ে দিয়েছি।"

সে মুসলিম জাতির ঐ গৌরবময় যোগ্যতা কি এখনো অক্ষুন্ন আছে? মুসলিম জাতি ইসলামী আদর্শের মাধ্যমে পৃথিবীর যেখানেই পদার্পণ করেছে সেখানেই হয়েছে বরিত, এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তাঁরা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মানুষকে বিভিন্ন ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি, শোষণ-পীড়ন, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত করে শান্তি, সমৃদ্ধি ও গৌরবের সঠিক দিশা দিতে পেরেছেন বলেই এ জাতি এক মহান জাতি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু, তাঁদের পরবর্তী বংশধরেরা কি সেই বিশ্ব স্বীকৃত আস্থাকে এ পর্যন্ত ধরে রাখতে পেরেছে? এর জবাবে 'না' বললেও অত্যুক্তি হবে না।

এর কারণ কি?

এ বহুবিধ কারণ রয়েছে। যেমন–

এক ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের (দঃ) প্রতি যেই অকৃত্রিম বিশ্বাসের কারণে আমাদের 'সলফ-ই-সালেহীন' (অগ্রণীগণ) তাঁদের যে কোন পদক্ষেপে আল্লাহ্র অশেষ রহমত ও সাহায্য লাভে সমর্থ হয়েছিলেন পরবর্তীতে মুসলমানদের মনেপ্রাণে সে ধরণের দৃঢ় বিশ্বাসে ত্রুটি দেখা দিয়েছে। এদের মধ্যে এখন আর সেই ঈমানী বল পরিলক্ষিত হচ্ছে না। অনেকের মধ্যে ইসলামী অনুশাসন পালনের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে ঔদাসীন্য, অনেকের আবার ইসলামী আক্বীদায় অনুপ্রবেশ ঘটেছে বিভিন্ন বিভ্রান্তির।

দুই ঃ যেই ঐক্যের অদম্য শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মুসলিম জাতি তার স্বকীয়তা ও শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করেছিল এখন তো আর সেই শক্তি নেই। মুসলমানদের এক বিরাট অংশ ইসলামের সঠিক রূপরেখা 'আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আত'-এর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে নানা ভ্রান্ত আক্বীদার ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে ঐক্যের ইস্পাত কঠিন ভিতের উপর চরমভাবে আঘাত হেনেছে। আত্মশুদ্ধির উদার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসে সেই ঐক্যের ভিতকে মজবুত রাখার পরিবর্তে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদকে ইসলামের রূপ দেয়ার পাঁয়তারা চলতে থাকে। সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে সরল পথ দেখানোর স্থলে প্রতারণার মাধ্যমে বাতিল আক্বীদায় বিশ্বাসীদের দলে ভেড়ানোর ষড়যন্ত্র চলছে নিয়মিতভাবে।

তিন ঃ যেই অব্যাহত কর্ম-তৎপরতা ও সচেতনতার মাধ্যমে মুসলিম জাতি তাদের বিজয় যাত্রাকে অব্যাহত রেখেছে, ক্রমশঃ সেই কর্মতৎপরতায় দুঃখজনকভাবে ভাটা পড়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একদিকে ইসলামের সঠিক রূপরেখা তথা সুন্নী মতাদর্শের অনুসারীরা তাঁদের যতটুকু কর্মতৎপর ও সচেতন হওয়া উচিত ছিল, দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁরা এখনো পর্যন্ত অনড় ও অচেতন ভূমিকা পালন করছেন। অথবা, পার্থিব ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখার ফলে সুন্নী মতাদর্শের ভিত্তিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার গুরু-দায়িত্ব পালনের সুযোগ বা সময়ই পাচ্ছেন না। আত্ম-কোন্দল ও পারস্পরিক অনৈক্যের কারণে তাঁরা নিতে পারছেন না সম্মিলিত কোন উদ্যোগই। অন্যদিকে, এরই সুবাদে গজিয়ে উঠেছে বিভিন্ন বাতিল মতবাদী। আর সুকৌশলে গড়ে নিয়েছে তাদের আপন অবস্থানকে। ফলে, এখন 'ইসলামী ঐক্য' হয়ে পড়েছে এক দুষ্কর ব্যাপার। অপরদিকে, ইসলামের শত্রুরা হয়ে উঠেছে শক্তিশালী। আর লাঞ্ছিত হচ্ছে তাদেরই হাতে ঐ এককালের অজেয় মুসলিম জাতি।

চার ঃ ক্বোরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও ক্বিয়াস– ইসলামের এ চার মৌলিক দলীল ক্বিয়ামত পর্যন্ত সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে, যা বাস্তবায়িত করে ইসলাম অপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। তা বাদ দিয়ে পরবর্তী মুসলিম বিশ্বের শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন মানবগড়া বিধি-বিধান ধার করতে আরম্ভ করেছে। ফলে তাদের নিশ্চিত অকৃতকার্যতা ইসলামকেও কলংকিত করেছে। এককালে যে পবিত্র ক্বোরআন-সুন্নাহ্র আদর্শ দিয়ে মুসলিম জাতি নিজেদেরকে এবং বিশ্বের অন্যান্য জাতিকেও ধন্য করেছিল এবং যার আলোকে তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়ে শান্তি ও সমৃদ্ধি দান করেছিল সে মুসলিম জাতি নিজেদেরই দুর্বলতার কারণে আপন আপন ভূমিতেও সে নি'মাত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

আমাদের বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। আমাদের এ দেশ বিশ্বের ২য় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এদেশ ইসলামের প্রকৃত মতাদর্শ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার সুফল ভোগ করতে পারেনি। এর কারণ খুঁজতে গেলেও উপরোক্ত কারণগুলোই সামনে আসে। একদিকে সত্যপন্থী সুন্নী মতাদর্শীরা এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেননি, অন্যদিকে ইসলামের মুখোশ পরে ইসলামেরই দোহাই দিয়ে রাজনীতি করতে এসে কিছু কিছু ভ্রান্ত মতবাদী সম্প্রদায় তাদের ভ্রান্ত আক্বীদাসঞ্জাত বিভিন্ন ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ইসলামের স্বচ্ছ সুন্দর চেহারায় কালিমা লেপন করেছে। বিগত স্বাধীনতা যুদ্ধেই এদের অনেকের স্বরূপ বিশেষভাবে উন্মোচিত হয়েছে। এসব দলের মধ্যে পাকিস্তানের কুখ্যাত মওদুদীর অনুসারী জমায়াতপন্থীদের কথাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিগত স্বাধীনতা যুদ্ধে জমায়াত পন্থীদের হীন কর্মকাণ্ডকে শুধু ধর্ম নয়, দেশের কোন শ্রেণীর মানুষই ধিক্কার না দিয়ে পারেনি। তদানিন্তন সরকার উক্ত দলটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে জনগণেরই সেই ঘৃণা ও ধিক্কারের যথাযথ বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল। অতঃপর সেই সরকার প্রধানের আবার উদারতার ফলে সাধারণ ক্ষমার সুবাদে আবারও তারা ক্রমশঃ এদেশে রাজনৈতিকভাবে নিজেদের স্থান গড়ে নিয়েছে। এর পরবর্তী সরকারের নেপথ্যে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে তারা তাদের বিভিন্ন চক্রান্তমূলক কর্মতৎপরতা চালানোর সুযোগ লাভ করলো; যা বর্তমানে এদেশবাসীর নিকট গোপন নয়।

সে জমায়াতীদের উদ্দেশ্যমূলক পদক্ষেপসমূহের মধ্যে তাফসীরুল ক্বোরআনের নামে বিভিন্ন জায়গায় সভা-মাহফিলের আয়োজন অন্যতম। এদেশের লোক সাধারণতঃ ধর্মপ্রাণ। আউলিয়া কেরাম ও ওলামা কেরামের প্রচেষ্টার ফলে এদেশের সরলপ্রাণ মুসলমানগণ পবিত্র ক্বোরআনের প্রতি বিশেষভাবে ধাবিত। এ সত্যটা জমায়াতীরা বুঝতে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পেরে সেটাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে কসূর করেনি। তারা সুপরিকল্পিতভাবে এমন কিছু লোককে মুফাস্‌সিরে ক্বোরআন সাজালো, যাদের কণ্ঠ ও বাক-চাতূর্যই একমাত্র সম্বল; যাদের না আছে মাদ্রাসা শিক্ষার কোন সনদ। কারো কারো সনদ থাকলেও তাদের মধ্যে তাফসীর করার মত শরীয়তসম্মত যোগ্যতা নেই। অথচ সুললিত কণ্ঠে ও বাক-চাতূর্যের মাধ্যমে ক্বোরআনের তাফসীরের সূরে মওদুদী মতবাদ প্রচারেই তারা ট্রেনিংপ্রাপ্ত। জামায়াত-পন্থীদের আয়োজিত মাহ্‌ফিলে স্বপক্ষীয়দের দ্বারা সংরক্ষিত মঞ্চে সেই পরিকল্পিত বক্তব্য অনেকটা জোর কণ্ঠে আওড়াতেও ওরা পটু।

উক্তসব সাজানো মুফাস্‌সিরের মধ্যে মৌলভী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেশ কয়েক বৎসর ধরে তাঁর ভ্রান্ত তাফসীর আমরা লক্ষ্য করে আসছি। বেশ কয়েক বার পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এবং সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে তার বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্যের প্রতি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর পক্ষ থেকে কোনরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি বিধায় তাঁর ও তাঁর সহকারীদের ভ্রান্ত তাফসীর-এর স্বরূপ উন্মোচনের উদ্দেশ্যে আমি এ প্রামাণ্য পুস্তকখানা লেখার প্রয়াস পেলাম।

এ পুস্তকে মৌং দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও তাঁর সহকারীদের তথাকথিত তাফসীরের ক্যাসেট ও জমায়াতপন্থীদের প্রচারিত বই-ম্যাগাজিন সংগ্রহ করে তার আপত্তিমূলক বক্তব্যের খণ্ডন করা হয়েছে।

পুস্তকখানা 'মাসিক তরজুমানে' বিগত '৮৭ সালে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হলে তা পাঠক সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। দেশের কোন কোন সাপ্তাহিক পত্রিকায় এর বরাত দিয়ে সাঈদী সাহেবকে জবাব দেয়ার প্রতি আহ্বানও জানানো হয়েছে। কিন্তু তবুও তাঁর পক্ষ থেকে কোন জবাব আসেনি। পরিশেষে, পাঠক সমাজের বিশেষ চাহিদার প্রেক্ষিতে পুস্তকটা প্রকাশিত হওয়া যুগের দাবী হিসেবে বিবেচিত হয়।

এতে তাঁদের প্রত্যেকটা আপত্তিকর বক্তব্যের প্রথমে হুবহু উদ্ধৃতি দেয়া হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত বক্তব্য পর্যালোচনা করে তা থেকে Pointout করা হয়েছে। আর তৃতীয় অধ্যায়ে সেটার সপ্রমাণ খণ্ডন করা হয়েছে।

পুস্তকখানা একদিকে জমায়াতপন্থীদের ভ্রান্ত তাফসীরের স্বরূপ উন্মোচন করবে, অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরীয়তের সঠিক ফয়সালা সম্পর্কে পাঠক সমাজকে সম্যক অবগত করবে বলে দৃঢ় আশা। আল্লাহ্ পাক কবূল করুন! আমীন!

****

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভ্রান্ত তাফসীর ঃ নমুনা-১

১৯৮৭ ইংরেজীর জানুয়ারী মাসে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল ময়দানে 'ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ' কর্তৃক আয়োজিত 'তাফসীরুল কোরআন মাহফিল'-এর ২য় দিনে নিম্নলিখিত আয়াতের তাফসীর (?) করেন– তথাকথিত আন্তর্জাতিক মুফাস্‌সিরে কোরআন মৌং দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীঃ

حٰمٓ ۝ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ (سورة المؤمن)

এক

এ আয়াতের তাফসীরের নামে মৌং সাঈদী সাহেব সেদিন যে দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করলেন তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর বক্তব্যে কোন নির্ভরযোগ্য 'তাফসীর'-এর তোয়াক্কা করেননি; বরং মনগড়াভাবে ইসলামের নামে আত্মপ্রকাশ করা একটা ভ্রান্ত মতবাদী সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক বক্তব্যই পেশ করেছেন মাত্র। এ দিনের বক্তব্যে তিনি উল্লেখিত আয়াতের ذِى الطَّوْلِ ও اِلٰهَ ('যিত্ তাওলি' ও 'ইলাহ') এ দু'টি শব্দের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। আর, এ দু'টি শব্দের এমন ব্যাখ্যা (তাফসীর) পেশ করলেন, যা একদিকে পবিত্র কোরআন মজীদের নির্ভরযোগ্য কোন তাফসীরের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, তাই বিভ্রান্তিপূর্ণ; অন্যদিকে, তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা যারা পোষণ করেনা, তাদের সবাইকে মনগড়াভাবে 'মুশরিক' (!) ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করার উদ্দেশ্যই প্রকাশ করে মাত্র।

যেমন, তিনি اِلٰهَ (ইলাহ) শব্দের অর্থ বলেন– *"সাহায্যকারী, সহযোগী, সর্বশক্তিমান, সব কিছুর মালিক, আইনদাতা, বিধানদাতা, শাসনকর্তা"*। তিনি আরো বলেন, *"'ইলাহ' কি? ইলাহ হলো– মুশরিকরা কল্পিতভাবে কাউকে না কাউকে, দেব-দেবীকে, বিভিন্নভাবে কাউকে সাহায্যকারী, সহযোগী, সাহায্যপ্রদানকারী, অভাব দূরকারী, প্রয়োজন মেটাতে পারে, এমনভাবে কাউকে না কাউকে মনে করতো-দোয়া শ্রবণকারী, অনিষ্ট সাধনকারী- মুশরিকরা মনে করতো। এখানে বলা হচ্ছে– কোরআন নাযিল হয়েছে এমন এক সত্তার কাছ থেকে যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, অর্থাৎ যিনি বিশ্ব জাহানকে পরিচালনা করছেন। একক শক্তির বলে, একক ক্ষমতার বলে তিনি সবকিছু পরিচালনা করছেন। কোরআন শরীফে এ ধরণের 'গায়রুল্লাহ্' (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ)-কে অস্বীকার করে এক আল্লাহ্‌র উলুহিয়্যাৎকে মেনে নেয়ার জন্য বলা হয়েছে, ক্ষমতা আর কারো নেই। সমস্ত ক্ষমতা হলো একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য কেন্দ্রীভূত। তিনি ছেলে দেয়ার মালিক, ছেলে না দেয়ার মালিক, খেতে ও পরতে দেয়ার মালিক, ব্যবসায় উন্নতি দেয়ার মালিক, বিপদ থেকে বাঁচাবার মালিক, রোগমুক্ত করার মালিক, হায়াতের মালিক, মওতের মালিক। তিনি হচ্ছেন 'ইলাহ'। 'ইলাহ' মানে 'আইনদাতা, বিধানদাতা।' সুতরাং এক কথায়, আল্লাহ্ যে একমাত্র ইলাহ্, এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে, আর অন্যদেরকে যত ক্ষমতা আছে*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বলে মনে করা হয়, সমস্ত বিশ্বাসকে একই জায়গায় কেন্দ্রীভূত করতে হবে। কোন খাজার ক্ষমতা নাই কাউকে একটা ছেলে দেয়ার, কোন খাজাবাবার ক্ষমতা নাই কারো বিপদ থেকে মুক্ত করার। কোন দয়াল বাবার ক্ষমতা নাই কাউকে কোনক্রমে বিপদ-মুসীবৎ থেকে রক্ষা করার, ব্যবসায় বিরাট উন্নতি করে দেয়ার। এযে মানুষের উপর এ জাতীয় বিশ্বাস করা হয়- এ সমস্ত মুশরিকানা বিশ্বাস।"

'ইলাহ' শব্দের তিনি (মৌং সাঈদী) যে অর্থ পেশ করলেন, সে অর্থের ভিত্তিতে তিনি আরো বলেন–

"মানুষ অনেককে 'ইলাহ' বলে মেনে নিয়েছে। তা নাহলে কবরের কাছে গিয়ে এত কান্নাকাটি কেন? কবরের উপর চাদর কেন? কবরের উপর আগর বাতি কেন? গোলাপ পানি কেন? গম্বুজ কেন? তার কারণ কি? এর কারণ হলো– 'মানুষেরা, যারা কবরে শুয়ে আছেন তাদেরকে 'ইলাহ' মনে করেছে। কবরে যারা শুয়ে আছে তাদের কোন ক্ষমতা নাই। খোদার কছম, কবরে যিনি শুয়ে আছেন তাঁর কোন ক্ষমতা নাই। অন্য কাউকে ক্ষমতাবান যদি মনে করেন, তবে মুসলমানদের খাতায় নাম থাকবে না, নাম উঠবে মুশরিকদের খাতায়।"

তিনি আরো বলেন, *"মানুষের ভিতরে কেউ খাজা বাবারে ইলাহ বানাইছে, কেউ দয়াল বাবারে 'ইলাহ' বানিয়ে নিয়েছে, কেউ প্রেসিডেন্টকে 'ইলাহ' বানিয়ে নিয়েছে, কেউ দেশের আইনকে 'ইলাহ' বানিয়েছে, কেউ মন্ত্রীকে 'ইলাহ' বানিয়েছে, কেউ নিজের কোন হুযূরকে নিজের 'ইলাহ' বানিয়েছে, কেউ নিজের নাফসকে 'ইলাহ' বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন– لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ "লাইলাহা ইল্লাহুয়া" অর্থাৎ এগুলো 'ইলাহ' না; 'ইলাহ' হলেন– আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।"*

দুই

পর্যালোচনা

মৌং সাঈদী সাহেব পবিত্র ক্বোরআনের দোহাই দিয়ে যা বলতে চান তার টার্গেট এদেশের মুশরিক-বিধর্মীরা নয়, বরং এদেশের সত্যপন্থী, সরলপ্রাণ মুসলমানরাই। এদেশের মুসলমানদেরকে ইসলামের সঠিক রূপরেখা 'সুন্নী মতাদর্শ' থেকে ফিরিয়ে বিপথে (সাঈদী সাহেবের সমর্থিত মওদুদী মতবাদের দিকে) ধাবিত করা-ই তার উদ্দেশ্য। তিনি বলতে চানঃ

এক) উক্ত আয়াতটা সেসব মুসলমানদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা আউলিয়া কেরামের খোদা-প্রদত্ত মর্যাদা ও ক্ষমতায় বিশ্বাসী।

দুই) এ দেশের মুসলমানরা আউলিয়া কেরাম প্রমুখকে 'ইলাহ' (উপাস্য) বলে বিশ্বাস করেন।

তিন) নবী ও ওলীগণের মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়া শির্ক।

চার) নবী ও ওলীগণের ওফাতের পর তাঁদের কোন ক্ষমতা থাকেনা।

পাঁচ) মাযার নির্মাণ, গিলাফ দেয়া, আগর বাতি জ্বালানো ইত্যাদি শির্ক।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর মৌং সাঈদী তার এসব দাবীর সপক্ষে নিম্নলিখিত তথাকথিত প্রমাণাদিও পেশ করেনঃ

এক) ক্বোরআন তাঁর সামনে আছে।

দুই) 'খোদার শপথ করে বলছি।'

তিন) يَآاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ.

(আল্লাহ্ ছাড়া কোন রিযকদাতা নাই।)

চার) لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ

(আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া নিষিদ্ধ।)

পাঁচ) قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ.

(আল্লাহ্‌র বাতিলকৃত শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেয়ার মত কোন 'ইলাহ্' নেই।)

ছয়) قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ۝

(আল্লাহ্ রাতকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ করতে চাইতে রাতকে সরিয়ে দিন আনার মত কোন 'ইলাহ্' নেই।)

সাত) قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝

(আল্লাহ্ যদি চান দিনকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত লম্বা করে দিতে, তবে দিনকে সরিয়ে রাত আনার মত কোন 'ইলাহ্' নেই।)

[এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মৌং সাঈদী বলেন, *"কোন খাজা বাবার শক্তি আছে- রাতকে সরিয়ে দিনের আলো এনে দেয়ার? তা যদি না থাকে তাহলে মাযারে কেন যাও? সব মসজিদে দৌড়াবে"*।]

আট) وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اٰلِهَةً لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ

(আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এ লোকগুলোকে, যাদেরকে 'ইলাহ্' বলে মেনে নিয়েছে ওরা কেউ কিছু সৃষ্টি করতে পারেনা, বরং ওরা সৃষ্ট হয়েছে। -সাঈদী)]

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

[এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাঈদী বলেন, –"*ওরা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ বলেন– যাদেরকে 'ইলাহ' বানিয়েছে, সেটা দেব-দেবী হোক আর সেটা খাজা হোক, আর যাই হোক না কেন, ওরা নিজেরাই তৈরী হয়েছে। তারা কিছুই তৈরী করতে পারেনা। এমনকি একটা ঘাস বা একটা পিঁপড়াও না*"।]

নয়) وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّ لَاحَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ٥

(ওরা নিজেরা নিজের উপকার করতে পারেনা, কোন ক্ষতি থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারেনা। ওরা হায়াত ও মওতের মালিক না। পুনরুত্থানের ব্যাপারেও তাদের কোন ক্ষমতা নেই। –সাঈদী)

দশ) قُلْ اَرَاَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ط

(আসমান ও যমীন বানানোর ব্যাপারে 'মিন-দূনিল্লাহ্'-এর কোন ক্ষমতা নেই। –সাঈদী)

এগার) لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا .... عَمَّا يَصِفُوْنَ

(একাধিক 'ইলাহ' থাকলে আসমান-যমীন ধ্বংস হয়ে যেত। যেমন মাঝি বেশী হলে নৌকার অবস্থা খারাপ হয়ে যায়।)

তিন

মৌং সাঈদীর প্রতি জবাব

প্রথমত ঃ মৌং সাঈদী সাহেব 'ইলাহ' শব্দের যে অর্থ বলেছেন তা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ, 'ইলাহ্' শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে– 'মা'বুদ' বা 'উপাস্য'। যেমন– "আল্লামা রাগেব ইসফাহানীকৃত প্রসিদ্ধ 'আলমুফরাদাত'-এ উল্লেখ করা হয়েছে– اِلٰـه (ইলাহ) শব্দটা اَللّٰه (আল্লাহ) শব্দের সমার্থক। 'আলিফ-লাম' (ال) সেটার সাথে সংযোজন করা হয়েছে। অতঃপর 'ইলাহ' (اِلٰـه)-এর 'হামযাহ'-(همزة) টা বিলুপ্ত করা হয়েছে। 'ইলাহ' (اِلٰـه) শব্দটা আল্লাহ্‌র জন্য খাস। এদিকে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন– هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ؛ তাছাড়া, কাফির ও মুশরিকগণ তাদের সমস্ত উপাস্য বস্তুকে 'ইলাহ' বলে আখ্যায়িত করতো। যেমন– তারা সূর্যের উপাসনা করতো, তাই তারা সেটাকে 'ইলাহ' বলে আখ্যায়িত করতো। لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই), لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ (তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।) ইত্যাদি কলেমা দ্বারা সেসব মুশরিকদের দাবীর খণ্ডন করা হয়েছে। তাদেরই উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা বা ইবাদত করলে

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সে মুশরিক হয়ে যাবে। যেমন– মুশরিকগণ মূর্তিকে তাদের উপাস্য মনে করে সেগুলোর পূজা করে। (আল-মুফরাদাত ঃ ২১ পৃষ্ঠা)

এ কারণেই নির্ভরযোগ্য সমস্ত তাফসীরে সাঈদী সাহেবের তাফসীরকৃত (!) আয়াতের অংশ "লা-ইলাহা ইল্লা হুয়া'- এর মধ্যেকার 'ইলাহ্' শব্দের অর্থ বলা হয় 'মা'বূদ' বা উপাস্য। (তাফসীরে বায়যাবী, কাশ্‌শাফ, খাযাইন ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।) বস্তুতঃ সাঈদী সাহেব 'ইলাহ' শব্দের অর্থ করতে গিয়ে আল্লাহ্‌র যেসব গুণবাচক শব্দের অবতারণা করলেন সেগুলো 'ইলাহ' শব্দের শাব্দিক অর্থ-নয়; বরং সেগুলো বুঝানোর জন্য نَصِيْرٌ (সাহায্যকারী), وَلِيٌّ (সাহায্যদাতা), مُغِيْثٌ (সাহায্য প্রদানকারী), مُغْنِيٌ (অভাব দূরকারী), قَدِيْرٌ (সর্বশক্তিমান), مَالِكٌ (সব কিছুর মালিক), شَارِعٌ (আইনদাতা, বিধানদাতা), احكم الحاكمين (সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা) ইত্যাদি আলাদা আলাদা গুণবাচক নাম বা শব্দ রয়েছে। কিন্তু সাঈদী সাহেব 'ইলাহ' শব্দের প্রকৃত অর্থকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে অন্য এমনসব অর্থ বললেন, যাতে তাঁর পরিকল্পিত মতলব পূরণ করতে পারেন, যা ক্বোরআনের মনগড়া তাফসীরেরই নামান্তর মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ আয়াতাংশ ذِى الطَّوْلِ-এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে- আল্লাহ্ অধিক সাওয়াবদাতা, অবধারিত শাস্তি ক্ষমা করে অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী। (বায়যাবী, জালালাঈন, খাযাইন ইত্যাদি) কিন্তু সাঈদী সাহেব এ শব্দটার অর্থ বা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বললেন– এটা নাকি নবী ও ওলীগণের নিকট সাহায্যের জন্য না যাওয়ার নির্দেশবহ। (নাঊযুবিল্লাহ্!)

তৃতীয়তঃ সাঈদী সাহেবের বক্তব্য থেকে একথা সুস্পষ্ট মনে হয় যেন সূরা 'আল-মু'মিনের' প্রথম আয়াতটা সেসব মু'মিন-মুসলমানের প্রসেঙ্গ নাযিল হয়েছে, যারা আউলিয়া কেরামের খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতা ও মর্যাদায় বিশ্বাসী। বস্তুতঃ আয়াতের শানে নুযূল ও মর্মার্থ তা নয়। আয়াতের মর্মার্থ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে– যেহেতু সূরাটা মক্কী, ইসলামের প্রাথমিক যুগে সূরাটা নাযিল হয়েছে, যখন মক্কার লোকেরা আল্লাহ্‌র সঠিক পরিচয় পায়নি, যেহেতু এ সূরা নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা এতে, বিশেষ করে সূরার প্রথম আয়াতে উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে মক্কাবাসী তথা গোটা বিশ্ববাসীকে একমাত্র আল্লাহ্‌কেই উপাস্য বলে মেনে নেয়ার অপরিহার্যতা সম্পর্কে অনুধাবন করিয়েছেন। যেমন–

এক) তাফসীরে বায়যাবী শরীফে উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর উল্লেখ করা হয় এভাবে ঃ

حٰمٓ ۝ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۙ

(অর্থাৎ "এ কিতাব (ক্বোরআন মজীদ) অবতীর্ণ হয়েছে এমন এক সত্তার নিকট থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।) এখানে আল্লাহ্‌র দু'টি গুণ বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেহেতু পবিত্র ক্বোরআনে এমন একাট্য দলীলাদি এবং হিকমত বিদ্যমান, যা আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কুদরত এবং যথাযথ হিকমত (প্রজ্ঞা)-এর প্রমাণ বহন করে।

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ

(অর্থাৎ ঃ এবং গুনাহ্ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, তাঁর শাস্তি অতীব কঠিন, মহা পুরস্কারদাতা।) এ গুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র আরো কতেক গুণ। এগুলো একথা প্রমাণ করার জন্য যে, পবিত্র ক্বোরআন মজীদে উৎসাহ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন এবং ক্বোরআন মজিদের উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ইত্যাদি বিষয়বস্তু বিদ্যমান। ক্বোরআন পাকের উদ্দেশ্য হচ্ছে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পুরোপুরিভাবে সেই মহান আল্লাহ্র দিকে মানুষকে ঝুঁকিয়ে দেয়া, যিনি গুণাহ্ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী। পক্ষান্তরে, তাঁকে অস্বীকারকারী মুশরিক-কাফিরদের জন্য তাঁর শাস্তি অতীব কঠিন। তিনি ذِى الطَّوْلِ; এখানে طول মানে মুসলমানদের মধ্যে যারা শাস্তির উপযুক্ত তাদের শাস্তি মওকুফ করে দিয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা। সুতরাং ذى الطول মানে- 'শাস্তি মওকুফ করে দিয়ে অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী।' অতঃপর এরশাদ হয় لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ (তিনি ব্যতীত অন্য কোন 'মা'বূদ' নেই।) সুতরাং একমাত্র তাঁরই ইবাদতের প্রতি পরিপূর্ণভাবে মনোনিবেশ করা বাঞ্ছনীয়।

اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (তাঁরই প্রতি ফিরে যেতে হবে।) অতঃপর তিনি অনুগত ও অবাধ্যদেরকে নিজ নিজ কর্মফল প্রদান করবেন। (তাফসীরে বায়যাবী ঃ ২য় খণ্ড ঃ ২৫২ পৃষ্ঠা)

দুই) তাফসীরে জালালাঈন শরীফে উল্লেখ করা হয়- "হা-মীম (এ বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।) কিতাব বা ক্বোরআন মজীদ নাযিল হয়েছে সেই মহান আল্লাহ্র নিকট থেকে যিনি আপন রাজত্বে পরাক্রমশালী, (স্বীয় সৃষ্টি সম্পর্কে) সর্বজ্ঞ, (মু'মিনদের জন্য) গুণাহ্ ক্ষমাকারী, এবং (তাদের) তওবা কবুলকারী, তাঁর শাস্তি অতীব কঠিন, প্রশস্ত পুরস্কারের মালিক, (অধিক সাওয়াবদাতা); শাস্তির উপযোগী গুনাহ্গারদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহকারী। তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" (তাফসীরে জালালাঈন শরীফ)

তিন) তফসীরে 'খাযাইনুল ইরফান'- এ উল্লেখ করা হয়- "হা-মীম। এ কিতাব নাযিল করা আল্লাহ্র নিকট থেকে, যিনি ইজ্জতওয়ালা, গুনাহ্ ক্ষমাকারী এবং তাওবা কবুলকারী (ঈমানদারদের), কঠিন শাস্তিদাতা (কাফিরদেরকে), মহা পুরস্কারের মালিক ('আরিফ' বান্দাদের জন্য), তিনি ব্যতীত অন্য কোন 'মা'বূদ' (উপাস্য) নেই। তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে (অর্থাৎ বান্দাদেরকে আখিরাতে)। (কান্যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান)

তাছাড়া, এ পবিত্র আয়াত নাযিল করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাফসীরে খাযাইনুল ইরফানে আরো উল্লেখ করা হয়- "যেহেতু পবিত্র ক্বোরআন মজীদ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, সেহেতু সেটাকে মান্য করার ক্ষেত্রে বিতর্ক করা কোন মু'মিনের কাজ হতে পারে না। যেমন, এ সূরায়ই এর পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে- "আল্লাহ্র আয়াতগুলোর মধ্যে বিতর্ক করেনা, কিন্তু কাফির।" আর ক্বোরআনে ঝগড়া-বিতর্ক করা মানে- 'আল্লাহ্র আয়াতের প্রতি তিরস্কার করা, মিথ্যাবাদ দেয়া ও অস্বীকার করা'। কিন্তু জটিল বিষয়ের সমাধানের জন্য জ্ঞানগত ও মূলনীতিগত পর্যালোচনা করা (পবিত্র ক্বোরআনের ভুলব্যাখ্যা প্রদাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও খণ্ডন করা ইত্যাদি) ঐ ধরণের ঝগড়া বা বিতর্কের পর্যায়ে পড়েনা; বরং সেটা হবে মহান আনুগত্য ও ইবাদত। কাফিরদের ঝগড়া-বিতর্ক আল্লাহ্র আয়াতসমূহে এ ছিল যে, তারা ক্বোরআন পাককে 'যাদু' বলতো, কখনো 'কবিতা' বলতো, কখনো আবার 'গণনা-শাস্ত্র' বলতো, কখনো 'পুরানা কিচ্ছা-কাহিনী' বলে আখ্যায়িত করতো।"

কিন্তু মৌং সাঈদী সাহেব কোন প্রকার উদ্ধৃতি ছাড়াই আয়াতের মনগড়া তাফসীর পেশ করলেন। বিশেষ করে, 'ইলাহ' ও 'যিত্ তাওল' শব্দ দু'টির সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নবী ও ওলীগণকে মুশরিকদের মূর্তিগুলোর স্থানে এবং তাঁদের খোদা-প্রদত্ত ও নির্ভরযোগ্য

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কিতাবাদি সম্মত সম্মান, মর্যাদা ও ক্ষমতায় বিশ্বাসী মু'মিনদেরকে মূর্তিপূজারীদের স্থানে বসিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন। বস্তুতঃ নবী ও ওলীগণের মর্যাদা সম্পর্কে সাঈদীর উক্ত মন্তব্য জমায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মৌং মওদুদীরই ভ্রান্ত মতবাদের অনুসরণ বৈ-কিছুই নয়।

চতুর্থতঃ শরীয়তের যে কোন মাসআলা প্রমাণ করতে হবে ক্বোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ক্বিয়াসের ভিত্তিতে। এটাই হচ্ছে ওলামা কেরামের নিয়ম। কিন্তু তা না করে সাঈদী সাহেব প্রয়াশঃ তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে বলে থাকেন– *'আমি খোদার কছম করে বলছি, ক্বোরআন আমার সামনে আছে।'* এটা কিসের আলামত? পবিত্র ক্বোরআনের ভাষায়, কথায় কথায় শপথ করা মুনাফিক ও ইহুদীদের স্বভাব। সাধারণতঃ মুর্খরাই এ ধরণের পন্থা অবলম্বন করে থাকে। অবশ্য, কলেজিয়েট ময়দানে অনুষ্ঠিত তাফসীরুল ক্বোরআন (!) মাহফিলের ৩য় দিনের ('৮৭) এডিশনাল মুফাস্সির (!) মৌলভী লুৎফুর রহমান সাহেবের 'শপথ করা' সম্পর্কিত বক্তব্যটা এখানে তুলে ধরলাম। উক্ত মৌং লুৎফুর রহমান সাহেব বলেন– *"কছম করা কোন নামী-দামী লোকের কাজ নয়। প্রাচীন ইরানের একটা প্রবাদ আছে– 'এক কথা তুমি একবার বলেছ, আমি বিশ্বাস করেছি। একই কথা যখন দু'বার বলেছ আমি সন্দেহ করেছি। একই কথা যখন তিনবার বলেছ, তখন তোমার কথা মিথ্যা বলে আমার সন্দেহ জেগেছে। আর যখন তুমি কসম করেছ, তখন তোমার কথা বিশ্বাস করার মত কোন কারণ আমার নিকট থাকছেনা।"* তিনি আরো বলেন– *"গ্রাম বাংলার আদম আলী, কদম আলী, কোব্বাত আলী, যত অজ পাড়া-গাঁয়ের মূর্খ, নিরেট গোঁড়া মানুষ, তারাই কসম করে থাকে। কিন্তু যাদের ব্যক্তিত্ব আছে এবং নিজের উপর নিজের একটা আত্মপরিচয়, আত্মবিশ্বাস আছে, তারাতো কসম করে না। যার ব্যক্তিত্ব আছে তিনি বলেন, 'আমি যা বলবো সেটা কথা।"*

সুতরাং বুঝা গেল, মৌং সাঈদীর বক্তব্যগুলোর পেছনে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই। বাস্তবেও তাই।

পঞ্চমতঃ মৌং সাঈদী সাহেব বলেছেন যে, "এদেশের মুসলমানরা নাকি আউলিয়া কেরামকে 'ইলাহ' বলে বিশ্বাস করেন। মানুষেরা খাজা বাবাকে, পীর সাহেবকে, নিজের কোন হুযূরকে, দেশের প্রেসিডেন্টকে, নিজের সাফ্সকেও নাকি 'ইলাহ' বানিয়ে নিয়েছে। এটা কি এদেশের মুসলমানদের প্রতি মৌং সাঈদীর জঘন্য অপবাদ নয়? অবশ্যই। কারণ, কোন মুসলমান-ঈমানদার যে কোন ওলীকে, নিজের পরীকে, তার হুযূরকে, কোন প্রেসিডেন্ট বা মন্ত্রীকে তার 'ইলাহ' বানায়না এবং এমন ধারণাও করেনা। একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। এদেশের কোন মুসলমান কখনো এমন করেছে বলে নজীর নেই। তাঁরা কামিল পীর-দরবেশের নিকট বায়'আত গ্রহণ করে থাকেন। এটাতো সুন্নাত। তাঁরা আউলিয়া কেরামের মাজারে গিয়ে যিয়ারত করেন। যিয়ারত করাও তো পবিত্র হাদীস শরীফের ভাষায় সুন্নাত। মৌং সাঈদী সাহেব কি এমন সুন্নাতকেও 'শির্ক' বলে আখ্যায়িত করতে চান?

যিয়ারত করা ও যিয়ারত করার জন্য সফর করা যদি শির্ক হয় তবে হুযূর (দঃ)-এর হাদীস সহ নিম্নলিখিত দলীল গুলোর কী জবাব দেবেন?

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এক) كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا

অর্থাৎ ঃ "আমি তোমাদেরকে কবরসমূহ যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু (তা রহিত করা হলো; সুতরাং) এখন তোমরা সেগুলোর যিয়ারত কর।" (সিহাহ্)

দুই) رُوِىَ عَنْ اَبِىْ شَيْبَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِىْ قُبُوْرَ الشُّهَدَاءِ بِاُحُدٍ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ .

অর্থাৎ ঃ "হযরত ইবনে আবী শায়বাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) প্রতি বছর উহুদের শহীদানের মাযারে তাশরীফ নিয়ে যেতেন।" (ফতোয়া শামী ঃ ১ম খণ্ড বা-বু যিয়ারাতিল কু্বূর)

তিন) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِىْ قُبُوْرَا الشُّهَدَاءِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُوْلُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالْخُلَفَاءُ الْاَرْبَعَةُ هٰكَذَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ .

অর্থাৎ ঃ হুযূর (দঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি প্রতি বছর শহীদানের মাযারে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, আর তাঁদেরকে সম্বোধন করে বলতেন, 'সালামুন্ আলায়কুম বিমা সাবারতুম ফা নি'মা ওক্বাদ্দার।" (তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, যেহেতু তোমরা তরবারির আঘাতে ধৈর্যধারণ করেছ। তোমাদের পরকাল কতই উত্তম!) খোলাফায়ে রাশেদীন (চার খলীফা রাঃ)-ও অনুরূপ তাঁদের মাযারে যেতেন। (এবং যিয়ারত করতেন)। (তাফসীরে কবীর ও তাফসীরে দুর্‌রে মান্সূর)

চার) ইমাম শাফে'ঈ (রাহমাতুল্লাহি-আলায়হি) বরকত লাভের উদ্দেশ্যে সফর করে ইমাম আবূ হানিফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর মাযারে যেতেন।

উল্লেখ্য, বিশ্বের মুসলামনদের ন্যায় আমাদের দেশের মুসলমানরাও হুযূর (দঃ), খোলাফায়ে রাশেদীন, মযহাবের ইমামগণ প্রমূখের অনুসরণে গাউসে বাগদাদ, খাজা গরীব নওয়ায, সালারে মাস'ঊদ, দাতা গঞ্জে বখ্শ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হিম) প্রমূখ আউলিয়া কেরামের মাযার শরীফ যিয়ারত করে বরকত লাভ করে থাকেন। মৌং সাঈদী সাহেবকে কি তাঁর অজ্ঞতা এতই দুঃসাহসী করে তুলেছে যে, তিনি পাইকারীভাবে সবাইকে 'মুশরিক' নামে আখ্যায়িত করে ছাড়ছেন?

বাকী, তাঁদের (আউলিয়া কেরাম) নিকট সাহায্য চাওয়া। তাওতো ক্বোরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং ক্বিয়াস মোতাবেক জায়েয আছে। এটাও তো এ জন্য যে, সমস্ত মু'মিন-মুসলমান মনে প্রাণে একথা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। তিনি তাঁর নবীগণ এবং আউলিয়া কেরামকে তাঁদের জীবদ্দশায় এবং ওফাতের পর এমন ক্ষমতা দান করেন, যা দ্বারা তাঁরা আল্লাহ্র সৃষ্টির উপকার করতে পারেন। শরীয়তের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় 'ইস্তেমদাদে রূহানী'। এটা যদি সাঈদী সাহেবের মতে শির্ক হয়, তবে তিনি নিম্নলিখিত দলীলাদির কী জবাব দেবেন?

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostafa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এক) তফসীরে কবীর ঃ ৩য় খণ্ড ঃ পারা-৭ 'সূরা আন্'আম-এর আয়াত

وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -এর আলোকে উল্লেখ করা হয়-

وَثَالِثُهَا الْاَنْبِيَاءُ هُمُ الَّذِيْنَ اَعْطَاهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الْعُلُوْمِ وَ

الْمَعَارِفِ مَا لِاَجْلِهٖ يَقْدِرُوْنَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِىْ بَوَاطِنِ الْخَلْقِ

وَاَرْوَاحِهِمْ وَاَيْضًا اَعْطَاهُمْ مِنَ الْقُدْرَةِ وَالْمُكْنَةِ مَا لِاَجْلِهٖ

يَقْدِرُوْنَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِىْ ظَوَاهِرِ الْخَلْقِ

অর্থাৎ ঃ "তৃতীয়তঃ নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)। তাঁরা হলেন ঐসব হযরত যাঁদেরকে প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা এমন সব জ্ঞান ও মা'রেফাত দান করেছেন, যা দ্বারা তাঁরা মাখ্লূকের অভ্যন্তরীন অবস্থা ও তাদের আত্মসমূহের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন এবং তাঁদেরকে এ পরিমাণ কুদরত বা শক্তি দান করেছেন, যা দ্বারা মাখলুকের প্রকাশ্য অবস্থার উপরও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।"

দুই) 'মিশকাত শরীফ ঃ বা-বু যিয়ারাতিল কু্বূর' -এর হাশিয়ায় আছে-

وَاَمَّا الْاِسْتِمْدَادُ بِاَهْلِ الْقُبُوْرِ فِىْ غَيْرِ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوِ الْاَنْبِيَاءِ

فَقَدْ اَثْبَتَهُ الْمَشَائِخُ الصُّوْفِيَّةُ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ قَالَ الْاِمَامُ الشَّافِعِىُّ

قَبْرُ مُوْسَى الْكَاظِمِ تِرْيَاقٌ مُّجَرَّبٌ لِاِجَابَةِ الدُّعَاءِ وَقَالَ

الْاِمَامُ الْغَزَالِىُّ مَنْ يُّسْتَمَدُّ فِىْ حَيَاتِهٖ يُسْتَمَدُّ بَعْدَ وَفَاتِهٖ

অর্থাৎ ঃ রসূলে করীম (দঃ) এবং অন্যান্য নবীগণ (আঃ) ছাড়াও অন্যান্য কবরবাসী থেকে কিছু চাওয়ার বৈধতাকে সুফী ও মাশাইখে কেরাম এবং ফক্বীহগণের একটা বিরাট সংখ্যা স্বীকার করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ) বলেছেন- "হযরত মুসা কাযেম (রাদিয়াল্লাহু আন্হু)-এর মাযার শরীফ প্রার্থনা কবুল হবার জন্য বিষ-পাথরের ন্যায় পরীক্ষিত।" ইমাম গায্যালী (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন- "যে সব বুযর্গের নিকট থেকে তাঁদের জীবদ্দশায় সাহায্য চাওয়া যায়, তাঁদের নিকট তাঁদের ওফাতের পরও সাহায্য চাওয়া যায়।"

তিন) তাফসীরে কবীর, রূহুল বয়ান ও তাফসীরে খাযিন ঃ সূরা য়ূসুফ ঃ আয়াত-

فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ○ -এর তাফসীর উল্লেখ করা হয়-

اَلْاِسْتِعَانَةُ بِالنَّاسِ فِىْ دَفْعِ الضَّرَرِ جَائِزٌ

অর্থাৎ ঃ "মুসীবতের সময় মানুষের সাহায্য গ্রহণ করা জায়েয।"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর সাঈদী সাহেব বললেন– এদেশের লোকেরা দেশের আইন, প্রেসিডেন্ট বা মন্ত্রীকে 'ইলাহ' বলে মেনে নিয়েছে। সেটার কোন বাস্তবতা আছে বলে কল্পনাও করা যায়না। এমন উদ্ভট কথাও কি তিনি রচনা করতে পারেন? আর যদি তিনি বলেন যে, দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে, দেশের কোন সম্মানিত মন্ত্রীকে কিংবা দেশের আইন-কানুনকে মান্য করাই শির্ক, তাহলে কি তিনি তাদেরকে মানেন না? যদি তা-ই হয় তাহলে জমায়াতে ইসলামীর আমীরেরা যে বলেছেন– "১৯৭২ ইংরেজীর সংবিধান জাতির পবিত্র আমানত"– এ কথার মতলব কি? আর সেটার অধীনে তাঁরা আবার নির্বাচনেই বা যান কেন? এ সংবিধানের অধীনে সংসদে আইন পাশ করার জন্য তিনিও তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নিচ্ছেন কেন? তাঁর ঐ বক্তব্য কি একথা প্রমাণ করেন না যে, জমায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ যদি প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রী হন, আর তাঁদেরকেও যদি এদেশের লোকেরা কখনো মেনে নেন (খোদা না করুক!) তাহলে তাও 'শির্ক' হবে? আর কোন প্রেসিডেন্ট বা মন্ত্রীকে নিয়ম মোতাবেক সম্মান করলেও কি শির্ক হয়ে যাবে?

ষষ্ঠতঃ মৌং সাঈদী সাহেবের দাবী হচ্ছে– 'যিনি কবরে শুয়ে আছেন– যেমন নবী, ওলী, তাঁর কোন ক্ষমতা নেই। (অর্থাৎ নবী ও ওলীগণের ওফাতের পর তাঁদের কোন ক্ষমতা থাকেনা।) তাই মাযারে যেতে নেই, বরং দৌড়াতে হবে মসজিদের দিকে।'

এটাও মৌং সাঈদীর নিছক ভ্রান্তির পরিচায়ক। কারণ, এ বক্তব্যের পক্ষে ইসলামের চার দলীলের কোনটাই নেই। মসজিদে যাবার জন্য তো কেউ নিষেধ করেনা। মুসলমান বলতেইতো মসজিদে গমনাগমন করাকে পূণ্যময় মনে করেন। মৌং সাঈদী সাহেব যে মাযারে যেতে নিষেধ করলেন তা কোন্ দলীলের ভিত্তিতে? যিয়ারতের জন্য মাযারে যাওয়াতো সুন্নাত বলেই প্রমাণিত হলো। খোদ্ নবী করীম (দঃ) শোহাদায়ে উহুদের মাযারসমূহে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যেতেন, খোলাফায়ে রাশেদীনও হুযূর (দঃ)-এর অনুসরণে এ কাজটা নিয়মিতভাবে করতেন। হুযূর (দঃ) এরশাদ করেন–

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ

অর্থাৎ "হে উম্মতগণ! তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর।" এ কারণেই মাযহাবের ইমামগণ এবং বিশ্ব-মুসলিম এ সাওয়াবদায়ক সুন্নাতকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সম্পন্ন করে থাকেন।

বাকী রইলো, 'আউলিয়া কেরামের ক্ষমতা'। পবিত্র ক্বোরআন, হাদীস ও নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির আলোকে আউলিয়া কেরামের ক্ষমতা ও মর্যাদা দেখুন–

এক) আল্লাহ পাক পবিত্র ক্বোরআন মজিদে এরশাদ করেন–

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ

অর্থাৎ "সাবধান! আল্লাহর ওলীগণের না কোন ভয় আছে, না আছে কোন দুঃখ।"

দুই) সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূর (দঃ) বর্ণনা করেন–

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

অর্থাৎ ঃ " আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন– যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা

Bangladesh Anjumane Ashekane Mustafa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করে তার প্রতি আমার পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রইলো।"

আরো এরশাদ করেন– وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيذَنَّهُ

অর্থাৎ ঃ আমার বান্দা আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় যেই ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে তা হচ্ছে ফরয ইবাদত এবং আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করার সাধনায় মগ্ন হয়। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু (ওলী) হিসেবে গ্রহণ করে নিই। সুতরাং যখনই আমি তাকে বন্ধু (ওলী) হিসেবে গ্রহণ করে নিই, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে; আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে; আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে কোন কিছু স্পর্শ করে; আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। যদি সে আমার নিকট কিছু চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে দান করি, আর যদি আমার নিকট আশ্রয় চায়, তবে আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দিয়ে থাকি।" ★ (বোখারী শরীফ ও মিশকাত শরীফ ঃ ১৯৭ পৃষ্ঠা)

তিন) সাধারণ মানুষ আগুনকে ভয় করে, কিন্তু আগুন আউলিয়া কেরামের অনুগত। হযরত ওমর ফারূক্ব (রাদিয়াল্লাহু আন্হু)-এর আমলে পাহাড় থেকে আগত আগুন, যা গোটা একটা বস্তীকে ভস্মীভূত করে দেয়ার উপক্রম হয়, তাঁর চাদরের ইঙ্গিতে পূনরায় পাহাড়ের পথে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। (ইযালাতুল খিফাঃ ২য় খণ্ডঃ ১৭৩ পৃষ্ঠা)

প্রখ্যাত ওলী মুহাদ্দিছ হযরত আবূ মুসলিম খাওলানী (রাদিয়াল্লাহু আন্হু)-কে ভণ্ডনবী আস্ওয়াদ ইবনে কায়স আল-আনাসী জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করেছিল। কারণ, তিনি উক্ত ভণ্ডনবীর কঠোর বিরোধিতা করে তাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। কিন্তু সেই জ্বলন্ত আগুনে হযরত আবূ মুসলিমের শরীরের একটা লোম পর্যন্ত জ্বলেনি; বরং আগুন নিভে গিয়েছিল। (তাহ্যীব আত্-তাহ্যীব)

চার) নদ-নদী ও সাগর আউলিয়া কেরামের আনুগত্য করে থাকে। মিশরের নীলনদে পানির প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য এক সময় কুমারী বলি দেয়ার প্রথা ছিল। হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আন্হু)-এর খেলাফত কালে ঐ প্রথানুযায়ী সেখানকার লোকেরা তদানিন্তন গভর্ণর হযরত আমর ইবনুল আস্ (রাদিয়াল্লাহু আন্হু)-এর নিকট নীলনদে একজন জীবিত

★ অর্থাৎ ঃ তখন আল্লাহ্র ওলীর কান, চোখ, হাত ও পায়ের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতের 'জল্ওয়া' প্রতিফলিত করেন, যার ফলে সেই ওলীর কান, চোখ, হাত ও পায়ের মাধ্যমে এমন এমন কাজ সম্পাদিত হয়, যেগুলো দেখলে আল্লাহ্র কুদরত বা ক্ষমতার কথা স্মরণ হয়। যেমন লৌহখণ্ড জ্বালাতে পারে না, কিন্তু যখন সেটাকে কিছুক্ষণ জ্বলন্ত আগুনে উত্তপ্ত করা হয় তখন সেটাও আগুনের মত জ্বালাতে পারে। এতে লৌহ খণ্ডের মধ্যে আগুনের প্রভাব পড়ে মাত্র, উভয়ের অস্থিত্ব আপনাপন স্থানে ঠিক থাকে। সুতরাং এ'তে আউলিয়া কেরামের খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা যে কত প্রবল তা সুস্পষ্ট হলো। আর তাঁদের প্রার্থনা আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করার নিশ্চয়তা দিয়েছেন বলেই তো তাঁদের নিকট মানুষের ভিড় জমে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কুমারীকে বলি দেয়ার অনুমতি চাইলে অনুমতি না দিয়ে তিনি খলিফা হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু)-এর নিকট পরামর্শ চেয়ে একজন দূত প্রেরণ করলেন। তখন হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু) সরাসরি নীলনদকে সম্বোধন করে একটা পত্র লিখে পাঠান। পত্রখানা নীলনদে নিক্ষেপ করার সাথে সাথে তা পূর্বের ন্যায় পানিভর্তি অবস্থায় প্রবাহিত হতে থাকে। পত্রখানা হচ্ছে এরূপ–

إِلَى نِيلِ مِصْرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنْ كُنْتَ تَجْرِيْ بِنَفْسِكَ فَلَا حَاجَةَ لَنَا إِلَيْكَ وَإِنْ كُنْتَ تَجْرِيْ بِاللهِ فَاجْرِ عَلَى اسْمِ اللهِ تَعَالَى.

অর্থাৎ ঃ "মিশরের নীল নদের প্রতি! খাত্তাব-পুত্র ওমরের তরফ থেকে। অতঃপর, যদি তুমি নিজের ক্ষমতায় প্রবাহিত হও, তবে তোমার প্রতি আমাদের প্রয়োজন নেই। আর যদি তুমি আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় প্রবাহিত হয়ে থাক, তবে আল্লাহ্‌র নামে প্রবাহিত হয়ে যাও!" (ইযালাতুল খিফা ঃ ২য় খণ্ড ঃ ১৬৬ পৃষ্ঠা)

পাঁচ) যমীন আউলিয়া কেরামের কথা মান্য করে। হযরত আল্লামা আবদুল ওহাব সুবকী (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি) 'আত্ তাবক্বাতুশ্ শাফে'ইয়্যাহ্'তে উল্লেখ করেন– একবার মারাত্মক ভূমিকম্প শুরু হলে পরিশেষে হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) আপন লাঠি দিয়ে ভূ–পৃষ্ঠে আঘাত করে বললেন– اِقِرِّىْ اَلَمْ اَعْدِلْ عَلَيْكِ ؟

অর্থাৎ ঃ "হে ভূ-পৃষ্ঠ, থেমে যা! আমি কি তোর উপর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করিনি?"

فَاسْتَقَرَّتْ مِنْ وَقْتِهَا . অতঃপর, ভূ-কম্পন সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। (ইযালাহঃ ২য় খণ্ডঃ ১৭২ পৃষ্ঠা)

ছয়) বাতাস আউলিয়া কেরামের বার্তা বহন করে। সুদূর নেহাওন্দে যুদ্ধরত হযরত সারিয়া (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু) যখন সম্ভাব্য পরাজয় ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তখন মদীনা শরীফের মসজিদে খোৎবা প্রদানরত অবস্থায় খলীফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুর চোখের সামনে সুদূর নেহাওন্দের দৃশ্য গোপন থাকেনি। তিনি মিম্বর থেকে ডেকে বলেছিলেন–

يَا سَارِيَةُ الْجَبَلْ অর্থাৎ ঃ "হে সারিয়া! পাহাড়কে পেছনে রেখে যুদ্ধ কর! (তবে জয়ী হবে।)" অমনি বাতাস খলীফার এ আহ্বানকে হযরত সারিয়া (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু)-এর কানে পৌঁছিয়ে দিল। অতঃপর সারিয়া জয়লাভ করলেন। (মিশ্‌কাত শরীফ)

সাত) বনের হিংস্র পশুরাও আউলিয়া কেরামের প্রতি বিনয়াবনত হয়। হযরত সুফিয়ান সওরী (রাঃ), যিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ও প্রখ্যাত ইমাম। একবার হজ্বব্রত পালনের জন্য গমন করলে পথিমধ্যে হযরত শায়বান রা'ঈ (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়ে যায়। হযরত শায়বান রা'ঈ (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি) ছিলেন প্রচলিত অর্থে উম্মী, অথচ অসাধারণ কারামতসম্পন্ন ওলী। উভয়ে একসাথে হজ্ব যাত্রা করেন। কিছুদূর অগ্রসর হলে দেখতে পান– গিরিপথে একটা বাঘ শুয়ে আছে। অন্যান্য পথিকগণ ভীত হয়ে সেখানে অপেক্ষমান। দূরে থেকে পাথর মেরেও সেটাকে পথ হতে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সরিয়ে দেয়ার সাহস পর্যন্ত করো হচ্ছিলনা। তখন হযরত শায়বান রা'ঈ নির্ভয়ে অগ্রসর হয়ে ব্যাঘ্রটার কান ধরে উঠিয়ে দিলেন, ব্যাঘ্রটাও অনুগত বেশে উঠে দাঁড়ালো এবং তাঁর সাথে সাথে কিছুদূর গিয়ে আপন পথে চলে গেল। (তাফসীরে রূহুল বয়ান ঃ ৩৩২ পৃষ্ঠা)

মাওলানা রূম (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) লিখেছেন, তালেক্বান শহরের একজন দরবেশ প্রখ্যাত ওলী হযরত আবুল হাসান খারক্বানী (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি)-এর সাক্ষাতলাভের জন্য এসে দেখতে পান, হযরত খারক্বানী (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) একটা বাঘের পিঠে আরোহন করে পাহাড়ের দিক থেকে আসছেনঃ

اندریں بود او کہ شیخ نامدار ؛ زود پیش افتاد بر شیرے سوار

(মস্নবী শরীফ)

আট) হযরত গাউসে আ'যম বড়পীর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খড়মযুগল নিক্ষেপ করে বহুদূরে আক্রান্ত ভক্তদেরকে রক্ষা করেছিলেন। হযরত শেখ আবদুল হক হারীমী (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) প্রমূখ বর্ণনা করেন– "৩রা সফর ৫৫৫ হিঃ। আমরা হযরত বড়পীর গাউসে আ'যম দস্তগীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাদ্রাসায় হাযির ছিলাম। আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলাম যে, হুযূর গাউসে পাক (রাঃ) ওযূ করছেন। হঠাৎ তিনি তাঁর পায়ের খড়ম দু'টি পরপর সজোরে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর সেগুলো বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেউ এর কারণ জিজ্ঞাসা করার সাহসও করতে পারেনি। এর ২৩ দিন পর অনারবীয় একটা কাফেলা সেখানে (জীলান শহরে) এসে পৌঁছলো। তারা হযরত গাউসে পাক (রাঃ)-এর দরবারে তাঁর নিক্ষিপ্ত খড়ম দু'টি এবং কিছু নযর-নেয়ায পেশ করে পথের এক ঘটনা আরয করলো। ঘটনাটা হচ্ছে– তারা বললো, "আমরা অমুক অরণ্যভূমি অতিক্রম করছিলাম। হঠাৎ একটা ডাকাতদল আমাদের উপর হামলা করে বসলো। আমাদের কতিপয় সফরসঙ্গী তাদের হামলায় প্রাণও হারিয়েছে। অতঃপর ডাকাতদল আমাদের কাফেলার মালামাল লুণ্ঠন করতে আরম্ভ করলো। তাদেরকে প্রতিহত করার যখন আমাদের কোন উপায় থাকেনি তখন আমরা উচ্চস্বরে আহ্বান করলাম– اغثنا یا شیخ عبد القادر! "ওহে শেখ আবদুল কাদের জীলানী! আমাদেরকে বাঁচান।" আর তখন কিছু মান্নত করে নিলাম মনে মনে।

তখন আমরা সেখানে এমন একটা ভয়ানক আওয়াজ শুনতে পেলাম, যার গর্জনে গোটা অরণ্য কেঁপে উঠলো। অতঃপর দেখলাম, একটা খড়ম এসে ডাকাতের সরদারের মাথার উপর সজোরে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে সে নিহত হলো। কিছুক্ষণ পর আরেকটা খড়ম এসে অপর একজন ডাকাতের মাথায় পড়লো সেও মারা গেল। অতঃপর আতংকিত হয়ে বাকী ডাকাতরা আমাদের মালামাল ফেলে পালিয়ে গেল। আমরা খড়ম দু'টি কুঁড়িয়ে নিয়ে দেখলাম সেগুলো জীলান শহরের তৈরী। (বাহ্জাতুল আস্রার)

নয়) মৃত্যুর সময় কামিল মুর্শিদ তাঁর ভক্ত মূরীদকে শয়তানের হামলা থেকে রক্ষা করতে পারেন। হযরত নাজমুদ্দীন কুবরা (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি)-এর লোটার প্রসিদ্ধ ঘটনা এর একটা জ্বলন্ত প্রমাণ। এ জগদ্বিখ্যাত ওলীর মুরীদ ছিলেন হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি)। তাঁর বাসস্থান ছিল রায় শহরে। তাঁর ওফাতের সময় যখন তাঁর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallm)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাকরাত আরম্ভ হলো, তখন শয়তান তাঁকে হামলা করলো। ইমাম রাযীর (রহঃ) 'তৌহীদের' পক্ষে ৩৬০ খানা দলীল জানা ছিল। শয়তান সবক'টিই খণ্ডন করে তাঁকে 'তৌহীদ' (আল্লাহ্‌র একত্ব) অস্বীকার করার জন্য যুক্তি উপস্থাপন করতে লাগলো। তখন ইমাম রাযী (রহঃ) নিরুপায় ও লা-জওয়াব হয়ে রইলেন। শত মাইল দূরে অবস্থারত তাঁর মুর্শিদ [হযরত নাজমুদ্দীন কুবরা (রহঃ)]-এর নিকট মুরীদের করুন অবস্থা গোপন থাকেনি। তিনি তখন ওযূ করছিলেন। তিনি জালালিয়াতে এসে উচ্চস্বরে এ বলে তাঁর লোটাখানা সজোরে শয়তানকে নিক্ষেপ করলেন– "ফখর রাযী! তুমি বলে দাও, আমি আন্তরিকভাবে খোদা তা'আলাকে এক বলে বিশ্বাস করেছি। আমার দালীলের প্রয়োজন নেই।" সেই লোটাখানা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি)-এর মাথার পার্শ্বে গিয়ে পড়লো। আর ইমাম রাযী (রহঃ) সেই আহ্বান নিজ কানে শুনতে পান এবং শয়তানকে অনুরূপ জবাব দিলেন। তাঁর 'খাতিমাহ্ বিল খায়র' হলো।

দশ) হযরত সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম)-এর দরবারের একজন ওলী হযরত আসেফ ইবনে বারখিয়া (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু) [হযরত সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম)-এর মন্ত্রী], সুদূর ইয়েমেন থেকে চোখের পলকে বিলক্বীসের তখ্ত নিয়ে এসেছিলেন। এ ঘটনাতো (কারামত) পবিত্র ক্বোরআনের 'সূরা নাম্‌ল'-এ উল্লেখ করা হয়েছে–

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ
اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ

অর্থাৎ ঃ সেই ব্যক্তি আরয করলো, যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল (আসেফ ইবনে বারখিয়া), 'আমি সেটা (বিলক্বীসের তখ্ত) দরবারে হাযির করবো চোখের একটা মাত্র পলক মারার পূর্বেই।' হযরত সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম) তাঁকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর তা তাঁর সিংহাসনের পাশেই হাযির দেখতে পেলেন। (সুতরাং এরশাদ হচ্ছে–) অতঃপর যখন হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালাম তখ্তটা তাঁর নিকট স্থাপিত দেখতে পেলেন তখন বললেন, 'এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ।' (সূরা নাম্‌ল, আয়াত ঃ ৪০)

এগার) হযরত খাজা গরীব নওয়ায (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি)-এর কারামত থেকেও আউলিয়া কেরামের ক্ষমতা অনুমান করা যায়। তিনি একটা মাত্র বদনার মধ্যে গোটা আনা সাগরের পানি উঠিয়ে নিয়েছিলেন। যাদুমন্ত্রের বলে শূন্যে উড়ন্ত অবস্থা থেকে রাজা অজয় পালকে খাজা গরীব নওয়ায (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি) পায়ের খড়মকে নির্দেশ দিয়ে সেটার আঘাতে নীচে নেমে আসতে বাধ্য করেন। হযরত খাজা গরীব নওয়াযের সেই কারামত (ক্ষমতা) দেখে মুগ্ধ হয়ে অজয়পাল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। পরে তিনিই আবদুল্লাহ্ বিয়াবানী নামে প্রসিদ্ধ হন।

বার) হযরত শাহ্‌জালাল (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি) নামাযের মুসাল্লায় বসে সুরমা নদী পাড়ি দিয়েছিলেন।

তের) প্রসিদ্ধ উর্দু কবি তোফায়ল আহমদ নাইয়্যার হযরত ক্বেবলা শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির একটা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ কারামত বর্ণনা করেন। তা হচ্ছে– হযরত ক্বেবলার [illegible] অগাধ ভক্তি ও মুহাব্বতকে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অন্তরে স্থান দিয়ে তাঁর উপদেশানুসারে নিজ কাজে ব্যস্ত থাকতো। একদা তার মনে মুর্শিদের সাক্ষাতের দারুন স্পৃহা নাড়া দিল। তাই সে প্রত্যয় গ্রহণ করলো যে, পাহাড় থেকে কাঠ কেটে এনে তা বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে কিছু দুধ কিনে নিয়ে তা মুর্শিদ ক্বেবলার খেদমতে হাদিয়া হিসেবে পেশ করবে। অতঃপর কাঠ কাটার জন্য পাহাড়ে গেলে সেখানে হঠাৎ এক হিংস্র বাঘ তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো।

اَب اُدھر کا حال سنئے وہ مرید باصفا ،
المدد یا غوث الاعظم کہکے وہ سنبھلا ذرا ،
چاہتا تھا شیر اس پر حملہ کردے برملا ،
دفعہ ایک آفتابہ اسکے مستک پر پڑا ،

অর্থাৎঃ "ওদিকে আপন মুর্শিদের সেই অকৃত্রিম ভক্ত মুরীদের অবস্থা দেখুন! সে সেখান থেকে আপন মুর্শিদকে সম্বোধন করে 'বাঁচান! ওহে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী!' বলে সাহায্য প্রার্থনা করলো ও নিজেকে বাঁচাতে কিছুটা চেষ্টা করলো।

এ দিকে বাঘটি তাকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হতেই হঠাৎ করে একটা বদনা (লোটা) এসে বাঘের মাথায় সজোরে আঘাত করলো।"

কবির ভাষায়, দেখতে দেখতে বাঘটা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো ও সেটার শিরা-উপশিরা পর্যন্ত শীতল হয়ে গেলো। আর মুরীদ অনায়াসে রক্ষা পেলো।

উল্লেখ্য, মুরীদের আহবানের সময় হযরত ক্বেবলা মাইজভাণ্ডার শরীফে ওযূ করছিলেন এবং সেই ওযূর লোটাই নিক্ষেপ করেছিলেন। তখন লোটাটা অদৃশ্য হয়ে গেলেও পরবর্তীতে সেটা উক্ত ভক্ত-মুরীদ নিয়ে এসেছিলো ও ঘটনা বর্ণনা করলো।

চৌদ্দ) মুর্শিদে বরহক হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ সাহেব রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি আপন জীবদ্দশায় বাংলাদেশ সফর কালে বলুয়ার দিঘীর পাড়স্থ খানক্বাহ্ শরীফে অবস্থানরত ছিলেন। ওদিকে তিনি এক মুরীদকে তার সাক্রাতের সময় সাহায্য করার জন্য তারই শয্যাপাশে সদয় উপস্থিত হন, যা শুধু সেই মুমূর্ষ ব্যক্তিই দেখতে পেয়ে আনন্দিত হয়ে উপস্থিত সবাইকে ডেকে বলেছিল।

তাছাড়া, হুযূর ক্বেবলা একই খানক্বাহ্ শরীফে আলহাজ্ব নূর মুহাম্মদ সওদাগর আল-ক্বাদেরী মরহুম মগফুর ও অন্যান্য মুরীদানের সাথে উপবিষ্ট ছিলেন ঐ বিল্ডিং-এর ছাদের উপর (৪র্থ তলা) থেকে সেখানে খেলাধূলারত সওদাগর-তনয় (আনিস আহমদ আনিস) পড়ে যাচ্ছিলো। তখন তাঁর মাতা দেখলেন হুযূর ক্বেবলা তাকে ধরে ফেলছেন। কিন্তু বাস্তবেও দেখা গেছে যে, সত্যি আনিস পড়ে গেছে। দালানটির দ্বিতীয় তলায় বসে থাকা একজন লোক ত্রস্তভাবে খানক্বায় এসে জনাব সওদাগর সাহেবকে এ দুঃসংবাদটা দিলো। তিনি স্বাভাবিকভাবে খুবই বিচলিত হলেও হুযূর ক্বেবলা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি মৃদু হেসে বললেন, "ঘাবরাইয়্যে মত! বাচ্চা গির গিয়া সাচ, মগর হযরতনে পকড় লিয়া।" (অর্থাৎ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভয় করবেন না! বাচ্চা পড়ে গেছে সত্য! কিন্তু হযরত ধরে ফেলেছেন।) বাস্তবেও দেখা গেলো যে, আনিস অক্ষত অবস্থায় দৌড়ে ঘরে এসে হাযির।

হুযূর ক্বেবলা পাকিস্তানে। এ দিকে জামেয়ার লাইব্রেরীর কিতাবাদিতে উই পোকার আক্রমণ সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। কোন কোন মুরীদের বিশেষ কার্যকলাপের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনামা প্রেরণ করতেন।

এ পুস্তকের প্রকাশক জনাব মাওলানা নূরুল আবছার আল-ক্বাদেরী বর্ণনা করেন যে, একদা ওয়াজ মাহফিলে গিয়ে আহার করার সময় পার্শ্ববর্তী গোয়াল ঘর থেকে বাতিলরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিলো। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হওয়াই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু গুলিগুলো সত্যি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। আর তিনি অনায়াসে নিরাপদ স্থানে সরে পড়ার সুযোগ পান। কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, তিনি তখন স্বচক্ষে দেখতে পান যে, হুযূর ক্বেবলা হযরত তৈয়্যব শাহ সাহেব (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি) স্বয়ং এক 'নূরানী অন্তরাল' হয়ে গুলিগুলোকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছেন এবং সত্য মযহাবের প্রচার কাজেরত আপন ভক্ত মুরীদকে রক্ষা করলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এভাবে, দুনিয়ার সহস্র-লক্ষ আউলিয়া কেরামের অজস্র কারামত তথা খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতার বিবরণ পাওয়া যায় নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিতে; প্রকাশও পেয়েছে, পাচ্ছে এবং পাবে বাস্তবেও। তদপুরি, আউলিয়া কেরাম যে, তাঁদের ভক্ত মুরীদানের অসাধারণ উপকারও করতে পারেন তাতো এসব উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণিত হলো।

এতদ্‌সত্ত্বেও মৌং দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বারো আউলিয়ার চট্টগ্রামের বুকে তাফসীরের নামে আউলিয়ায়ে কেরাম সম্পর্কে এহেন ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন কোন্ সাহসে?

উল্লেখ্য, উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোতে আউলিয়া কেরামের জীবদ্দশার ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন দেখুন, আল্লাহ্‌র ওফাতপ্রাপ্ত-ওলীগণের ক্ষমতা ও মর্যাদা কি! সাঈদীর ভাষায়, যাঁরা কবরে শুয়ে আছেন, তাঁদের ক্ষমতা ও কারামতের কোন নির্ভযোগ্য প্রমাণ আছে কিনা!

এক) প্রথমে লক্ষ্য করুন, মৌং সাঈদীর উক্তি 'যারা কবরে শুয়ে আছেন'। এ বাক্যাংশে যদি তিনি রওযা পাকসমূহে সমাহিত নবীগণ আলায়হিমুস সালামকেও শামিল করেন, তবে তাঁর গোমরাহী তথা জঘন্য ভ্রষ্টতার প্রমাণ দেবে খোদ্ ক্বোরআন মজীদ। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন– وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاۤؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ

وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ০

অর্থাৎঃ "যদি তারা (পাপাচারে লিপ্ত হয়ে) নিজেদের আত্মার উপর যুলুম করে (হে আমার হাবীব!) আপনার নিকট আসে এবং আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর আপনিও যদি তাদের গুনাহ্‌র ক্ষমার জন্য সুপারিশ করেন, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাককে তারা তাওবা কবুলকারী, দয়ালুরূপে পাবে।" (পারা ঃ ৫ঃ সুরা নিসা ঃ রুকূ'-৯ঃ আয়াতঃ ৬৪)

এ আয়াতে করীমায় উল্লেখিত جَاۤؤُكَ (আপনার নিকট আসে)-এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ বলেন, হুযূর (দঃ)-এর যাহেরী হায়াতে [illegible]কে (জীবদ্দশায়) কোন গুনাহ্‌গার

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বান্দা তাঁর পবিত্র দরবারে এসে যেরূপ পাপমুক্ত হতে পারত হুযূর (দঃ)-এর পবিত্র ওফাতের পরও তাঁর রওযা পাকে হাযির হয়ে গুনাহ্গারগণ গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে, তাঁরই সুপারিশক্রমে, অনুরূপভাবে পাপমুক্তি অর্জন করতে পারবে নিঃসন্দেহে। (তফসীরে মাদারিক, তফসীরে খাযাইনুল ইরফান এবং আত্তাওয়াস্সুলু বিন্ নবীয়্যি ওয়া জাহালাতুল ওয়াহ্হাবিয়াহ্, কৃত, হযরত আবূ হামেদ ইবনে মারযূক্ (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) দ্রষ্টব্য)

তাছাড়া,

দুই) হাদীস শরীফে, খোদ নবী করীম (দঃ) এরশাদ করেন–

اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ يُرْزَقُوْنَ وَفِىْ رِوَايَةٍ يُصَلُّوْنَ وَفِىْ رِوَايَةٍ يَحُجُّوْنَ

অর্থাৎ ঃ "নবীগণ (ওফাতের পরও) জীবিত, তাঁদেরকে সেখানে রিয্ক্ দেয়া হয়, তাঁরা সেখানে নামায পড়েন, তাঁরা হজ্বও করেন।" (মিশকাত শরীফ)

তিন) হুযূর (দঃ) আরো এরশাদ ফরমান–

حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামের পবিত্র শরীর মুবারকসমূহকে (বিনষ্ট করা) মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন। (মিশকাত শরীফ)

চার) তাফসীরে কবীর ঃ ৩য় খণ্ড; ৭ম পারা ঃ সূরা আন্'আম-এর وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ আল-আয়াতের তাফসীরের এক পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَثَالِثُهَا الْاَنْبِيَاءُ وَهُمُ الَّذِيْنَ اَعْطَاهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الْعُلُوْمِ وَالْمَعَارِفِ مَا لِاَجْلِهٖ يَقْدِرُوْنَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِىْ بَوَاطِنِ الْخَلْقِ وَاَرْوَاحِهِمْ وَاَيْضًا اَعْطَاهُمْ مِنَ الْقُدْرَةِ وَالْمَكْنَةِ مَا لِاَجْلِهٖ يَقْدِرُوْنَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِىْ ظَوَاهِرِ الْخَلْقِ .

অর্থাৎ ঃ "নবীগণ হচ্ছেন; যাঁদেরকে মহান প্রতিপালক এমন 'ইল্ম' ও 'মা'রিফাত' প্রদান করেছেন, যা দ্বারা তাঁরা মাখলূকের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং তাদের রূহের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। অনুরূপভাবে, তাঁদেরকে সেই কুদরত (ক্ষমতা) দান করেছেন, যা দ্বারা মাখলূকের প্রকাশ্য দিকগুলোর উপরও প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।"

পাঁচ) প্রসিদ্ধ 'ক্বসীদা বোরদাহ্ শরীফ'- এর প্রণেতা হযরতুশ শেখ আল্লামা বূ-সীরী (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি)-এর দূরারোগ্য রোগমুক্তির ঘটনা আম্বিয়া-কেরামের বরকতময় ওফাতোত্তর ক্ষমতার জ্বলন্ত প্রমাণ। আল্লামা বূসীরী (রহঃ) 'ফালেজ' (পক্ষাঘাত) রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর শরীরের নিম্নাংশ অসার হয়ে যায় এবং তিনি অচল ও কর্মাক্ষম হয়ে পড়লেন। বহু চিকিৎসার পরও নিরাশ হয়ে তিনি নবী করীম (দঃ)-এর প্রশংসায় 'উক্ত ক্বসীদা'খানা রচনা করে সেটার 'মাধ্যমে' আল্লাহ্র দরবারে রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করলেন। অতঃপর একদা রাতে তিনি খোদ্ হুযূর (দঃ)-এর সাক্ষাত লাভ করলেন। হুযূর (দঃ) তাঁর শরীরের রোগাক্রান্ত অংশে বরকতময় হাত বুলিয়ে দিলেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ পেয়েছিলেন।

এভাবে অগণিত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান, যা আম্বিয়া কেরামের পবিত্র ওফাতোত্তর খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের প্রমাণবহ। এতদ্সত্বেও যদি সাঈদী সাহেব তা অস্বীকার করেন, তাহলে তিনি কি ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ নন? নবীগণের ওফাতোত্তর ক্ষমতা ও মর্যাদাকে অস্বীকার করেছিল ওহাবী সম্প্রদায়ের প্রবক্তা কুখ্যাত মুহাম্মদ ইব্নে আবদুল ওহাব নজদী। শেখ-ই-নজদী এবং তার অন্ধ অনুসারীদের আক্বীদা হচ্ছে নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম), এমনকি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)ও নাকি মৃত্যুবরণ করে মাটিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা) তারা নবী করীম (দঃ) সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এতটুকু পর্যন্ত বলার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে যে- عَصَایَ هٰذِهٖ خَیْرٌ مِّنْ مُّحَمَّدٍ لِاَنَّهَا یُنْتَفَعُ بِهَا فِیْ قَتْلِ الْحَیَّةِ وَنَحْوِهَا وَ مُحَمَّدٌ قَدْ مَاتَ وَلَمْ یَبْقَ فِیْهِ نَفْعٌ.

অর্থাৎ ঃ "আমার এ লাঠি মুহাম্মদ থেকে উত্তম। কারণ, এটা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, এটা স্বর্প মারার কাজে ব্যবহার করা যায়, ইত্যাদি; অথচ মুহাম্মদ তো মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর মধ্যে কোন কিছু করার ক্ষমতা বাকী থাকেনি।"

বস্তুতঃ ইব্নে আবদুল ওহাব নজদীদের এ উক্তি (আক্বীদা)-এর খণ্ডনে হাজার হাজার ইমাম একথা বলেছেন যে, তাদের এটা কুফরী আক্বীদা। চার মযহাবেরই এ অভিমত এবং এটা যে কুফরী তাতে সমস্ত মুসলিম একমত।

(আদ্-দুরারুস্ সানিয়্যাহ্ ফির রাদ্দি আলাল্ ওয়াহ্হাবিয়াহ্ ঃ ৪২ পৃষ্ঠা)

আর যদি সাঈদী সাহেব ওফাতপ্রাপ্ত আউলিয়া কেরামের ক্ষমতা ও কারামতকে অস্বীকার করতে চান তবে তার অজ্ঞতাপ্রসূত ভ্রান্তিকে চিহ্নিত করবে নির্ভরযোগ্য তাফসীর ও অন্যান্য কিতাবাদি। নিম্নে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করছিঃ

এক) كَرَامَاتُ الْاَوْلِیَاءِ حَقٌّ অর্থাৎ ঃ "ওলীগণের কারামত সত্য।" এটা শুধু তাঁদের জীবদ্দশায় নয়; তাঁদের ওফাতের পরও প্রযোজ্য। (শরহে আক্বাইদে নাসাফী)

দুই) পবিত্র ক্বোরআন মজীদে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা বর্ণনা করেন খোদ্ আল্লাহ্ তা'আলা। তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তিন শতাধিক বছর ঘুমন্ত অবস্থায়, অতঃপর ওফাত দিয়ে ক্বিয়ামত পর্যন্ত 'কাহ্ফ' বা পাহাড়ের গুহায় জীবিত রাখছেন।

তিন) রওযা-ই-আক্বদাসের সংস্কারের সময় ঘটনাচক্রে হযরত ওমর ফারূক্ব (রাদিয়াল্লাহু আন্হু)-এর কবর শরীফ খুলে গিয়েছিল। এতে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর কদম মোবারক তাঁর জীবদ্দশার ন্যায়ই প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল।

চার) বহু বছর পর ইরাকে সমাহিত দু'জন সাহাবীর (হযরত হুযায়ফা ইব্নুল ইয়ামান ও হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ আন্সারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা) কবর শরীফ স্থানান্তরের জন্য তাঁদের পূর্বেকার কবর দু'টি খোলা হলে তাঁদেরকে তাঁদের জীবদ্দশার মতই সশরীরে দেখা যায়। (দৈনিক সংগ্রাম)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পাঁচ) হযরত সালেহ্ দামেস্কী (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর মাযার শরীফ থেকে একখানা কদম মুবারক বের করে দিয়েছেন। তা এখনও যিয়ারতকারীগণ প্রত্যক্ষ করে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন।

ছয়) হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা) হুযূর করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাত শরীফের পর তাঁর যিয়ারত করতেন। অনুরূপভাবে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদিয়াল্লাহু আন্হু)-কে হুযূর করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। তখনও তিনি (হযরত আয়েশা) যিয়ারতে যেতেন; কিন্তু পর্দা করতেন না। কারণ, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্বামী আর হযরত আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) তাঁর পিতা। কিন্তু যখনই হযরত ওমর ফারূক্ব (রাদিয়াল্লাহু আন্হু)-কে রওযা আক্বদাসে দাফন করা হয়, তখন থেকে হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আন্হা) রওযা-ই-আক্বদাসে যেতে পর্দা করতেন আর বলতেন– "পূর্বে রওযা-ই-আক্বদাসে ছিলেন আমার স্বামী এবং আমার পিতা। এখন হযরত ওমর (রাঃ)ও সেখানে রয়েছেন তাঁর থেকে পর্দা করা অপরিহার্য।"

এভাবে আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যেগুলো দ্বারা ওফাতের পর আউলিয়া কেরামের মর্যাদা, কারামত ও ক্ষমতার স্বীকৃতি দেয়। এখন এ প্রসঙ্গে আরো কিছু নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নিন–

এক) فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا আল-আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যায় 'তাফসীরে রূহুল বয়ানে' উল্লেখ করা হয় ঃ

ثُمَّ اَنَّ النُّفُوْسَ الشَّرِيْفَةَ لَا يَبْعُدُ اَنْ تَيْظَهَرَ مِنْهَا اٰثَارٌ فِيْ هٰذَا الْعَالَمِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُفَارِقَةً عَنِ الْاَبْدَانِ اَوْلَا فَتَكُوْنُ مُدَبِّرَاتٍ اَلَا تَرٰى اَنَّ الْاِنْسَانَ قَدْ يَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنَّ بَعْضَ الْاَمْوَاتِ يُرْشِدُهُ اِلٰى مَطْلُوْبِهٖ وَيَرٰى اُسْتَاذَهٗ فَيَسْاَلُهٗ عَنْ مَسْئَلَةٍ فَيَحُلُّهَا لَهٗ وَنَظَائِرُهٗ كَثِيْرَةٌ لَا تُحْصٰى وَقَدْ يَدْخُلُ بَعْضُ الْاَحْيَاءِ مِنْ جِدَارٍ وَنَحْوِهٖ عَلٰى بَعْضِ مَنْ لَهٗ حَاجَةٌ فَيَقْضِيْهَا وَذٰلِكَ عَلٰى خَرْقِ الْعَادَةِ فَاِذَا كَانَ التَّدْبِيْرُ بِيَدِ الرُّوْحِ وَهُوَ فِيْ هٰذَا الْمَوْطِنِ فَكَذَا اِنْتِقَالُ مُنْذُ اِلَى الْبَرْزَخِ بَلْ هُوَ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْبَدَنِ اَشَدُّ تَأْثِيْرًا لِاَنَّ الْجَسَدَ حِجَابٌ فِي الْجُمْلَةِ۔ اَلَا تَرٰى اَنَّ الشَّمْسَ اَشَدُّ اِحْرَاقًا اِذَا لَمْ يَحْجُبْهَا غَيَامٌ وَنَحْوُهٗ۔ (ملخصًا)

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্র যেসব পবিত্র-আত্মাবিশিষ্ট বান্দা (নবী ও ওলীগণ, তাঁদের থেকে এ জগতে বিভিন্ন নিদর্শন (অলৌকিক ঘটনা) প্রকাশ পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। চাই তাঁদের রূহ তাঁদের শরীরের মধ্যে থাকুক কিংবা তা থেকে আলাদা হোক। তাঁরা উভয় অবস্থায় কার্যাদি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সম্পন্ন করতে পারেন। তুমি কি দেখছনা, মানুষ কখনো স্বপ্নে দেখে যে, কোন কোন ওফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার বাঞ্ছিত পথ দেখিয়ে দেয়। কেউ তার ওস্তাদকে দেখে যে, সে তাঁর নিকট তাকে জঠিল প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করছে, আর ওফাতপ্রাপ্ত বুগর্য ওস্তাদ তার প্রশ্নের জবাব বাতলিয়ে দিচ্ছেন। এ ধরণের দৃষ্টান্ত অসংখ্য।

দুই) হযরত আবদুল হক মুহাক্কিক দেহলভী (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর লিখিত, মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আশ্'আতুল লোম'আত'-এর 'যিয়ারাতুল ক্বুবূর' শীর্ষক অধ্যায়ের প্রারম্ভে ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর একটা মন্তব্য উদ্ধৃত করেন। ইমাম গায্যালী (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন–

مَنْ يُسْتَمَدُّ فِيْ حَيَاتِهٖ يُسْتَمَدُّ بَعْدَ وَفَاتِهٖ

অর্থাৎ ঃ "যাঁর নিকট (যে বুযর্গের নিকট) তাঁর জীবদ্দশায় সাহায্য চাওয়া যায়, তাঁর ওফাতের পরও তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া যায়।"

তিনি আরো উল্লেখ করেন–

یکے از مشائخ گفتہ دیدم چہار کس را از مشائخ کہ تصرف میکنند در قبور خود مانند تصرفہائے ایشاں در حیوٰت خود یا بیشتر،

অর্থাৎ ঃ "একজন বুযর্গের বর্ণনা– "আমি চারজন বুযর্গকে দেখলাম, তাঁরা আপন আপন কবরে রয়ে এমনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন, যেমনিভাবে তাঁরা তাঁদের জীবদ্দশায় করতেন অথবা তদপেক্ষাও অধিক।"

অতঃপর বলেন–

قومے میگویند کہ امداد حیٔ قوی تر است ومن می گویم کہ امداد میت قوی تر است اولیاء را تصرف در اکوان حاصل است وآں نیست مگر ارواح ایشاں را وارواح باقی است۔

অর্থাৎ ঃ "কেউ কেউ বলে থাকেন, জীবিতদের ক্ষমতা অধিকতর প্রবল। কিন্তু আমি বলবো– ওফাতপ্রাপ্ত বুযর্গদের ক্ষমতা আরো অধিক। আউলিয়া কেরাম সৃষ্টির কল্যাণার্থে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। এ ক্ষমতা তাঁদের রূহের মধ্যে। রূহ হচ্ছে স্থায়ী।"

তিন) 'মিশ্কাত শরীফ ঃ বা-বু যিয়ারাতিল ক্বুবূর-এর হাশিয়া'য় (পার্শ্বটীকা) উল্লেখ করা হয়ঃ

وَاَمَّا الْاِسْتِمْدَادُ بِاَهْلِ الْقُبُوْرِ فِيْ غَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوِ الْاَنْبِيَاءِ اَثْبَتَهُ الْمَشَائِخُ الصُّوْفِيَّةُ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ قَالَ الْاِمَامُ الشَّافِعِيُّ قَبْرُ مُوْسَى الْكَاظِمِ تِرْيَاقٌ مُجَرَّبٌ لِاِجَابَةِ الدُّعَاءِ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَقَالَ الْإِمَامُ الْغَزَّالِيُّ مَنْ يُسْتَمَدُّ فِيْ حَيَاتِهٖ يُسْتَمَدُّ بَعْدَ وَفَاتِهٖ

অর্থাৎ ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ও অন্য নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) ব্যতীত অন্যান্যদের ক্ষেত্রে, 'যাঁরা কবরে শুয়ে আছেন' (আউলিয়া কেরাম), তাঁদের নিকট সাহায্য চাওয়ার পক্ষে সূফীগণ এবং ফকীহগণের একটা বিরাট দল আপন মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফে'ঈ (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, "হযরত মূসা কাযেম (রাদিয়াল্লাহু আন্হু)-এর মাযার শরীফ পরীক্ষিত বিষপাথর। কারণ, তাঁর মাযারে দো'আ করা মাত্র কবুল হয়।" ইমাম গায্যালী (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন, "যেই ওলীর নিকট তাঁর জীবদ্দশায় সাহায্য চাওয়া যায়, তাঁর ওফাতের পরও তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া যায়।"

চার) যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) কৃত 'নুয্হাতুল খাতির আল-ফাতির ফী তরজমাতিস্ সাইয়্যেদিশ শরীফ আবদিল ক্বাদের'-এর ৬১ পৃষ্ঠায় হযরত গাউসে আ'যম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুর একটা উক্তি উদ্ধৃত করেন–

مَنِ اسْتَغَاثَ بِيْ فِيْ كُرْبَةٍ كُشِفَتْ عَنْهُ وَمَنْ نَادَانِيْ بِاسْمِيْ فِيْ شِدَّةٍ فُرِّجَتْ عَنْهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِيْ إِلَى اللّٰهِ فِيْ حَاجَةٍ قُضِيَتْ

অর্থাৎ ঃ "যে কেউ কোন দুঃখের সময় আমার নিকট সাহায্য চাইবে, তার দুঃখ দূরীভূত হয়ে যাবে, যে ব্যক্তি কঠিন বিপদের মুহূর্তে আমাকে আমার নাম ধরে আহ্বান করবে তার বিপদ দূরীভূত হবে। আর যে ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে আমাকে প্রতিপালকের দরবারে ওসীলা বানাবে, তাঁর চাহিদা পূরণ হবে।"

অতঃপর উক্ত কিতাবে আরো উল্লেখ করা হয় যে, হুযূর গাউসে পাক (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) 'নামাযে গাউসিয়া'-এর নিয়ম বর্ণনা করেন– "প্রথমে দু'রাক্'আত নফল নামায পড়বেন– প্রত্যেক রাক্'আতে ১১ বার করে সূরা ইখলাস দ্বারা। অতঃপর সালাম ফেরানোর পর সালাত ও সালাম (আস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) পাঠ করবেন। অতঃপর বাগদাদ শরীফের দিকে ১১ কদম অগ্রসর হবেন। প্রত্যেক কদমে আমার নাম উচ্চারণ করে স্বীয় প্রয়োজন আরয করবেন। আর নিম্নলিখিত দু'টি পংক্তি পাঠ করবেন–

اَيُدْرِكُنِيْ ضَيْمٌ وَاَنْتَ ذَخِيْرَةٌ ÷ وَاَظْلَمُ فِي الدُّنْيَا وَاَنْتَ نَصِيْرِيْ

وَعَارٌ عَلٰى حَامِي الْحِمٰى وَهُوَ مُنْجِدِيْ ÷ إِذَا ضَاعَ فِي الْبَيْدَاءِ عُقَالُ بَعِيْرِيْ

অতঃপর মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) উল্লেখ করেন,– "এবং এটা অনেকবার পরীক্ষা করা হয়েছে, প্রত্যেক বারেই সেটা সত্য প্রমাণিত হয়েছে।"

এখানে লক্ষ্য করুন! হুযূর গাউসে আ'যম (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন মুসীবতের সময় তাঁর নিকট সাহায্য চাইতে আর হানাফী মযহাবের নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ আলিম ও মুহাদ্দিস মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) সেটা সমর্থন করছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুতরাং বুঝা গেল যে, বুযর্গদের (সাঈদী সাহেবের ভাষায়, খাজাদের নিকট) তাঁদের ওফাতের পর সাহায্য চাওয়া শির্ক নয়, বরং জায়েয্ ও উপকারী। তা হবেও না কেন সুগন্ধময় বস্তুর সান্নিধ্যে থাকলে সুগন্ধময় হওয়া যায়। এ কারণে আল্লাহ্ পাক এরশা করেন- وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ ঃ "এবং তোমরা সাদেক্বীন (আল্লা পাকের প্রিয় সত্যবাদী) বান্দাগণের সঙ্গ অবলম্বন কর!" দেখুন, খোদ আল্লাহ্ পাক বুযর্গা দ্বীনের দরবারে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। বোখারী শরীফের ভূমিকায় মৌং আহমদ আ সাহারনপুরী সাহেব লিখেছেন- "ইমাম বোখারী (রহঃ)-এর ওফাতের পর যখন তাঁ কবর শরীফে দাফন করা হয়েছিল তখন তাঁর কবর শরীফের মাটি থেকে মেশ্‌কে আম্বরে খুশ্‌বু প্রবাহিত হচ্ছিল। আর মানুষেরা দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর কবরের মাটি নিয়ে যেতে থাকে এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে- আল্লাহ্‌র ওলীর সান্নিধ্য পেয়ে মাটি পর্যন্ত সুগন্ধময় হ যায়। কবি বলেন-

حال ہمنشیں در من اثر کرد ÷ وگرنہ من ھماں خاکم کہ ہستم ،

অর্থাৎ ঃ মাটি বলছে, "আমার মধ্যে আমার সাথী প্রভাব বিস্তার করেছে, নতুবা আমিও অন্যান্য মাটির মত ছিলাম।"

বাস্তবে ইসলামের প্রকৃত আলোক পৃথিবীর আনাচে কানাচে প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আউলি কেরামের অবদানকে অস্বীকার কে করতে পারে? মানুষকে ঈমান-আক্বীদার উপর প্রতিষ্ঠি রাখার ক্ষেত্রে হক্কানী রব্বানী পীর-মশায়েখ কেরামের প্রভাব ও অবদানকে অস্বীকার ক কোন বিবেকবান মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য, আজ স্বার্থান্বেষী মহল এদেশে যেসব সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ঠ করে নিজেদের দলে এনে নিজেদের রাজনৈতি ফায়দা লুটতে চাচ্ছে সেসব মুসলমানের পুরুষানুক্রমে হেদায়তের জন্য কার বা কাদে অবদান সর্বাগ্রে স্বীকার করতে হয়? নিশ্চয় প্রত্যেককে স্বীকার করতে হবে যে, তাঁরা হচ্ছে হযরত খাজা গরীব নওয়ায এবং হযরত শাহজালাল সিলেটী ইয়েমেনী (রাহ্‌মাতুল্লা আলায়হি)-এর মতো আউলিয়া কেরামই।

কাজেই, ক্বোরআন, হাদীস, ইজমা, ক্বিয়াস, নির্ভরযোগ্য তাফসীর, কিতাবাদি এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করে মৌং সাঈদী এদেশে 'তাফসীরের নামে কোন্ ধরণের ইসলা কথাবার্তা বলছেন তা ভেবে দেখা দরকার।

সপ্তমতঃ আউলিয়া কেরামের সমাধি (কবর শরীফ)-এর উপর 'মাযার-গম্বুজ' নির্মাণ ক গিলাফ চড়ানো, আগরবাতি জ্বালানো, গোলাপ-পানি ছিটানো ইত্যাদিকে মৌং সাঈ সাহেব এসব আউলিয়া কেরামকে 'ইলাহ' বানানো তথা 'শির্ক'-এর নামান্তর বলে ফতে দিলেন। বস্তুতঃ মৌং সাঈদীর এ ফতোয়া ভিত্তিহীন। সর্বোপরি, তার ভ্রান্ত আক্বীদা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

এ ফতোয়ার (!) সাথে তাঁর আলোচ্য আয়াত (সূরা আল্-মু'মিন-এর ১ম রুকূ'র আয়াত)-এর কোন সামঞ্জস্য নেই। ফিক্বহ্-ফতোয়ার কিতাবাদির সাথে তো নেই-ই। এ দেখুন, মৌং সাঈদী সাহেব যে সব বিষয়কে শির্ক বলে ফতোয়া দিলেন সেগুলো সম্প শরীয়তের হুকুম কি?

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(ক) 'মাযার' নির্মাণ

এ প্রসঙ্গে সঠিক ফতোয়া হচ্ছে, সাধারণ মুসলমানের কবরের উপর ঘর নির্মাণ করা বৈধ নয়। কিন্তু হক্কানী ওলামা, মশায়েখ ও ওলী-বুযর্গের মাযার নির্মাণ করা বৈধ। কারণ, এতে আউলিয়া কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং তাঁদের প্রতি মানুষের মনও আকৃষ্ট হয়। তখন লোকেরা যিয়ারত করে বরকত হাসিল করায় উৎসাহিত হয়। এ মাযার নির্মাণ করা ক্বোরআন-সুন্নাহ্সম্মত এবং সাহাবা কেরাম ও মুসলমানদেরই আমল। যেমন·

এক) পবিত্র ক্বোরআন মজিদে আসহাবে কাহ্ফের ঘটনার বিবরণের এক পর্যায়ে– وَكَذٰلِكَ اعثرنا عليهم ... فَقَالُوا ابْنُوا عليهم بنيانا আল-আয়াতের بُنْيَانًا শব্দের ব্যাখ্যায় 'তাফসীরে রূহুল বয়ান'-এ উল্লেখ করা হয়– "লোকেরা আসহাবে কাহ্ফের মাযারের চতুর্দিকে দেয়াল নির্মাণ করার পরামর্শ দেয়। শেষ পর্যন্ত তাঁদের মাযারের পাশে মসজিদ নির্মাণ করা হয়।" এর কারণ বা উদ্দেশ্য সম্পর্কেও এ তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়–

يُصَلِّيْ فِيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ وَيَتَبَرَّكُوْنَ مَكَانَهُمْ .

অর্থাৎ ঃ "মুসলমানগণ এখানে নামায পড়বে এবং তাঁদের (মাযারের) এ স্থান থেকে বরকত গ্রহণ করবে।"

দুই) খোদ্ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রওযা-ই-আক্বদাসেই আরাম ফরমাচ্ছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব ও হযরত ওমর ফারূক্ব রাদিয়াল্লাহু আন্হুমাও একই রওযা পাকে সমাহিত আছেন। হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-ও এই একই রওযা-ই-আক্বদাসে সমাহিত হবেন।

তিন) 'বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড' এবং 'মিশকাত শরীফ কিতাবুল জানায়েযঃ বাবুল বুকা-ই-আলাল মাইয়্যেত'-এ উল্লেখ করা হয় যে, হযরত ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আন্হু)-এর ইন্তিকালের পর ضربت امراته القبة على قبره অর্থাৎ– তাঁর স্ত্রী তাঁর কবর মুবারকের উপর গম্বুজ নির্মাণ করেন। এটা সাহাবা কেরামেরই যুগে অনেকের উপস্থিতিতে করা হয়েছিল। তাঁদের কেউ তো এটাকে নিষিদ্ধ কিংবা শির্ক বলেন নি!

চার) তাফসীর-ই-রূহুল বয়ান ঃ ৩য় খণ্ড ঃ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ আল্ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়–

فَبِنَاءُ قِبَابٍ عَلٰى قُبُوْرِ الْعُلَمَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ اَمْرٌ جَائِزٌ اِذَا كَانَ الْقَصْدُ بِذٰلِكَ التَّعْظِيْمَ فِيْ اَعْيُنِ الْعَامَّةِ حَتّٰى لَا يَحْتَقِرُوْا صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرِ

অর্থাৎ ঃ "ওলামা, আউলিয়া ও সালেহীন বান্দাদের কবরের উপর মাযার নির্মাণ করা জায়েয কাজ; যদি এটা মানুষের চোখে তাঁদের মর্যাদাকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে হয়; যাতে করে তারা কবরবাসী ওলীকে তুচ্ছজ্ঞান না করে।"

পাঁচ) হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) 'মিরকাত শরহে মিশকাত'-এ লিখেছেন– قَدْ اَبَاحَ السَّلَفُ الْبِنَاءَ عَلٰى قُبُوْرِ الْمَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ الْمَشْهُوْرِيْنَ لِيَزُوْرَهُمُ النَّاسُ وَيَسْتَرِيْحُوْا بِالْجُلُوْسِ .

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ ঃ "সলফে সালেহীন (পূর্ববর্তী যুগের ইমামগণ) ওলামায়ে হক্কানী, পীর মশাইখ প্রমুখ-এর কবরের উপর মাযার নির্মাণ করাকে জায়েয বলেছেন; যাতে করে লোকেরা তাঁদের মাযার যিয়ারত করতে পারে এবং সেখানে বসে আরাম পায়।"

ছয়) ফতোয়া শামী ঃ ১ম খণ্ডে আছে- وَقِيْلَ لَا يُكْرَهُ الْبِنَاءُ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّادَاتِ .

অর্থাৎঃ "ফক্বীহ্গণের একটা দল বলেছেন, 'মাযার নির্মাণ করা বৈধ, যদি ওফাতপ্রাপ্ত পীর-মশাইখ, ওলামা কিংবা সৈয়দ বংশীয়দের থেকে হন।"

খ) মাযারের উপর গিলাফ চড়ানো

এ প্রসেঙ্গ 'ফতোয়া শামীঃ ৫ম খণ্ডঃ কিতাবুল কারাহিয়্যাৎঃ বাবুল লুবস্'-এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়- قَالَ فِيْ فَتَاوَى الْحُجَّةِ وَتُكْرَهُ السُّتُوْرُ عَلَى الْقُبُوْرِ وَلٰكِنْ نَحْنُ نَقُوْلُ الْاٰنَ إِذَا قُصِدَ بِهِ التَّعْظِيْمُ فِيْ عُيُوْنِ الْعَامَّةِ حَتّٰى لَا يَحْتَقِرُوْا صَاحِبَ الْقَبْرِ بَلْ جَلْبُ الْخُشُوْعِ وَالْاَدَبِ لِلْغَافِلِيْنَ وَالزَّائِرِيْنَ فَهُوَ جَائِزٌ لِاَنَّ الْاَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ .

অর্থাৎঃ আল্লামা শামী বলেন, 'ফতোয়া-ই-হাজ্জাহ্'-তে বুযর্গানে দ্বীনের কবরের উপর গিলাফ চড়ানো মাকরূহ বলেও কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু আমাদের অভিমত হচ্ছে- বর্তমান যুগে যদি এতদুদ্দেশ্যে গিলাফ চড়ানো হয় যে, এগুলোকে তারা তুচ্ছজ্ঞান করবেনা; বরং এর দ্বারা আউলিয়া কেরামের মর্যাদা সম্পর্কে সাধারণ লোকের অন্তরে বিনয় ও আদব অর্জিত হবে, তবে জায়েয। কারণ, পবিত্র হাদীসের ভাষায়, "আমলের মুল্যায়ন করা হবে নিয়ত দ্বারা।"

তাফসীরে রূহুল বয়ানেও 'সূরা তাওবা'র আয়াত إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যায় এ প্রসঙ্গে একই অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

গ) মাযারে বাতি জ্বালানো, আগরবাতি জ্বালানো ও গোলাপ পানি ছিটানো

এতদ্সমুদয় কাজ আউলিয়া কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে করা হলে জায়েয। তাফসীরে রূহুল বয়ানঃ সূরা তাওবার আয়াত إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়- وَكَذَا إِيْقَادُ الْقَنَادِيْلِ وَالشَّمْعِ عِنْدَ قُبُوْرِ الْاَوْلِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ وَالْاِجْلَالُ لِلْاَوْلِيَاءِ فَالْمَقْصَدُ فِيْهَا حَسَنٌ وَنَذْرُ الزَّيْتِ وَالشَّمْعِ لِلْاَوْلِيَاءِ يُوْقَدُ عِنْدَ قُبُوْرِهِمْ تَعْظِيْمًا لَهُمْ وَمَحَبَّةً

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فِيْهِمْ جَائِزٌ لَا يَنْبَغِى النَّهِىُ عَنْهُ .

অর্থাৎ ঃ অনুরূপভাবে, আউলিয়া ও সালেহীনের কবরসমূহের পার্শ্বে বাতি জ্বালানো যদি তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হয়, যেহেতু তার উদ্দেশ্য ভালো সেহেতু জায়েয। আর যদি আউলিয়া কেরামের জন্য তৈল ও মোমবাতি মান্নত করা হয় এবং তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে, তাঁদের কবরের পার্শ্বে সেগুলো জ্বালানো হয়, তবে তাতে নিষেধ করা উচিত নয়। তাছাড়া, 'হাদিক্বাতুন্নাদিয়্যাহ্ শরহে তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া' (মিশর থেকে প্রকাশিত) ২য় খণ্ডঃ ৪২৯ পৃঃ এবং আল্লামা আবদুল গণি নাবলুসী (রহঃ) 'রেসালা-ই-কাশফুন্ নূর'-এও এ অভিমত প্রকাশ করেন।

অষ্টমতঃ মৌং সাঈদী সাহেব তাঁর দাবীগুলোর পক্ষে ক্বোরআনের যেসব আয়াত পেশ করলেন, সেগুলো সম্পর্কিত জবাবঃ

সাঈদী সাহেব তার ভ্রান্ত মতবাদের পক্ষে নিম্নলিখিত আয়াতগুলো পেশ করেন–

ক) يَاأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ ○

অর্থাৎঃ "হে লোকেরা (মক্কাবাসী)! তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে স্মরণ কর! আল্লাহ্ ছাড়াও কি আরো স্রষ্টা আছে যে, আসমান ও যমীন থেকে তোমাদেরকে রিয্ক দেবে? আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। কাজেই, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

বস্তুতঃ এটা 'সূরা ফাতির' বা 'সূরা মালাইকার' ৩য় আয়াত। 'সূরা ফাতির' মক্কী সূরা। এ আয়াতে- يَاأَيُّهَا النَّاسُ (হে লোকেরা!) বলে মক্কার মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। যারা আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে অস্বীকার করতো, মূর্তিগুলোকে তাদের স্রষ্টা ও রিয্কদাতা বলে বিশ্বাস করতো। আর বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি)-কে অস্বীকার করতো। সুতরাং আয়াতে উল্লেখিত 'গায়রুল্লাহ' (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ) মানে-আউলিয়া কেরাম, পীর মশায়েখ ও বুযর্গানে দ্বীন নয়; বরং মুশরিকদের মূর্তিই। কারণ, কোন মুসলমান কোন বুযর্গকে খোদা মনে করে তাঁদের নিকট যাননা; বরং তাঁদেরকে খোদার নৈকট্য ও রহমত লাভের 'ওসীলা' বা 'মাধ্যম' বলে বিশ্বাস করেই যেয়ে থাকেন।

(তাফসীরে বায়যাভী, জালালাঈন, কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান)

খ) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ

অর্থাৎ ঃ "হে হাবীব! আপনি বলে দিন, তোমরা বল, যদি আল্লাহ্ তোমাদের কান (শ্রবণ শক্তি) ও চক্ষুসমূহ (দৃষ্টিশক্তি) কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর করে দেন, তবে আল্লাহ্ ছাড়া সে কোন ইলাহ্ আছে, যে তোমাদের এগুলোকে ফিরিয়ে দেবে? (অর্থাৎ কেউ নেই।)"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এটা 'সূরা আন'আম'-এর ৪৬ নং আয়াত। এটাও মক্কী সূরা। এ আয়াত শরীফও নাযিল হয়েছে মক্কার কাফির-মুশরিকদের প্রসঙ্গে; যারা আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলনা, আল্লাহ্ সম্পর্কেও তাদের কোন জ্ঞান ইতোপূর্বে ছিলনা। কাজেই, তারা আল্লাহ্ ব্যতীত, মূর্তির পূজা করতো। সুতরাং এ আয়াতে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বিশ্বনবী (দঃ)-এর মাধ্যমে তাদেরকে নিজের পরিচয় দিয়েছেন এবং একথা বলে দিয়েছেন যে, ইবাদতের উপযোগী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তিনিই মহা পরাক্রমশালী। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার কারো কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীক্রমে, কোন মুসলমান তো আল্লাহ্‌র মত কাউকে বিশ্বাস করে না। সুতরাং এখানেও 'গায়রুল্লাহ্' মানে মুশরিকদের মূর্তি। (তফসীরে বায়যাবী, জালালাঈন ও খাযাইন)

গ) قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ۝ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝

অর্থাৎ ঃ "হে হাবীব! আপনি বলে দিন, তোমরা বল, যদি আল্লাহ্ তোমাদের উপর রাতকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী করে দেন তবে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন্ ইলাহ্ আছে, যে দিন এনে দিতে পারে? তোমরা কি শুন্‌ছোনা?

হে হাবীব! আপনি বলে দিন, তোমরা বল, আল্লাহ্ যদি দিনকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী করে দেন, তবে সে কোন্ ইলাহ্ আছে, যে রাত নিয়ে আসতে পারে, যাতে তোমরা প্রশান্তি অর্জন করবে? তোমরা কি দেখতে পাওনা?"

এ দু'টি আয়াত সূরা ক্বাসাসের ৭২ ও ৭৩ নং আয়াত। সূরা ক্বাসাস মক্কী সূরা, আয়াত দু'টিও মক্কার মুশরিকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা তাদের মূর্তিগুলোকে সর্বশক্তিমান উপাস্য বলে বিশ্বাস করতো। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এখানে তাদের সেই বাতিল আক্বীদা-বিশ্বাসকে খণ্ডন করে স্বীয় পরিচয় দিচ্ছেন যে, যিনি প্রকৃত ইলাহ্ তিনি সর্বশক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী; তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা কারো নেই। কিন্তু মূর্তিগুলোর কোন ক্ষমতাই নেই। মোটকথা, এখানেও 'গায়রুল্লাহ্' মানে মুশরিকদের উপাস্য (মূর্তি); আউলিয়া কেরাম নয়। কারণ, আয়াত দু'টি মুসলমানদের শানে নাযিল হয়নি, যেহেতু মুসলমানদের কেউ তো খোদার সাথে মোকাবেলা করার জন্য তাঁদের নিকট যাননা, তাঁরা যান খোদার সঠিক পরিচিত লাভের জন্য। পবিত্র ক্বোরআনেও আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিয়েছেন وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ । অর্থাৎঃ তোমরা সত্যবাদীগণের (আউলিয়া কেরাম) সঙ্গ অবলম্বন কর। (বায়যাভী, জালালাঈন ও খাযাইন ইত্যাদি)

ঘ) وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ۝

এটা সূরা ফোরক্বানের ৩য় আয়াত। 'সূরা ফোরক্বান' মক্কী। আয়াত শরীফখানাও নাযিল

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়েছে মক্কার মুশরিক-কাফিরদের প্রসঙ্গে, যারা আল্লাহ্ ছাড়া মূর্তি-প্রতিমাকে তাদের উপাস্য, তাদের হায়াত ও মওত এবং পুনরুত্থানের মালিক বলে বিশ্বাস করতো। আয়াতে তাদেরই এ দাবীর খণ্ডন করা হয়েছে। যেমন, তাফসীরে জালালাঈন শরীফে এ প্রসঙ্গে পরিষ্কার ভাষার উল্লেখ করা হয়েছে–

وَاتَّخَذُوْا اى الكفار مِنْ دُوْنِهٖ .

اى الله اى غيره اٰلِهَةً هى الاصنام ..... وَلَا نُشُوْرًا ه

অর্থাৎঃ এবং তারা (অর্থাৎ কাফিররা) গ্রহণ করেছে তাঁকে (অর্থাৎ আল্লাহ্কে) ছাড়া (অন্য কাউকে) ইলাহ্ রূপে; তাদের ইলাহ্ হচ্ছে তাদের মূর্তিগুলো। যেমন মূর্তি মালিক নয় এবং ..... না পুনরুত্থান।

সুতরাং এখানেও 'মিন্ দূনিহী' মানে মক্কার মুশরিকদের 'মূর্তিসমূহ'; মুসলমানদের শ্রদ্ধাভাজন আউলিয়া কেরাম নন। কারণ, কোন মুসলমান কোন ওলীকে খোদা মনে করে তাঁর নিকট যান না। তাঁরা যান আউলিয়া কেরামের খোদা-প্রদত্ত মর্যাদার ওসীলায় খোদার দরবারে নিজেদের মঙ্গল কামনার্থে। সেটাতো ইসলাম সম্মত।

৬) قُلْ اَرَاَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ط

এটা সূরা আহক্বাফের ৪র্থ আয়াতের প্রথমাংশ। সূরা আহক্বাফ মক্কী সূরা। আয়াত শরীফখানাও নাযিল হয়েছে মক্কার মুশরিকদের প্রসঙ্গে, যারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তাদের প্রতিমাগুলোকে স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করতো। আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে তাদের এ ভিত্তিহীন বিশ্বাসের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় খণ্ডন করেছেন। আর ঘোষণা করেছেন– উপাস্য একমাত্র সেই মহান আল্লাহ্ যিনি আস্মান, যমীন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাফসীরে জালালাঈন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে–

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اخبرونى مَا تَدْعُوْنَ تعبدون مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اى الاصنام ..... السَّمٰوٰتِ

অর্থাৎ ঃ "হে হাবীব! আপনি বলুন, 'তোমরা বল দেখি, তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যে সব মূর্তিকে ডাকছ (অর্থাৎ উপাসনা করছ) সেগুলো যমীনের কোন্ অণু-পরমাণুটা সৃষ্টি করেছে? কিংবা আস্মানে তাদের কোন্ অংশ আছে? থাকলে আমাকে দেখাও! (কখনো দেখাতে পারবে না।)"

সুতরাং এ আয়াতের প্রকৃত তাফসীর থেকেও বুঝা যায় যে, مَا تَدْعُوْنَ (যা তোমরা ডাকছ) মানে 'এবাদত করা'। مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ) মানে- মুশরিকদের মূর্তি; আউলিয়া কেরাম নন। কারণ, কোন মুসলমানই কোন ওলীর ইবাদত করেনা। তাঁদের যিয়ারত করাকে 'তাঁদের ইবাদত' বলে আখ্যায়িত করা নিছক মূর্খতা ও অমার্জনীয় ভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়।

৭) لَوْكَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ج ..... عَمَّا يَصِفُوْنَ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎঃ "যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ্ ব্যতীত আরো অধিক ইলাহ্ থাকতো, তবে আসমান ও যমীন ধ্বংস হয়ে যেতো.....।" (আল্-আয়াত)

এটা 'সূরা আম্বিয়া'-এর ২২ নং আয়াত। সূরা আম্বিয়া মক্কী। আয়াত শরীফটাও নাযিল হয়েছে মক্কার মুশরিকদের প্রসঙ্গে। এসব মুশরিক আল্লাহ্ ব্যতীত বহু সংখ্যক উপাস্যে বিশ্বাসী। আল্লাহ্ তাদেরকে একটা বাস্তবধর্মী উদাহরণ দিয়ে আপন একত্ব প্রমাণ করেছেন। (তফসীরে জালালাঈন শরীফ ঃ ২৭১ পৃষ্ঠা ইত্যাদি)

অতএব, একথা সুস্পষ্ট হলো যে, মৌং দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এদেশে মওদুদী-মতবাদ প্রচার করার উদ্দেশ্যে সেই কুখ্যাত মওদুদীরই মত পবিত্র ক্বোরআনের মনগড়া তাফসীর করতেও দ্বিধাবোধ করছেনা। আরো সুস্পষ্ট হলো যে, এ মনগড়া তাফসীরের পরম্পরায়, নবী ও ওলীগণের শত্রুতাকে চরিতার্থ করণের মানসে এ দেশের মুসলমানদেরকে নির্বিচারে মুশরিক সাব্যস্ত করতেও কুণ্ঠিত হননি। তিনি পবিত্র ক্বোরআন মজীদের মধ্যে যেসব আয়াত নিরেট কাফের এবং মুশরিকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে সেসব আয়াত এ দেশের সরলপ্রাণ মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য বলে চালিয়ে দেয়ার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি (সাঈদী) নিছক মনগড়াভাবে, পবিত্র ক্বোরআনে যেসব আউলিয়া কেরামকে 'আল্লাহ্র ওসীলা' (মাধ্যম) বলা হয়েছে সেসব ওলী-আল্লাহ্কে মুসলমানদের খোদা কিংবা মুশরিকদের মূর্তি বলে আখ্যায়িত করার ঘৃণ্য প্রয়াস চালিয়েছেন। (আল্লাহর পানাহ্!)

তাছাড়া, এসবক'টি উদ্ধৃতি থেকে একথাও সুস্পষ্ট হলো যে, মৌং সাঈদী সাহেব বাহ্যতঃ সূরা 'আল-মু'মিনের' তাফসীর করার কথা বলে, পক্ষবিশেষের নিকট শ্রুতিমধুর কণ্ঠে উক্ত সূরার আয়াত শরীফ তেলাওয়াত এবং সুবিধাবাদী অনুবাদ করলেও, এর পরে যেসব বক্তব্য তিনি উপস্থাপন করেছেন, সেগুলো 'তাফসীর' জাতীয় কিছুই নয়, বরং মানুষকে ধোকা দিয়ে একটা গণধিকৃত ও প্রত্যাখ্যাত মতবাদকে ইসলামের নামে চালিয়ে দিয়ে নিজেদের কুমৎলব হাসিল করার ফন্দি এঁটেছেন মাত্র। সে-ই ধিকৃত মতবাদ কি? সেটা হচ্ছে– সেই জমায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আন্তর্জাতিক গোমরাহ মিঃ মওদুদীর মনগড়া মতবাদ।

বস্তুতঃ মৌং সাঈদীর উক্ত আপত্তিকর ও খণ্ডিত বক্তব্যগুলো হুবহু বিশেষ করে মিঃ মওদুদীর মতবাদের সাথে মিলে যায়। যেমন– মওদুদী সাহেব তাঁর লিখিত 'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন'-এর প্রারম্ভে 'ইলাহ্' বা খোদার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন–

"খোদার নবীগণের শিক্ষার প্রভাবে যেখানে মানুষ একমাত্র পরাক্রমশালী খোদার কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দিয়েছে, সেখানে অন্যান্য খোদার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে সত্য, কিন্তু নবী, ওলী, শহীদ, দরবেশ, গওস, কুতুব, ওলামা, পীর ও ঈশ্বরের বরপুত্রদের ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব তবুও কোনো না কোন পর্যায়ে ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। অজ্ঞ লোকেরা মুশরিকদের খোদাগণকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র সেই সব নেক-বান্দাদেরকে খোদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, যাদের সমগ্র জীবন মানুষের কর্তৃত্ব খতম করে একমাত্র আল্লাহ্র কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্যয়িত হয়েছিল। একদিকে মুশরিকদের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ন্যায় পূজা-অর্চনার পরিবর্তে ফাতেহাখানি, জিয়ারত, নযর-নিয়াজ, ওরস, চাদর চড়ানো, তাজিয়া করা এবং এ ধরনের আরো অনেক ধর্মীয় কাজ সম্বলিত একটা নূতন শরীয়ত তৈরী করা হয়েছে, আর অন্য দিকে কোন তত্বগত দলীল প্রমাণ ছাড়া ঐসব নেককার লোকদের জন্ম-মৃত্যু, আবির্ভাব-তিরোধান, কাশ্‌ফ-কারামত, ক্ষমতা-কর্তৃত্ব এবং আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের নৈকট্যের ধরণ সম্পর্কে পৌত্তলিক মুশরিকদের পৌরানিকবাদের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে সামঞ্জস্যশীল একটা পৌরানিকবাদ তৈরী করা হয়েছে। তৃতীয়ত ঃ ওসীলা, রূহানী-মদদ, ফয়েজ প্রভৃতি শব্দগুলোর সুদৃশ্য আবরণের আড়ালে আল্লাহ্‌ ও বান্দার মধ্যেকার যাবতীয় সম্পর্ককে ঐসব নেক লোকদের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে, যেসব মুশরিকের মতে বিশ্বপ্রভুর নিকট পৌছাবার সাধ্য মানুষের নেই এবং মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় নীচের স্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে জড়িত, কার্যতঃ সেইসব আল্লাহ্‌র অস্থিত্ব স্বীকারকারী মুশরিকের মত অবস্থা সেখানেও সৃষ্টি হয়। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, তারা এই নীচের কর্মকর্তাদেরকে প্রকাশ্যে উপাস্য, দেবতা, অবতার অথবা ঈশ্বরের পুত্র বলে থাকে আর এরা গওস, কুতুব আবদাল, আউলিয়া, আহ্‌লুল্লাহ প্রভৃতি শব্দের আবরণে এদেরকে ঢেকে রাখে।"

(ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনঃ মিঃ মওদুদী কৃত 'তাজদীদ ও ইহ্‌ইয়ায়ে দ্বীন'-এর বাংলা সংস্করণঃ পৃঃ ৬ দ্রষ্টব্য।)

আর আউলিয়া কেরামের মাযারে যাওয়ার প্রসঙ্গে মিঃ মওদুদী একই পুস্তকের ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন– *"যারা মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্যে আজমীর অথবা সালারে মসউদের কবরে বা এ ধরণের অন্যান্য স্থানে যায়, তারা এত বড় গোনাহ করে যে, হত্যা ও যেনার গোনাহ্‌ তার তুলনায় কিছুই নয়। এর মধ্যে আর নিজের মনগড়া মাবুদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? যারা 'লাত' ও 'ওজ্জার' নিকট প্রার্থনা করতো, তাদের কাজ এদের কাজ থেকে কোন্ দিক দিয়ে পৃথক?"*

সুতারাং একথা সুস্পষ্ট হলো যে, মৌং সাঈদী এদেশে তাফসীরের নামে সুকৌশলে, পরিকল্পিত পন্থায় মওদুদীর এসব ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করারই অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন।

ইসলামের নামে আত্মপ্রকাশ করা ভ্রান্ত মতবাদীগণ, বিশেষ করে ওহাবী ও মওদুদী মতবাদী সম্প্রদায়দু'টুকে তাঁদের অমনঃপূত যে কোন কাজ বা বিষয়কে শির্ক বলে চিহ্নিত করে দিতে দেখা যায়। বলাবাহুল্য, আমাদের 'বার আউলিয়ার দেশ' বলে খ্যাত চট্টলার বুকে কয়েক বৎসর যাবত 'ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ' নামক একটা জমায়াতপন্থী সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত তথাকথিত 'তাফসীরুল কোরআন' মাহ্‌ফিল-এর প্রধান মুফাসসিরুল কোরআন (?)-এর মুখেও প্রায় প্রতি বৎসরই অনেক ইসলামসম্মত বিষয়কে শির্ক বলে আখ্যায়িত করতে শুনা যায়।

যেমন, তিনিতো নবী ও ওলীগণের দরবারে যাওয়া, তাঁদের নিকট সাহায্য চাওয়া এবং তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকেও শির্ক বলে আখ্যায়িত করলেন! বস্তুতঃ কোন কিছুকে শির্ক বলে প্রমাণিত করতে হলে উল্লেখযোগ্য কিতাবাদিতে উল্লেখিত 'শির্ক'-এর সংজ্ঞা ও 'প্রকারভেদ'-এর পর্যায়ে পড়ে কিনা তা সর্বাগ্রে দেখতে হবে। নতুবা তা হবে মনগড়া, ভিত্তিহীন ও গুরুত্বহীন। তাই, দেখুন নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিতে 'শির্ক'-এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ প্রসঙ্গে কী উল্লেখ করা হয়েছেঃ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'শির্ক'-এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

মহান আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনের সাথে কাউকে 'শরীক' বা 'অংশীদার' বলে সাব্যস্ত করাই হচ্ছে-'শির্ক'।

মতান্তরে, শির্ক পাঁচ প্রকার

এক) 'শির্ক ফিয্যাত (شرك فى الذات) বা আল্লাহ্র সত্তায় শির্ক করা। এর উদাহরণ হচ্ছে- যেমন খৃষ্টানরা বলেছে, "আল্লাহ যেমন 'ইলাহ', হযরত ঈসা এবং হযরত মরিয়ম (আলায়হিমাস্ সালাম)ও 'ইলাহ' বা খোদা ইত্যাদি। অর্থাৎ আল্লাহ্র যাতের সাথে অপর কোন যাত বা সত্তাকে আল্লাহ্ হিসেবে বিশ্বাস করা।

দুই) 'শির্ক ফিস্ সিফাত (شرك فى الصفات) অর্থাৎ আল্লাহ্র জন্য খাস এমন কোন গুণের মধ্যে অন্য কাউকেও গুণান্বিত বলে বিশ্বাস করা। যেমন- خالقيت (স্রষ্টা হওয়া) আল্লাহ্র জন্য খাস গুণ। এখন আল্লাহ্র মত অন্য কাউকেও স্রষ্টা মনে করা ইত্যাদি।

তিন) 'শির্ক ফিত্তা-আত' (شرك فى الطاعة) অর্থাৎ আল্লাহ্র মোকাবেলায় তাঁরই মত মনে করে অন্য কারো আনুগত্য করা। যেমন- আল্লাহ্ পাক মদ্যপান করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কিন্তু অন্য কেউ সেই মদ্যকে হালাল বলে ঘোষণা করলো। তখন যদি আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করে শেষোক্ত ব্যক্তি, যে মদকে হালাল বলেছে, তার আনুগত্য করে মদকে হালাল বলে বিশ্বাস করে কিংবা পান করে তবে তা হবে 'শির্ক ফিত্তা'আত'। ইত্যাদি।

চার) 'শির্ক ফিল্ ইবাদত (شرك فى العباده) অর্থাৎ বান্দার যে সমস্ত কাজ একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য খাস, সেগুলো অন্য কারো জন্য করা। যেমন- 'সাজদা করা' একমাত্র আল্লাহ্র জন্য খাস। এখন যদি তা ইবাদতের নিয়্যতে অন্য কাউকে করা হয় তা হবে 'শির্ক ফিল্ ইবাদত'।

পাঁচ) 'শির্ক ফী তাদবীরিল আলম (شرك فى تدبير العالم) অর্থাৎ একথা বলা যে, 'আল্লাহ্র সৃষ্টির কিছু অংশের ব্যবস্থাপনা করছেন ফেরেশতারা, কিছু অংশের অন্য কেউ। এ অংশ ক'টির ব্যবস্থাপনায় আল্লাহ্র কোন প্রভাব বা ক্ষমতা থাকছেনা ইত্যাদি। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্ ও ফয়যুল বারী ইত্যাদি)

বলা বাহুল্য, যে সব কাজ এ পাঁচ প্রকারের পর্যায়ভুক্ত সেগুলোকেই শির্ক বলা যাবে, নতুবা নয়। সুতরাং যদি আল্লাহ্কে একমাত্র মা'বূদ, স্রষ্টা, সমস্ত ক্ষমতার উৎস, বিশ্বের একমাত্র প্রকৃত ব্যবস্থাপক, সমস্ত সদ্গুণের ধারক এবং যে কোন দোষত্রুটি থেকে মুক্ত বলে বিশ্বাস করা হয়, আর নবীগণ, রসূলগণ ও আউলিয়া কেরামকে খোদা প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী ও সেই ক্ষমতা দ্বারা সাহায্যকারী বলে বিশ্বাস করা হয়, আর এ কারণে তাঁদের মর্যাদাকে স্বীকার করে তাঁদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তবে তা শির্ক হবার কোন কারণ নেই। কেননা, এমতাবস্থায়, তাঁদেরকে উক্ত সব কার্য সম্পাদনের 'কারণ'(سبب) হিসেবে ধরে নেয়া হয় মাত্র।

এখানে, আরো স্মর্তব্য যে, এ 'কারণ'(سبب)ও কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে। যথা-

এক) سبب مؤثر (স্রষ্টা) ঃ যেমন ফসলের উৎপাদনকারী হলেন 'আল্লাহ'। (স্রষ্টা হিসেবে।)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুই) سبب عادى (স্বাভাবিক কারণ) ঃ কোন মুসলমান একথা বলা– 'চাষাবাদ ফসল উৎপাদনকারী'। (অর্থাৎ চাষাবাদ করলে ফসল উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক।)

তিন) سبب ظاہر (প্রকাশ্য কারণ) ঃ যেমন কোন মুসলমান একথা বললো, "বসন্তকাল ফসলদাতা।" (অর্থাৎ বসন্তকালে ফসল আসতে প্রকাশ্যে দেখা যায়।)

সুতরাং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে যদি প্রথমোক্ত কারণ سبب مؤثر বা 'প্রকৃত কারণ' তথা স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করা হয় তবেই তা হবে শির্ক। আর শেষোক্ত দু'অর্থে যদি কাউকে কোন কাজের 'কারণ' বা কার্য সম্পাদনকারী বলা হয়, তবে তা শির্ক হবেনা। কেননা, তখন প্রকৃত 'কারণ' হিসেবে আল্লাহ্কেই বিশ্বাস করা হয়। আর বাহ্যিকভাবে বা স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে তথা রূপকার্থে অন্য কাউকে বা কিছুকে কার্য সম্পাদনকারী মনে করা হয় মাত্র। অন্য অর্থে, এগুলো কেবল মাধ্যমই হয়ে থাকে। এ কারণে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে 'আল্লাহ্র নির্দেশে, পাখী সৃষ্টিকারী' বললেও শির্ক হবে না মর্মে খোদ পবিত্র ক্বোরআন ঘোষণা করেছে। যেমন– পবিত্র ক্বোরআন মজীদে হযরত ঈসা (আঃ)-এর উক্তির উদ্ধৃতি এরশাদ হচ্ছে– اِنِّىْٓ اَخْلُقُ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۔

(হযরত ঈসা বলেন– আমি আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে, পাখির আকৃতির মত সৃষ্টি করি।) শুধু তা নয়, ক্বোরআন মজীদে এটাকে (পাখি সৃষ্টি করার দাবী) তাঁর একটা উল্লেখযোগ্য মু'জিযা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং কোন মুসলমান যদি বলে, 'অমুক অলী সন্তানদাতা', তখন তাও শির্কের পর্যায়ে পড়েনা। তখন এর অর্থ হবে– প্রকৃতপক্ষে, সন্তানদাতাতো আল্লাহ্ তা'আলা। উক্ত ওলীর 'দো'আ' বা বরকতই হচ্ছে আল্লাহ্র উক্ত অনুগ্রহ লাভের মাধ্যম মাত্র। অন্য ভাষায়, রূপকভাবে, উক্ত ওলীকে 'সন্তানদাতা' বলা হলো যে, তিনি খাস দো'আ করেছেন, সেই দো'আ আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়েছে। আল্লাহ্ পাক তাই সন্তান দান করেছেন। সুতরাং উক্ত ওলী সন্তান লাভের একটা মাধ্যম হলেন মাত্র।

অতএব, শির্ক সম্পর্কীয় এ প্রয়োজনীয় বিবরণের ভিত্তিতে, যত্রতত্র 'শির্ক' শব্দের ব্যবহারের অবকাশ থাকছেনা। অমূলকভাবে ব্যবহার করা হলে তা হবে নিরেট অজ্ঞতাপ্রসূত গোমরাহী। মিঃ মওদুদীর ভাবশিষ্য মৌঃ সাঈদীর বেলায়ও কি এ ধরণের গোমরাহী প্রযোজ্য নয়? (আল্লাহ্র পানাহ্!)

****

ভ্রান্ত তাফসীর ঃ নমুনা-২

ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ, চট্টগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত 'তাফসীর মাহফিল' (?) '৮৭-এর ৩য় দিনে মৌঃ সাঈদী নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর বিরোধিতাকারীদের শ্রেণী বিভাগের বিবরণ দিতে গিয়ে জঘন্য মনগড়া তাফসীরের আশ্রয় নিলেন।

তিনি বলেন যে, *তিন শ্রেণীর লোক নবীগণের বিরোধিতা করে থাকে। যথা–*

এক

এক) রাষ্ট্রনায়কগণ। উদাহরণ, বে-ঈমান শাসকগণ এবং তার ভাষায়, ***বাংলাদেশের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট (হোসাঈন মুহাম্মদ এরশাদ)।***

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুই) পুঁজিপতি ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ।

তিন) ধর্মের নামে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী দল।

দুই

জনাব সাঈদী সাহেব প্রথমোক্ত দু'শ্রেণীর সম্পর্কে কোন কিতাবের উদ্ধৃতি পেশ করেন নি। দিলেন প্রথম শ্রেণীর ক্ষেত্রেও দু'টি দৃষ্টান্তঃ এক) বেঈমান শাসকগণ, দুই) হোসাইন মুহাম্মদ এরশাদ। উল্লেখ্য, বে-ঈমান শাসকরাতো নবীগণের বিরোধিতা করতেই থাকে; কিন্তু আমাদের দেশের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট কবে, কোথায়, কোন্ পুস্তকে, কোন্ বক্তৃতায় কিংবা কোন্ পত্রিকায় কোন্ নবীর বিরোধিতা করেছেন? কোন্ নবীর মর্যাদাহানি করেছেন? সেই প্রমাণ কি তিনি কখনো দিতে পারবেন? বরং দেখা যায় যে, তিনি (প্রেসিডেন্ট) নবী ও ওলীর দুশ্‌মন 'জমায়াতে ইসলামী' তথা মওদুদীপন্থীদেরই বিরোধিতা করে থাকতেন। তাতো কখনো নবীর বিরোধিতা নয়, বরং সেটা তাঁর ঈমানী দায়িত্বও ছিল বটে। আর সাঈদী সাহেব ৩য় শ্রেণীর পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করলেন নিম্নলিখিত আয়াত শরীফঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ .(الاية سورة توبة)

আর তিনি এ আয়াত শরীফের অর্থ বললেন এভাবেঃ

'অর্থাৎ "ধর্মের নামে সেসব পীর-দরবেশ, সেই পীর-বুযর্গ, যারা মানুষের টাকা অবৈধ পন্থায়, বাতিল পন্থায় গ্রহণ করে আর ইসলামী আন্দোলনের পথে বাধা সৃষ্টি করে।"

অথচ উক্ত আয়াতের এ অর্থটা কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাথে ও আয়াতের শানে নুযূলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং মিঃ মওদুদী কৃত 'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের' পূর্বোক্ত উক্তিরই অবতারণা মাত্র। এখানে মৌং সাঈদীর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাফসীরের কথা বলে হক্কানী-রব্বানী আউলিয়া কেরাম ও পীর-মুরশিদদের সমালোচনা করা, যাঁরা মৌলিক গোমরাহীর ধারক 'মওদুদী' মতবাদীদের বিরোধিতা করে থাকেন। বড় তাজ্জবের বিষয় হচ্ছে যে, এ কুউদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার মানসে তিনি নির্দ্বিধায় পবিত্র ক্বোরআনের একটি আয়াতের অর্থ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিলেন! (নাউযুবিল্লাহ্)

তিন

এখন দেখুন, আয়াতের প্রকৃত তাফসীর কিরূপঃ

উক্ত আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে ইহুদীদের ধর্মীয় পুরোহিতগণ ও খৃষ্টানদের পাদ্রীদের প্রসঙ্গে, যারা যথাক্রমে, 'তাওরীত' এবং 'ইঞ্জীল' আসমানী কিতাবদু'টুর বিধানাবলী নিজেদের স্বার্থে বিকৃত করে মানুষের নিকট থেকে উৎকোচ্ (ঘুষ) গ্রহণ করতো এবং তাদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের মধ্যে অর্থের লোভে, বিকৃতি সাধন করতো এবং তাতে মনগড়া কথাবার্তা জুড়ে দিত। আর সেসব কিতাবের যেখানে বিশ্বনবী হুযূর করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসা লিপিবদ্ধ ছিল, সেখানে নিজেদের স্বার্থে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostafa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাসিলের জন্য ভুল তথ্য লিখে দিত। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরই স্বরূপ উন্মোচন করে এরশাদ করেন–

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ

অর্থাৎ ঃ হে ইমানদারগণ! নিশ্চয় অনেক পাদ্রী এবং সন্যাসী মানুষের অর্থ অন্যায়ভাবে খায় এবং আল্লাহ্র পথে বাধা সৃষ্টি করে। [অর্থাৎ হুযূর করীম (দঃ)-এর প্রকৃত পরিচয় গোপন করে তাঁর প্রতি প্রকৃত ভালবাসা অর্জন করতঃ ইসলাম গ্রহণ করার পথে অসুবিধা সৃষ্টি করে।] (তাফসীরে জালালাঈন, সাভী ইত্যাদি)

লক্ষ্য করুন! মৌলভী সাঈদী সম্মানিত হক্কানী পীর-মশায়েখ ও ওলী-দরবেশদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষকে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে পবিত্র ক্বোরআনের আয়াতের অর্থকে কিভাবে বিকৃত করলেন। হাঁ তিনি যদি একথা বলেন যে, তিনি সেসব লোকের কথাই বলছেন, যারা পীর-দরবেশের লেবাসে, আলেম-ওলামার মুখোশে অবৈধভাবে মানুষের অর্থ অবৈধ ও বাতিল পন্থায় উপার্জন করে এবং যারা ইসলামী আন্দোলনের পথে বাধা দেয়, তাদেরই তিনি সমালোচনা করছেন, তাহলে আমি বলবো, "এ ভালো কাজটা করার জন্য মৌং সাঈদী সাহেব পবিত্র ক্বোরআনের আয়াতের অর্থ বিকৃত করার জন্য অনুমতি পেলেন কোত্থেকে? আয়াতের মনগড়া তাফসীর করাও কি এ ধরণের স্থানে জায়েয আছে? আর যদি তিনি পাইকারীভাবে সমস্ত পীর-দরবেশদের সমালোচনা করেন তাহলে আমি প্রশ্ন করি– এদেশে কি এমন পীর-দরবেশও আছেন, যাঁরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের পাদ্রী ও সন্যাসীদের ন্যায় ক্বোরআন এবং দ্বীনের বিধানকেও বিকৃত করেছেন? তাঁদের কেউ কি এ পর্যন্ত নিজেদের স্বার্থে মানুষের নিকট থেকে ঘুষও গ্রহণ করছেন? বা করে থাকেন? এমন নজীরও কি পবিত্র ক্বোরআনের ক্ষেত্রে কেউ স্থাপন করতে পেরেছে? এ পর্যন্ত কোন পীর-দরবেশ কি মানুষের অর্থ উপার্জনের জন্য কখনো ক্বোরআনের আয়াতও বদলাতে চেয়েছেন? এটা কি সাঈদী সাহেবের একটা অবাস্তব ও ভিত্তিহীন অভিযোগ নয়? এটা কি আউলিয়া কেরাম, পীর-দরবেশদের প্রতি নিছক অপবাদ নয়? বস্তুতঃ হক্কানী পীর-দরবেশরাতো ক্বোরআন তথা আল্লাহ্ ও রসূল (দঃ)-এর বিধানাবলীকে যারা বিকৃত করে তাদের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার থাকেন। এ কারণে, এদেশের হক্কানী রব্বানী, সুন্নী পীর-মশাইখ মওদুদী পন্থীদেরই বিশেষ করে বিরোধিতা করে থাকেন। এ বিরোধিতাকেই কি সাঈদী সাহেব ইসলামী আন্দোলনের পথে বিরোধিতা বলতে চান? মওদুদীপন্থীরা কি ইসলামের জন্য আন্দোলন করছে? না মওদুদীর ভ্রান্ত মতবাদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করছে?

হ্যাঁ, পীর-দরবেশদেরকে তাঁদের ভক্তরা হাদিয়া দিয়ে থাকেন। মৌং সাঈদী কি সেটাকে 'অবৈধ পন্থায় মানুষের অর্থ-উপার্জন' বলে আখ্যায়িত করতে চান? তাহলে তা কি কোন যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে, না তাও মনগড়াভাবে? বস্তুতঃ হাদিয়া-তোহ্ফা দেওয়া ও গ্রহণ করাতো সুন্নাত। পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীস শরীফে এর প্রমাণ রয়েছে। সাহাবা কেরামও হাদিয়া-তোহ্ফার আদান-প্রদান করতেন। নিম্নে এ প্রসঙ্গে দু'টি অকাট্য উদ্ধৃতি পেশ করলামঃ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"কখনো কখনো হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর খেদমতে সাহাবা কেরাম খাদ্য-দ্রব্য, কখনো আরোহণের পশু, কখনো অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু হাদিয়া দিতেন। আর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) সেগুলো গ্রহণ করতেন। আবার কখনো কখনো অনুরূপ অথবা তা অপেক্ষাও মূল্যবান বস্তু খোদ্ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) হাদিয়াদাতাদেরকে তাদের দেয় হাদিয়ার পরিবর্তে হাদিয়া হিসেবে প্রদান করতেন। বিভিন্ন দেশের বাদশাহ্গণ তাঁর খেদমতে হাদিয়া পেশ করতেন। বাদশাহ্গণের হাদিয়া-তোহ্ফা তিনি সাহাবা কেরামের মধ্যেও বন্টন করে দিতেন। মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়ার তদানিন্তন শাসনকর্তা মুক্বাউকিস্ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হাদিয়া প্রেরণ করেন। সেসব হাদিয়ার মধ্যে ছিল-মারিয়া ক্বিবতিয়াহ্ ও শীরীন নাম্নী দু'জন দাসী, একটা খচ্চর, একটা গর্ধভ, আর কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী। তিনি মারিয়াকে স্বীয় 'উম্মে আওলাদ' করে নেন, শীরীনকে হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু আন্হু)কে দান করেছিলেন। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হাদিয়া পাঠান। তিনি তা কবুল করেন। আর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)ও সেটার পরিবর্তে নাজ্জাশীর প্রতি হাদিয়া প্রেরণ করেন। তখন একথাও বলেছেন যে, এ হাদিয়া পৌঁছার পূর্বে নাজ্জাশীর ইন্তিকাল হয়ে যাবে। বাস্তবেও তা হলো। ফরদাহ্ ইবনে নাফ্ফাদাহ্ জুযামী (মুসলিম শরীফের বর্ণনা মতে, আয়লার বাদশাহ্ (বোখারী শরীফের বর্ণনা মতে) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-কে একটা খচ্চর হাদিয়া হিসেবে প্রদান করেন। তাছাড়া, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) হযরত আবু সুফিয়ানের হাদিয়াও গ্রহণ করেন।" (আসাহ্হুস্ সিয়রঃ ৩৭৪-৭৫ পৃষ্ঠা)

উল্লেখ্য, পবিত্র ক্বোরআন মজীদের এরশাদ মোতাবেক, হুযূর করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে তাঁর সাথে কথা বলার পূর্বে 'হাদিয়া' পেশ করা এক সময় ওয়াজিব করা হয়। অবশ্য, অতঃপর এটার অপরিহার্যতা রহিত হয়ে গেলেও বৈধতা রহিত হয়নি। (সূরা মুজাদিলাহ্ দ্রষ্টব্য)

সুতরাং একথা মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় সুস্পষ্ট হলো যে, হক্কানী-রব্বানী ওলামা কেরাম ও আউলিয়া কেরামকে যেই হাদিয়া-তোহ্ফা দেয়া হয় তা তাঁদের সুন্নাহ-সম্মত উপায়ে উপার্জিত। তাছাড়া, এ অর্থ তাঁরা যেমন নিজেদের জন্য ব্যবহার করতে পারেন, তেমনিভাবে, অন্যকেও দান করতে পারেন। আর এ হাদিয়ার আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার প্রশ্নও অবান্তর। কারণ, খোদ্ নবী করীমের দরবারে বিদেশের বাদশাহ্গণ হাদিয়া প্রেরণ করতেন আর হুযূর (দঃ)ও তাঁদের নিকট হাদিয়া প্রেরণ করতেন।

আর পীর-দরবেশদের দ্বারা ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ, পীর দরবেশগণই তো এ উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। এখনও রাখছেন। হযরত খাজা গরীব নওয়ায মুঈন উদ্দীন চিশ্তী আজমীরী, হযরত মুজাদ্দিদে আল্ফে সানী, হযরত শাহ জালাল ইয়েমেনী সিলেটী প্রমুখ (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হিম)-এর ইতিহাসকেও কি মৌং সাঈদী সাহেব অস্বীকার করতে চান? বর্তমানকার হক্কানী-রব্বানী আউলিয়া কেরাম, পীর-দরবেশ তো তাঁদেরই অনুসরণ করছেন। কিন্তু হক্কানী রব্বানী ওলামা, পীর-মশায়েখ সেসব মহলের বিরোধিতা করেন, যারা ইসলামী আন্দোলনের নামে এদেশে কোন মনগড়া, বিতর্কিত ও ভ্রান্ত মতবাদকে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ বিরোধিতা আসলে ইসলামের কিংবা প্রকৃত ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা নয়, বরং তা হচ্ছে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশের প্রতি আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন- وَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ অর্থাৎঃ "তোমরা তাদের থেকে দূরে থাক, তাদেরকেও তোমাদের সংস্পর্শে আস্‌তে দিওনা।" (অর্থাৎ আহ্‌লে সুন্নাতের পরিপন্থী কোন ভ্রান্ত দলের নিকটেও যেওনা, তাদেরকেও তোমাদের নিকটে আস্‌তে দিওনা।)

আরো উল্লেখ্য যে, সাঈদী সাহেব এ প্রসঙ্গে বলেন, তিনি নাকি প্রকৃত ওলীর বিরোধিতা করেন না। তিনি তাঁর মতে প্রকৃত ওলীর দৃষ্টান্তরূপে পেশ করলেন চট্টগ্রামের এক পীর সাহেবকে। এটাও তাঁর স্ববিরোধী, সুবিধাবাদী ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বক্তব্য। কারণ, তিনি পীর-দরবেশদের বিরূপ সমালোচনা করলেন দু'টি মাত্র কারণেঃ ১) মানুষের পয়সা অবৈধ পন্থায় উপার্জন করা; (যেমন- তাঁর ভাষায়, হাদিয়া-তোহ্‌ফা গ্রহণ ইত্যাদি) ও ২) ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা।

বস্তুতঃ মৌং সাঈদীর পছন্দনীয় পীর সাহেবের মধ্যেও তো প্রথমোক্ত দোষ পুরোপুরিভাবে বিদ্যমান। যেহেতু মুরীদানের হাদিয়া-তোহ্‌ফাতো তিনিও সানন্দে গ্রহণ করেন। এ হাদিয়া তোহ্‌ফার বদৌলতে তিনি আজ একজন উল্লেখযোগ্য ধনীলোক। বহু প্রতিষ্ঠানের মালিক। বাকী রইলো, ইসলামী আন্দোলনের সমর্থন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে- উক্ত পীর সাহেব কোন্ ইসলামী আন্দোলনের সমর্থন করেন? পীর-মুরীদের মাধ্যমে মানুষকে হিদায়ত করা? (তা যদি হয়, তাহলে, অন্যান্য পীর-মাশাইখও তো ইসলামের এ মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকেন! অথচ সাঈদী সাহেব তাঁদের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লেগেছেন! না, জামায়াতে ইসলামী তথা মওদুদী পন্থীদের তথাকথিত ইসলামী আন্দোলনের প্রতি উক্ত পীর সাহেবের সমর্থন? অবশ্য, এটা কোন হক্কানী পীর-মাশাইখের পক্ষে সম্ভব নয়। মওদুদী ও জামায়াতীদের ভ্রান্তিকে, বিশেষ করে সাঈদী সাহেবের জঘন্য মনগড়া ও ভ্রান্ত তাফসীরকে নির্বিবাদে, চোখ বুজে সমর্থন করছেন বলেই কি উক্ত পীর সাহেব ও তাঁর মত জামায়াতপন্থী পীরেরা সাঈদী সাহেবের কুসমালোচনা থেকে মুক্তি পেলেন? অথচ আহ্‌লে সুন্নাতের পরিপন্থী কোন ভ্রান্ত মতবাদকে সমর্থন কিংবা অনুসরণ করলে কেউ পীর হওয়াতো দূরের কথা, সে গোমরাহীমুক্তও হতে পারেনা। (আল্লাহ্‌র পানাহ্!)

বাস্তবিকপক্ষে কি সাঈদী সাহেব কোন ওলী বা পীর-মশাইখকে সমর্থন করেন? মোটেই না। যদি করে থাকেন, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে এত চেষ্টা-তদ্‌বীর কেন? কেন এত সমালোচনা? কেনইবা তাঁদের বিরুদ্ধে এত অপবাদ? তিনি বলেন, *"(তাদের) ইসলামী শাসন কায়েম হলে পীর-মশাইখকে মাঠে কাজ করে খেটে খেতে হবে।"*

সুতরাং বুঝা গেল- তরীক্বতের মাধ্যমে মানুষকে হেদায়ত করা এবং বেলায়তী শক্তির মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করার তাদের ইসলামী শাসনের মধ্যে কোন স্থান নেই। জামায়াতীরা কি পীর-মাশাইখকে মাঠে হালচাষ করতে বাধ্য করবেন? তারা পবিত্র কোরআন মজিদ থেকে اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (আউলিয়া কেরামের মর্যাদা জ্ঞাপক) আয়াতটা বাদ দেবেন না তো? অথচ ইসলামের বিধান হচ্ছে- اَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ অর্থাৎ "প্রত্যেক মানুষকে তার নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত কর!"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওলী-আল্লাহ্‌র প্রতি বিদ্বেষ আর কাকে বলে? ইসলামের নামে এর চেয়ে জঘন্য ভাওতাবাজী আর কি হতে পারে? (আল্লাহ্‌র পানাহ্!)

****

ভ্রান্ত তাফসীর ঃ নমুনা-৩

বিশ্বনবী (দঃ)-এর শাফা'আতকে অস্বীকার!

'ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ, চট্টগ্রাম' কর্তৃক আয়োজিত 'কলেজিয়েট স্কুল ময়দানের তাফসীর মাহ্‌ফিল '৮৭ ইং'-এর ৪র্থ দিন। এ দিন জনাব আন্তর্জাতিক মুফাস্‌সির (!) মৌলভী সাঈদী সাহেব সূরা 'আল-মু'মিন'-এর ২য় রুকূ'র তাফসীর (!) করলেন। আর জোর গলায় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ও অন্যান্য নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর শাফা'আতের ক্ষমতাকেও সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করলেন। তিনি বলেন, *"কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ করার কারো ক্ষমতা নেই। সুপারিশের ব্যাপারটা আল্লাহ নিজেই কন্ট্রোল করবেন।"*

এক

এ প্রসঙ্গে মৌং সাঈদী সাহেব আরো বলেন– *"পীর হোক, বুযর্গ হোক, মাওলানা হোক, মুরীদের অবস্থা কার কি তাতো পীরের জানা কথা নয়, নবীরও জানা কথা নয়। ভক্তেরও জানা কথা নয়– কে কতটা চুরি করেছে, কে কয়টা ডাকাতি করেছে, কে কয়টা যেনা করেছে। সুতরাং এগুলোতো পীর সাহেবের জানার কথা নয়। বুযর্গের জানা কথা নয়। কজেই, এ গুলো যদি পাইকারী দরে সুপারিশের অর্ডার দেয়া হয়, আর সব বুযর্গেরা নিজেদের পাইকারী দরে মুরীদের জন্য সুপারিশ শুরু করে দেয় তাহলে তো বিচারই হবে না।"*

আউলিয়া কেরামের শাফা'আতের ব্যাপারে ব্যাঙ্গ করে মৌঃ সাঈদী সাহেব বলেন–

"অনেকে এ নিয়তে মুরীদ হয় দুই পীরের কাছে যে, কেয়ামতের দিন দুই পীর দুই হাত ধরে এ রকম কইরা মাইরা দেবে। আর অমনি বেহেশ্‌তের বারান্দায় গিয়ে ..... বুঝলেন?" তিনি এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আরো বলেন–

"সম্ভব নয়। কেউ করতে পারবে না। নিজের অবস্থা কি হচ্ছে তা আল্লাহই ভাল জানেন। কেউ কাউকে বাঁচাতে পারবে না। আল্লাহ্ বলেন– এ লোকগুলি ঐসব বুযর্গ, আর এসব দেব-দেবীর কাছে দৌড়ায়। তার কারণ কি? সেদিন শাফা'আত কার্যকর হবে না।"

এ শাফা'আতের বিষয়টাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে মৌং সাঈদী নিম্নলিখিত যুক্তি (!) পেশ করলেনঃ

"যেমন একজন অফিসার, কোন একজন মিলের ম্যানেজার। সে মিলের ম্যানেজার যদি পাইকারী দরে তার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলের সুপারিশ গ্রহণ করা শুরু করে চাকুরী দেয়ার জন্য, তা হলে মিলের কাজের তো বারটা বাজবে। বিপর্যস্থ হয়ে যাবে অফিস-সকলের সুপারিশ শুনলে। সেই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, আহকামুল

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাকেমীন এ সুপারিশের দায়িত্ব, সম্পূর্ণ ব্যাপারটা নিজ হাতে কন্ট্রোল করেছেন। মানুষের হাতে ছেড়ে দেন নি।"

অবশ্য এ সম্পর্কীয় বক্তব্যের মাঝে মাঝে মৌং সাঈদী সাহেব একথাটার বারংবার অবতারণা করেছেন, *"অবশ্য স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সেদিন যাকে পছন্দ করেন, যার সুপারিশ শুনতে পছন্দ করেন সে ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না।"* তার বক্তব্য থেকে এমনও মনে হতো যে, তিনি তার বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে বলে দেবেন সেই পছন্দ করা সুপারশকারীর নাম; অথবা এমন কাউকে বাদ দিয়ে রাখবেন যাঁর সুপারিশ আল্লাহ গ্রহণ করবেন বলে ধারণা করা যায়। কমপক্ষে আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-কে হলেও শুধু একবারের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে স্বীকার করবেন! শেষ পর্যন্ত কি তিনি তা করেছেন? মোটেই করেননি। তিনি তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যের শেষ পর্যন্ত হযরত শফি'উল মুযনেবীন (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর বেলায়ও একই ফতোয়া দিয়ে গেলেন। তিনি এ কথাই বলে গেলেন যে, বিশ্বনবী হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)ও নাকি সুপারিশ করতে পারবেন না! (না'উযুবিল্লাহ্!) এ কথাটাকে প্রমাণ করার জন্য মৌং সাঈদী কিয়ামত-দিবসের ঘটনাকে এ ভাবে বর্ণনা করলেন–

"কেয়ামতের দিন ৫০ হাজার বছর মানুষ দাঁড়িয়ে থেকে হয়রান হয়ে যাবে। তারা হয়রান হয়ে হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিকট গিয়ে বলবে, "হে আবুল বশর! আমরা বিপদে পড়ে গেছি। আমাদের জন্য সুপারিশ করুন! হযরত আদম বলবেন, ওগো হাশরবাসীরা, আমি পারবোনা আমি আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করেছিলাম, আমি জানিনা আল্লাহ্ আমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করবেন। সুতরাং তোমরা হযরত নূহ (আলায়হিস্ সালাম)-এর কাছে যাও! তখন হযরত নূহ (আলায়হিস্ সালাম) বলবেন, 'আমার দ্বারাও সম্ভবপর হবেনা। কারণ, আমি যখন জাহাজে উঠার জন্য আমার ছেলেকে বলেছিলাম, يَابُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا (অর্থাৎঃ হে আমার পুত্র, আমাদের সাথে নৌকায় আরোহণ কর!) তখন আল্লাহ্ বলেছিলেন, 'তোমার ছেলে তৌহীদ মানেনা, রেসালত মানেনা, আখেরাত মানেনা, এমন ছেলেকে যদি 'আমার' বলে পরিচয় দাও তবে নবুয়তের দপ্তর থেকে তোমার নাম কাটা যাবে।' তিনি বলবেন, 'তোমরা হযরত মুসার কাছে যাও!' তিনিও বলবেন, 'আমি পারবোনা। যেহেতু আমি বনী ইস্রাঈলের একটা লোককে একটা থাপ্পর মেরেছিলাম। সে মরে গেছে। আমি জানিনা, কেয়ামতের দিন আমার কি হাশর হবে। কাজেই, তোমরা হযরত ইব্রাহীমের কাছে যাও।' তিনি বললেন, 'আমার দ্বারাও সম্ভব নয়। আমিও পারবোনা। যেহেতু আল্লাহর দরবারে আমারও কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। আমাকে যখন ডাকা হয়েছিল মূর্তি পূজার জন্য আমি তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম (আমি অসুস্থ)। অথচ (আমি) সুস্থ ছিলাম। কাজেই, এর কারণে কেয়ামতের দিন আমার কি অবস্থা হবে তা আমার জানা নেই। বরং তোমরা যাও হযরত ঈসার কাছে।' তখন তিনি বলবেন, 'হাশরবাসীরা! আমিও পারবোনা তোমাদের জন্য সুপারিশ করতে। তার কারণ হলো, গোটা দুনিয়ার খৃষ্টানরা আমাকে আল্লাহর ছেলে বলেছে। (না'উযুবিল্লাহ্!) অথচ আমি তাদেরকে একথা বলিনি। কাজেই, আল্লাহ্ আমার সাথে কেয়ামতে কি ব্যবহার করবেন তা আমার জানা নেই। সুতরাং আমি একটা সাজেশান দিতে পারি। আজ সুপারিশের কাজ কেউ করতে পারবেনা। চলে যাও হাশর বাসীরা! আজ শেষ জামানার পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে চলে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যাও।' হাশরবাসীরা দেখবে, আল্লাহ্‌র নবী 'মাক্বামে মাহমূদে' সাজদায় থাকবেন। হাশরবাসীরা বলবে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা বিপদে পড়েছি। মুসিবতে পড়েছি। আমাদের জন্য সুপারিশ করুন।' আল্লাহ্‌র নবীজী বলবেন, 'হাশরবাসীরা! আজকে আমার জন্য একাজ .....। ★

চলো, আল্লাহর কাছে বলি।' ভাইয়েরা আমার, আল্লাহর কাছে আল্লাহর হাবীব বিচারের জন্য বলবেন। রাব্বুল আলামীন বলবেন, 'হাবীব! বেহেশতী মানুষ তুমি বাছো। তোমার উম্মতের বেহেশতী মানুষ তুমি বাইছা নাও! কারা কারা বেহেশতে যাবে তুমি বাইছা নাও!" অতঃপর সাঈদী সাহেব বললেন, 'তারপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ অর্থাৎ নামাযী বান্দাদের হাত-পা, মুখমণ্ডল (যে গুলো অযূতে ধৌত করা হয়)-এর নূর দেখে তাঁদেরকে বেছে বেছে বেহেশতে নিয়ে যাবেন।"

আর এ হাদীসটা নাকি হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত। এখানেই শাফা'আতের বিবরণ শেষ। অর্থাৎ সাঈদী সাহেব বলতে চান যে, গুনাহ্‌গার উম্মতগণকে সুপারিশ করে মুক্ত করার ক্ষমতা কারো নেই, এমন কি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এরও নেই।

নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর সুপারিশের ক্ষমতাকে অস্বীকার করে সাঈদী সাহেব আরো বলেন, "আল্লাহ পাক নবী করীম (দঃ)-কে ডেকে বলেছেন, 'ও নবী! আপনি আপনার আহলে বায়ত (পরিবার-পরিজন)কে ডেকে বলে দেন, قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ "অর্থাৎ আমি কোন নূতন রসূল নই। আমার পূর্বে আরো বহু রসূল এসেছেন। আমি জানিনা আমার সাথে আল্লাহ কি ব্যবহার করবেন? কাজেই, আমার উপর ভরসা করোনা! কেয়ামতের দিন ভরসা কর আমলের উপর।"

এ প্রসঙ্গে শেষ পর্যায়ে এসে সাঈদী নবী, অলী, বুযর্গ, আলেম ও শহীদান প্রমূখের সুপারিশ সম্পর্কে চূড়ান্ত মন্তব্য পেশ করে বলেন, "কেয়ামতের দিন বাঁচাতে পারবে না একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। তাই, সুপারিশের একমাত্র মালিক তিনি।" এখানে এসেও তিনি একথা বললেন না, কেউ আল্লাহ্‌র অনুমতি সাপেক্ষে হলেও সুপারিশ করতে পারবেন কিনা! আর (সাঈদীর ভাষায়,) যেখানে খোদ্ রাহমাতুল্লিল আলামীন (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত সুপারিশ করতে পারবেন না, সেখানে আল্লাহ্‌র অনুমতিপ্রাপ্ত আর কে আছেন, যিনি গুনাহ্‌গার বান্দাদের জন্য সুপারিশ করবেন?

শাফা'আতকে অস্বীকার করার পরম্পরায় মৌং সাঈদী পবিত্র ক্বোরআন মজীদ থেকে নিম্নলিখিত কতিপয় আয়াত শরীফও উপস্থাপন করলেন তাঁর নাসিকা-আশ্রিত কণ্ঠে। আর আয়াতগুলোর অনুবাদও তাঁর নিজস্বঃ

এক)

(সাঈদীর ভাষায়,) আমি সব জানি। কাজেই, আমি বিচার করবো।

★ সাঈদী সাহেব এখানে এসে থেমে গেলেন। সম্ভবতঃ সরাসরি বলতে চেয়েছেন 'সম্ভব নয়'। কিন্তু কি বুঝে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, আর একটু ঘুরিয়ে বললেন যে, হুযূর (দঃ)-এর দ্বারাও এদিন শাফা'আত করা সম্ভবপর হবে না। (নাউযুবিল্লাহ্!)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুই) وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ۭ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝

আল্লাহ ছাড়া কারো হাতে কোন ফয়সালা নেই।

তিন) مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ۝

সেদিন কোন বন্ধু সুপারিশকারী থাকবে না।

চার) قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۭ

সমস্ত সুপারিশ আল্লাহর জন্য।

পাঁচ) لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ

যা কিছু আসমানসমূহে আছে আর যা কিছু যমীনে আছে সবই আল্লাহর জন্য। কে আছে তাঁর নিকট সুপারিশ করার, তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে? তাদের সামনে পেছনে যা আছে সবই তিনি জানেন।

ছয়) مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ۭ

কোন সুপারিশকারী নাই কিন্তু তাঁর অনুমতিদানের পর।

সাত) وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَاۗءِ شُفَعَاۗؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ۭ

তারা ইবাদত করছে এমন সবের, যারা কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারে না। আর বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।

يَوْمَىِٕذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ۭ

সেদিন সুপারিশ কার্যকর (উপকারী) হবেনা, কিন্তু যাকে রাহমানুর রহীম অনুমতি দেবেন এবং যার কথা পছন্দ করবেন।

এ প্রসঙ্গে পরিশেষে, সাঈদী সাহেব বলেন, *"সুতরাং আল্লাহর উপরই নির্ভর করতে হবে সব কিছু। আর সুপারিশের, একমাত্র সবকিছুর মালিক, সুপারিশের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনি কেয়ামতের দিন যদি মেহেরবানী করেন, তাহলে আমরা বাঁচতে পারবো। আর যদি মেহেরবানী না করেন তাহলে বাঁচার কোন উপায় নেই। সেজন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে আল্লাহর উপরে।"*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পর্যালোচনা

শাফা'আত সম্পর্কে সাঈদী সাহেবের উপরোক্ত দীর্ঘ বক্তব্য থেকে নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয় সুস্পষ্ট হলোঃ

মৌং সাঈদীর আক্বীদা বা বিশ্বাস হচ্ছেঃ

এক) মুরীদানের কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন ওলী তথা পীর-মুর্শিদ অবগত নন, তেমনি নবীগণও তাঁদের উম্মতের আমল সম্পর্কে অবগত নন। এমনকি তাঁরা (নবী ও ওলীগণ) নিজেদের পরিণতি সম্পর্কেও অবহিত নন।

দুই) কোন পীর-বুযর্গ, ওলী-আল্লাহ ও আলিম ক্বিয়ামতে সুপারিশ করতে পারবেন না। তাঁদেরকে সুপারিশের অনুমতি দেয়া হলে খোদার বিচার কার্যে ব্যাঘাত ঘটবে।

তিন) সুপারিশের ক্ষেত্রে পীর-বুযর্গগণ দেব-দেবীর মত। তাদের কারো সুপারিশ কার্যকর হবে না।

চার) আল্লাহ্‌র বেহেশ্‌তও দুনিয়ার কোম্পানীগণের মিল-কারখানার ন্যায়। কাজেই, বেশী মানুষকে সুপারিশ করে বেহেশতে প্রবেশ করতে দেয়া হলে মিল-কারখানার মত বেহেশতেরও 'বারটা' বেজে যাবে।

পাঁচ) ক্বিয়ামত-দিবসে নবীগণ নিজেদের ভুল-ত্রুটির কারণে নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবেন।

ছয়) নবী করীম (দঃ)-ও কোন গুনাহগার উম্মতের জন্য সুপারিশ করে তাকে বেহেশতে নিয়ে যেতে পারবেন না।

সাত) উম্মতের বাঁচার জন্য আমলের বিকল্প নেই।

আট) غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ সম্পর্কিত হাদীস শরীফ হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত। এটাও ক্বিয়ামতে শাফা'আত কার্যকর না হবার অন্যতম প্রমাণ।

নয়) আখিরাতে, ক্বিয়ামতে নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর উপরও কোনরূপ ভরসা করা যাবে না। তিনিও পরিণতি সম্পর্কে অবহিত নন।

দশ) সাঈদীর উপস্থাপিত আয়াতগুলো নবী, ওলী ও আলেম প্রমুখের বেলায় প্রযোজ্য। কাজেই, তাঁদের সুপারিশ কার্যকর না হবার পক্ষে ক্বোরআনই সাক্ষী। ইত্যাদি।

তিন

জবাব!

এখন দেখুন! সাঈদীর উপরোক্ত বিবরণ এবং তার আক্বীদাগুলোর সাথে ইসলামের প্রকৃত আক্বীদা ও বিধানের সাথে কোন সামঞ্জস্য আছে কিনা। বস্তুতঃ সাঈদী সাহেবের উপরোক্ত আক্বীদাগুলো যেমন অনৈসলামিক তথা গোমরাহীপূর্ণ, তেমনি তার বিবরণগুলোও ভ্রান্তিপূর্ণ, মনগড়া তথা আপত্তিকর।

কারণঃ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রথমতঃ পীর ও ওলী-বুযর্গগণ সম্পর্কে সাঈদী সাহেব যে মন্তব্য পেশ করেছেন তা আউলিয়া কেরাম সম্পর্কে তাঁর খারাপ ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় মাত্র। ওলীগণের কারামতকে অস্বীকার করার মত ধৃষ্ঠতাই তাঁর বক্তব্যে তিনি প্রদর্শন করলেন। বস্তুতঃ মুরীদানের আমল সম্পর্কে অবগত হওয়া ওলীয়ে কামেলের জন্য নিছক কঠিন কোন ব্যাপার নয়। গোটা জগতটাই ওলীর সামনে ক্ষুদ্র সরিষার দানার মত সুস্পষ্ট হওয়ার প্রমাণও স্বীকৃত। হযরত পীরান-পীর দস্তগীর শেখ্ আবদুল ক্বাদের জীলানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ক্বসীদা শরীফে বলেন–

نَظَرْتُ اِلٰى بِلَادِ اللّٰهِ جَمْعًا ۞ كَخَرْدَلَةٍ عَلٰى حُكْمِ الْاِتِّصَالِ

অর্থাৎ ঃ "আমি আল্লাহ্‌র শহরগুলো (সৃষ্টিজগত)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম। সেগুলো আমার চোখের সামনে একটা সরিষার দানার মতো মনে হলো।"

তা হবেও না কেন? পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, বোখারী শরীফে হযরত আবূ হোয়ায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, আল্লাহ পাকের ঘোষণা হচ্ছে–

كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ (الحديث)

অর্থাৎ ঃ "আমি আমার প্রিয় বান্দার (ওলী) কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে এবং আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে.......... আল হাদীস।" তাছাড়া, এ প্রসঙ্গে বিশ্বাসীদের জন্য অসংখ্য বাস্তব প্রমাণও বিদ্যমান।

সাঈদী সাহেব বলেন যে, পীর-বুযর্গগণ তথা আউলিয়া কেরাম ক্বিয়ামতে তাঁদের পরিণতি সম্পর্কে অবগত নন। একথাটা সাঈদীর নিছক মনগড়া। কারণ, সাঈদী সাহেব কি পবিত্র ক্বোরআন মজীদের নিম্নলিখিত আয়াত শরীফটা পড়েননি, যাতে সুস্পষ্টভাবে ওলীগণের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন? আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

অর্থাৎ ঃ "খবরদার! (হে আউলিয়া কেরামের পরিণতি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যকারীরা!) নিশ্চয়, আল্লাহ্‌র ওলীগণ, তাঁদের না আছে (ভবিষ্যতের কোন) ভয় ও শংকা, না আছে (বিগত জীবনের কোন) অনুশোচনা ও দুঃখ।" (উল্লেখ্য, আরবী পরিভাষায়, خوف মানে 'ভবিষ্যতের ভয়'। যেমন– ইনতিকাল, কবর, হাশর, ক্বিয়ামত ইত্যাদি। আর حزن মানে 'বিগত জীবনে কৃত কোন কাজের জন্য অনুশোচনা'। আউলিয়া কেরাম এ দু'টি থেকেই মুক্ত।)

এখন লক্ষ্য করুন! যেখানে আউলিয়া কেরামের মর্যাদা, ক্ষমতা ও জ্ঞানের পরিধি এত ব্যাপক সেখানে নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর মর্যাদা, ক্ষমতা ও জ্ঞানের ব্যাপকতা কত হবে! তাঁরা উম্মতের আমল সম্পর্কে অবহিত কিনা দেখুন! এ প্রসঙ্গে তাফসীরে রুহুল বয়ানে وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا আল-আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়–

وَاعْلَمْ اَنَّهٗ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَعْمَالُ اُمَّتِهٖ غُدْوَةً

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَعَشِيَّةً فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَلِذَالِكَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ ঃ "হুযূর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে উম্মতের কর্মসমূহ প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। সুতরাং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) উম্মতকে তাঁদের বিশেষ চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারেন, তাদের আমলসমূহ দ্বারাও। এ কারণে তিনি তাদের পক্ষে/বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবেন।"

'তাফসীরে মাদারিক'-এ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে–

اَىْ شَاهِدًا عَلٰى مَنْ اٰمَنَ بِالْاِيْمَانِ وَعَلٰى مَنْ كَفَرَ بِالْكُفْرِ وَعَلٰى مَنْ نَافَقَ بِالنِّفَاقِ .

অর্থাৎ ঃ "হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) হলেন সাক্ষী– মু'মিনদের পক্ষে তাদের ঈমানের, কাফেরদের বিপক্ষে-তাদের কুফরের, আর মুনাফিকদের বিপক্ষে তাদের নিফাকের।"

এ থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, নবী করীম (দঃ) সৃষ্টির প্রথম থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের ঈমান, কুফর কিংবা নিফাক এবং তাদের আমল সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। এ কারণে তিনি شاهد বা সাক্ষী।

দ্বিতীয়তঃ মৌং সাঈদীর আক্বীদা হচ্ছে– 'কোন আলিম, শহীদ, ওলী-আল্লাহ্ ক্বিয়ামতের দিন সুপারিশ করতে পারবেন না।' তার এ আক্বীদা বা বক্তব্যের সাথে হাদীস শরীফের কোন মিল আছে কিনা দেখুন! সেহাহ্ সিত্তাহ্র অন্যতম হাদীস-গ্রন্থ 'ইবনে মাজাহ্' শরীফে উল্লেখ করা হয় ঃ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثَلٰثَةٌ : اَلْاَنْبِيَاءُ وَالْعُلَمَاءُ وَالشُّهَدَاءُ .

অর্থাৎ ঃ হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত, রোজ-ক্বিয়ামতে তিনটা শ্রেণী শাফা'আত করবেনঃ (১) নবীগণ, (২) হক্কানী-রব্বানী আলেমগণ (বিশেষ করে আউলিয়া কেরাম) এবং (৩) শহীদগণ।

উল্লেখ্য, উক্ত হাদীস শরীফের পার্শ্বটীকা (হাশিয়া) 'ইনজাহুল হাজাহ্'তে আবদুল গণি দেহলভী মাদানী সাহেব লিখেছেন, এ হাদীস শরীফে যে তিন শ্রেণীর সুপারিশের কথা বলা হয়, তাঁদেরকে ব্যাপকভাবে শাফা'আতের অনুমতি দেয়া হবে। এমনকি না-বালেগ সন্তানও তার মাতাপিতার জন্য সুপারিশ করতে পারবে। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি পবিত্র ক্বোরআন মজীদ তেলাওয়াত করে, অতঃপর তা মুখস্থ রাখে, অতঃপর হালালকে হালাল জানে, হারামকে হারাম জ্ঞান করে, সে ব্যক্তিকেও তার পরিবার-পরিজনের এমন দশজন লোকের পক্ষে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে, যাদের প্রত্যেকের জন্য দোযখ অবধারিত হয়েছে। এটা বর্ণনা করেন– ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হিম)।

লক্ষ্য করুন! যাঁদের 'শাফা'আত' করার ক্ষমতার কথা খোদ নবী করীম (দঃ) ঘোষণা করেছেন, সেই ঘোষণার সরাসরি বিরোধিতা করে গেছেন জামায়াতে ইসলামীর মুফাস্‌সিরে ক্বোরআন মিঃ সাঈদী; আর এ ধরণের ভ্রান্ত তাফ্‌সীরের জন্যই তাদের এত আয়োজন?

সাঈদী সাহেব 'আলেম নন'- বলে জনশ্রুতি থাকলেও কমপক্ষে জানাযার নামাযের দো'আটাতো তাঁর স্মৃতি/শ্রুতি বহির্ভূত হওয়া উচিত নয়। না-বালেগ ছেলে বা মেয়ে মারা গেলে তার জানাযা-নামায পড়ার সময় (হাদীস শরীফসম্মত নিয়ম মোতাবেক) ৩য় তাক্‌বীরের পর নিম্নলিখিত দো'আ পড়তে হয়ঃ (মৃত ছেলের বেলায়)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا ذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

আর মেয়ে সন্তানের বেলায় شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا -এর স্থলে পড়তে হয় شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

অর্থাৎ ঃ এতে দো'আ বা প্রার্থনা করা হয় যেন এ না-বালেগ ছেলে ও মেয়েকে ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য 'শাফা'আতকারী' হিসেবে স্থির করা হয়।

সাঈদী সাহেবের দাবী হচ্ছে– ক্বিয়ামতে সুপারিশের অনুমতি দেয়া হলে নাকি আল্লাহ্‌র বিচারকার্যে ব্যাঘাত হবে। এটাও কি তাঁর হাস্যকর, ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য নয়? কারণ, পবিত্র ক্বোরআন মজিদে খোদ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে শাফা'আতের অনুমতি দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। আর সাঈদীর কথামত, যদি বিচারকার্যে তাঁর অসুবিধা হয়, তবে তিনি অনুমতিই বা দেবেন কেন? বান্দার কোন কাজ কি আল্লাহ্‌র কাজে অসুবিধাও ঘটাতে পারে? আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে তৌহীদবাদী (!) সাঈদীর ধারণা কি অনুরূপই?

আল্লাহ পাক পবিত্র ক্বোরআন মজিদে ঘোষণা করেন– مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ অর্থাৎঃ "তাঁর (আল্লাহ্) সামনে কেউ সুপারিশ করতে পারবেনা, কিন্তু তিনি যাকে অনুমতি দেবেন।" আর হাদীস শরীফেও তো সুপারিশ করার অনুমতি দান সম্পর্কে ইতিবাচক বহু ঘোষণা এসেছে। কিন্তু কোথাও তো একথা বলা হয়নি যে, শাফা'আতের অনুমতি দেয়া হলে আল্লাহ্‌র বিচার কার্যে ব্যাঘাত ঘটবে! গোমরাহীর চরম পর্যায়ে না পৌঁছলে কি কেউ এহেন অমূলক ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য রাখতে পারে? (আল্লাহ্‌র পানাহ্!)

তৃতীয়তঃ মৌং সাঈদীর আক্বীদা হচ্ছে– 'ক্বিয়ামতে সুপারিশের ক্ষেত্রে' পীর-বুযর্গগণ হলেন মুশরিকদের দেব-দেবীর মত, তাঁদের সুপারিশ কার্যকর হবে না।' এটা তার কেবল চরম গোমরাহীই নয়; বরং আউলিয়া কেরামের শানে চরম বেয়াদবীও বটে। পূর্বে উল্লেখিত হাদীস শরীফ থেকে একথা সুস্পষ্ট হলো যে, নবীগণ ছাড়াও ওলামা, আউলিয়া এবং শহীদান প্রমূখও সুপারিশ করতে পারবেন। এতদসত্ত্বেও পীর-বুযর্গ তথা 'আউলিয়া কেরামকে দেব-দেবীর মত' বলা কোন ইসলামী কাজ নয়, বরং ভ্রান্ত মওদুদীরই অন্ধ অনুসরণে তার (মওদুদী) ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের পরিকল্পিত তদ্‌বীর বৈ আর কিছুই নয়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পীর-বুযর্গদের সম্পর্কে মওদুদীর আক্বীদা কিরূপ। তিনি তার 'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন'(تجديد واحياء دين)-এ এ প্রসঙ্গে লিখেছে।

"তারা (মুশরিকরা) এই নীচের কর্মকর্তাদেরকে প্রকাশ্যে উপাস্য দেবতা, অবতার অথবা ঈশ্বরের পুত্র বলে থাকে আর এরা (মুসলমানরা) গাওস, কুতুব, আবদাল, আউলিয়া, আহলুল্লাহ্ প্রভৃতি শব্দের আবরণে এদেরকে ঢেকে রাখে।" (নাউযুবিল্লাহ্)

উল্লেখ্য, বিভিন্ন গোমরাহীর কারণে যেখানে মওদুদীকে মুসলমানগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন, ধিক্কার দিচ্ছেন সেখানে বার আউলিয়ার চট্টগ্রামে, তথা বিশ্বের ২য় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের মুসলমানরা কি বিনা বাক্যে তার এজেন্টদের কথায়-বিশ্বাস করে তাদের দলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে কিংবা সাহায্য করে নিজেদের অমূল্য সম্পদ 'ঈমান-আক্বীদা'-কে সমূলে বিনাশ করবেন?

চতুর্থতঃ মৌং সাঈদী শাফা'আতকে অস্বীকার করতে গিয়ে কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ তো দেননি, পেশ করলেন একটা উদাহরণ। তা হচ্ছে– 'কোন মিল-কারখানার ম্যানেজার কিংবা উচ্চ পদস্থ অফিসার যদি বিপুল সংখ্যক লোককে কারো সুপারিশক্রমে মিলে নিয়োগ করতে থাকেন তবে মিলের নাকি বারোটা বেজে যাবে, বিপর্যস্থ হয়ে যাবে সেই কারখানা। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলাও ক্বিয়ামতে গুণাহ্গারদেরকে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন না; বরং নিজেই তা কন্ট্রোল করে রাখবেন (যাতে করে বেহেশ্তের অবস্থাও বিপর্যস্থ না হয়ে যায়)।' অর্থাৎ সাঈদী সাহেবের মতে, বেহেশ্তও দুনিয়ার মিল কারখানার মত সীমিত পরিসরের কিছু।

মৌং সাঈদীর এ উদাহরণটাও নিছক মূর্খ-সুলভ ও বিভ্রান্তিকর। কারণ, দুনিয়ার মিল-কারখানার পরিসর হয় ছোট। এখানে কর্মচারী থাকে সীমিত। তাই মিলের পরিচালকমণ্ডলী লোক নিয়োগের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। আর মিলের পরিসরও যদি বৃহত্তর হয়, লোক নিয়োগেরও যদি অবকাশ থাকে, আর ম্যানেজারও যদি বিশ্বস্ত হন, দরখাস্তকারীরাও যদি যোগ্য কিংবা বিবেচনার যোগ্য হয় তবেও কি সুপারিশের ব্যাপারটা মিলের ক্ষতি করবে? তদুপরি, বেহেশ্তের সাথে মিলের তুলনা করাটাও শোভনীয় বা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, বেহেশ্তের স্রষ্টা আল্লাহ্র তা'আলা হচ্ছেন পরম দয়ালু ও দাতা, বেহেশ্তও হচ্ছে পবিত্র ক্বোরআনের ভাষায়, অকল্পনীয়ভাবে বিশাল। এখানে রয়েছে সমস্ত মানুষের জন্য একটা করে আসন★। আর সুপারিশকারীরা হলেন– তাঁর প্রিয় হাবীব, প্রিয় বান্দাগণ, আম্বিয়া কেরাম ও আউলিয়া কেরাম প্রমুখ। কাজেই, সুপারিশের ব্যাপারটা কোন্ যুক্তিতে ক্ষতিকর হতে পারে? এটা কি সাঈদীর নিছক মূর্খতা ও ভ্রান্তি নয়? সাঈদী সাহেব তো বেহেশ্তের বিশালতা সম্পর্কেও জানেন না। দেখুন, আল্লাহ্ পাক বেহেশ্তের কি বিবরণ দিচ্ছেন! তিনি এরশাদ করেনঃ

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ

★ হাদীস শরীফে বর্ণিত– প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ্ দু'টি আসন তৈরী করেছেন– একটা বেহেশ্তে আর একটা দোযখে। কর্মের ফলে মানুষ যে কোন একটা লাভ করবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ ঃ "তোমরা প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের (আল্লাহ্) মাগফিরাতের প্রতি এবং এমন বেহেশ্তের প্রতি, যার প্রস্থে আসমানসমূহ ও যমীন এসে যায়। এটা তৈরী রাখা হয়েছে খোদাভীরুদের (মু'মিনগণ) জন্য।"

ইবনে মাজাহ্ শরীফে জান্নাতের বিশলতা বর্ণনা করা হয়–

اَلْجَنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ كُلُّ دَرَجَةٍ مِّنْهَا مَابَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ ঃ "বেহেশ্তে একশত স্তর আছে, প্রতিটা স্তরের মাঝখানে এতটুকু দূরত্ব, যতটুকু আসমান ও যমীনের মাঝখানে রয়েছে।"

ইবনে মাজাহ্ শরীফে বেহেশ্তের একটা বৃক্ষের বিবরণ এভাবে দেয়া হয়ঃ

اِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ وَلَا يَقْطَعُهَا وَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ "وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ"

অর্থাৎ ঃ "বেহেশ্তে একটা বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়ার মধ্যে একজন অশ্বারোহী একশ' বছর পর্যন্ত দৌড়ালেও সেটার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না। আর যদি (প্রমাণ) চাও, তবে আয়াত (প্রশস্থ ছায়া) পাঠ কর।"

আর বেহেশ্তবাসীদেরকেও মিল-কারখানায় শ্রমিকদের ন্যায় কোন কাজ করতে হবেনা। এ প্রসঙ্গে হুযূর (দঃ) এরশাদ করেন–

يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَاَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ .

অর্থাৎ ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন– "আমি আমার বান্দাদের জন্য এমন (আরামদায়ক) বেহেশ্ত তৈরী করে রেখেছি, যাকে না মানুষের চক্ষু প্রত্যক্ষ করেছে, না যার কথা কোন মানুষের কর্ণ শ্রবণ করেছে, না কারো অন্তর কল্পনা করেছে।"

এতদ্সত্ত্বেও সাঈদী সাহেব শাফা'আতকে অস্বীকার করার জন্য বিশাল বেহেশ্তকেও সংকীর্ণ করে দেখাতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এ কেমন দুঃসাহস!

পঞ্চমতঃ মৌং সাঈদীর দাবী হচ্ছে– "কিয়ামতের দিন নবীগণ তাঁদের ভুল-ত্রুটির কারণে তাঁদের পরিণতি সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবেন। কাজেই, তাঁরা সুপারিশ করতে পারবেন না। "এটাও তার ভ্রান্তিপূর্ণ ও ভিত্তিহীন দাবী। কারণ, নবীগণ যে সুপারিশ করতে পারবেন সেকথা পূর্বে উল্লেখিত ক্বোরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হলো। একথাও প্রমাণিত হলো যে, তাঁদের কোন দুশ্চিন্তাও থাকবেনা। বাকী রইলো, নবীগণের তথাকথিত দোষ-ত্রুটি। নবীগণ যে নিষ্পাপ সে সম্পর্কে মওদুদী সাহেব এবং তার অন্ধ-অনুসারীরা, বিশেষ করে সাঈদী সাহেব অস্বীকার করলেও এটা কিন্তু মুসলমানদের সর্বসম্মত মত। পবিত্র ক্বোরআন ও বহু হাদীস এর পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়। ক্বোরআন শরীফের "নিম্নলিখিত আয়াতগুলো নবীগণ নিষ্পাপ হবার কথা ঘোষণা করেঃ

এক)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ ঃ নিশ্চয় (সৎ, নিষ্ঠাবান নবীগণ এবং গুণবান ও বরকতময় ব্যক্তিবর্গ) তাদের উপর হে ইবলীস! তোমার কোন ক্ষমতা নেই। আর তোমার প্রতিপালক যথেষ্ট কার্যাদির ব্যবস্থাপনায়। (সূরা বনী ইস্রাঈল)

দুই)
قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝

অর্থাৎ ঃ (শয়তান) বললো, 'হে খোদা! তোমার সম্মানের শপথ, নিশ্চয় আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব; কিন্তু যারা তোমার চয়ন করা বান্দা, (অর্থাৎ বিশেষতঃ নবীগণ আলায়হিমুস্ সালা) তাদেরকে ব্যতীত।' (সূরা যুমার)

তিন)
إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ط

অর্থাৎ ঃ নিশ্চয় নাফ্সতো মন্দের বড় হুকুমদাতা, কিন্তু যার উপর প্রতিপালক দয়াপরবশ হন। [অর্থাৎ যাদেরকে স্বীয় মেহেরবাণীতে মা'সূম করেছেন; যেমন– নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)] (সূরা-য়ূসুফ)

চার)
مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۔

অর্থাৎ ঃ তোমাদের আক্বা না পথ হারা হয়েছেন, না বিপথে চলেছেন। [অর্থাৎ হুযূর করীম (দঃ)] (সূরা নাজম্)

পাঁচ)
قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَٰلَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَٰلَمِينَ ۝

অর্থাৎ ঃ (হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম) বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে কোন পথভ্রষ্ঠতা নেই, আমিতো রাব্বুল আলামীনের রসূল।' (সূরা-আ'রাফ)

ছয়)
اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ط

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ ভাল করে জানেন কোথায় তিনি স্বীয় রেসালতকে স্থাপন করছেন।

সাত)
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝ زصلے

অর্থাৎ ঃ যদি তিনি আমার নামে একটা কথাও এমনই বলতেন, যা আমি বলতে বলিনি, তবে নিশ্চয় আমি তাঁর নিকট থেকে ক্ষমতা প্রয়োগ করে বদলা নিতাম এবং তাঁর অন্তরের রগ কেটে দিতাম, (যা কাটার সাথে সাথে তাঁর ওফাত হয়ে যেতো; সুতরাং তিনি যে, অনুরূপ কখনো করেননি তা নিশ্চিত।) (সূরা আল-হাক্ব্ক্বাহ্)

আট)
وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝ قلى

অর্থাৎ ঃ এবং যদি আমি আপনাকে (মা'সূম বানিয়ে) অটল না রাখতাম, তবে আপনি

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাদের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হতেন। (এরা ছিল সক্বীফ গোত্রের সেই প্রতিনিধি দল, যারা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তাদের ঈমান আনার জন্য তিনটা অশোভন শির্কী শর্ত মঞ্জুর করার জন্য আবেদন করেছিল? কিন্তু হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।) (সূরা বনী ইস্রাঈল)

নয়) مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا

অর্থাৎ ঃ আমাদের জন্য শোভ পায়না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহ্‌র শরীক সাব্যস্ত করবো, এটা আমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। (সূরা য়ূসুফ)

দশ) وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ

অর্থাৎ ঃ (হযরত শো'আয়ব আলায়হিস্ সালাম) বললেন, এবং আমি চাইনা যে, যে কথা আমি নিষেধ করেছি, নিজে সেটার বিরোধিতা করতে থাকবো।) (সূরা হুদ)

এগার) قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

অর্থাৎ আমার প্রতিশ্রুতি (নবূয়ত) যালিমগণ পাবে না। (সূরা বাক্বারা)

বার) إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা বেছে নিয়েছেন আদম, নূহ এবং ইব্রাহীমের আওলাদ ও ইমরানের আওলাদকে সমগ্র জাহান থেকে। (সূরা আল-ই-ইমরান)

তের) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ ঃ নিশ্চয় তোমাদের জন্য রয়েছে রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব)

অতএব, একথা সুস্পষ্ট হলো যে, মৌং সাঈদীর দাবী- 'নবীগণ ক্বিয়ামতের দিন তাদের তথাকথিত কোন দোষ-ত্রুটির জন্য দুর্দশাগ্রস্ত থাকবেন', সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এ ক্ষেত্রেও কি তিনি মওদুদীর অন্ধ অনুসরণ করলেন? মওদুদী তার 'রসায়েল ও মসায়েল'-এ লিখেছেন–

بڑے بڑے نبیوں سے بڑے بڑے گناہ صادر ہو چکے ہیں ۔

অর্থাৎ ঃ "নবীগণের থেকে বড় বড় গুনাহ্ সম্পাদিত হয়েছে।" (নাউযুবিল্লাহ্!) সাঈদী সাহেব মওদুদীর এ ভ্রান্ত মতবাদকেই তাফসীরের নামে চালিয়ে দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন।

তাছাড়া, পবিত্র ক্বোরআনে যেখানে আউলিয়া কেরামের পরিণতি সম্পর্কে ঘোষণা করা হয় যে, لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ অর্থাৎ ঃ তাঁদের কোন শংকা ও অনুশোচনা নেই, সেখানে নবীগণের পরিণতি সম্পর্কে দুশ্চিন্তা থাকার কোন কারণ থাকতে পারে না। আর তাঁদের কেউ কেউ যে নিজের কিঞ্চিত ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করে প্রথমে সুপারিশ করতে অস্বীকার করবেন, তা তাঁদের বিনয় প্রকাশ এবং নিজেদের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'শাফা'আতে কুব্‌রা' (বৃহত্তম সুপারিশ)-এর ক্ষমতার অস্বীকৃতি প্রকাশ করার নিমিত্তই; পরিণতি সম্পর্কে কোন দুশ্চিন্তার কারণে নয়। কারণ, সেদিন 'শাফা'আতে কুব্‌রা' (বৃহত্তম ও চূড়ান্ত সুপারিশ) একমাত্র বিশ্বনবী (দঃ)-এরই মর্যাদা হবে। যেমন, সামনে এর বিবরণ আসছে।

ষষ্ঠতঃ মৌং সাঈদীর আক্বীদা হচ্ছে– 'হুযূর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) কোন গুণাহ্‌গার উম্মতকে সুপারিশ করে বেহেশ্‌তে নিয়ে যেতে পারবেন না। তাঁর বক্তব্য মোতাবেক, তিনি (দঃ) নেক্‌কার নামাযী বান্দাদেরকেই 'বাইছা' বাইছা' বেহেশ্‌তে নিয়ে যাবার অনুমতি পাবেন মাত্র। তাঁর এ বক্তব্যের সাথে নিম্নলিখিত সহীহ্ হাদীস শরীফগুলোর সাথে কোন সামঞ্জস্য আছে কিনা দেখুনঃ

এক) عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ

অর্থাৎ ঃ "হযরত জাবের (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, 'আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-কে এরশাদ ফরমাতে শুনেছি, "আমার সুপারিশ হবে ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্যে যারা কবীরা গুণাহ্ করেছে তাদের জন্য।" (ইবনে মাজাহ্ শরীফ)

উল্লেখ্য, এ হাদীস শরীফের পার্শ্ব টীকায় 'আল-লোম'আতের' বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়– "হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর এ সুপারিশ সুপারিশকৃতের গুণাহ্‌র ক্ষমার জন্য কার্যকর হবে। আর অন্যান্য খোদাভীরু ও আউলিয়া কেরামের 'শাফা'আত দ্বারা সুপারিশকৃতের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এটাই সর্বসম্মত অভিমত।"

দুই) عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ اَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ اُمَّتِىْ الْجَنَّةَ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِاَنَّهَا اَعَمُّ وَاَكْفٰى اَتَرَوْنَهَا لِلْمُتَّقِيْنَ وَلٰكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِيْنَ وَالْخَطَّائِيْنَ وَالْمُتَلَوِّثِيْنَ

অর্থাৎ ঃ হযরত আবূ মূসা আল-আশ্‌'আরী (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বর্ণিত, রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন– "আমাকে দু'টি জিনিষের মধ্যে ইখ্‌তিয়ার দেয়া হয়– ১) শাফা'আত (অর্থাৎ ক্বিয়ামতের ময়দানে সুপারিশ করার ক্ষমতা দেয়া হবে– তা গ্রহণ করি, কিংবা) ২) আমার অর্ধেক উম্মত বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। আমি 'শাফা'আত'কেই গ্রহণ করেছি। কারণ, সেটা (শাফা'আতের ক্ষমতা) হচ্ছে– অধিকতর ব্যাপক ও যথেষ্ট উপকারী। তোমরা মনে মনে ভাবছো, আমার শাফা'আত হবে নেক্‌কার পরহেযগারদের জন্য, কিন্তু তা নয়; আমার শাফা'আত হবে পাপীদের জন্য।" (ইবনে মাজাহ্ শরীফ)

তিন) عَنِ الْعِمْرَانِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِّنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِىْ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ -

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ ঃ "হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন– তিনি (দঃ) এরশাদ করেন– অবশ্যই দোযখ থেকে এমন একটা সম্প্রদায় আমার সুপারিশ দ্বারা মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসবে, যাদেরকে জাহান্নামী বলে নামকরণ করা হবে।" (ইবনে মাজাহ্ শরীফ)

চার) তাফসীরে মাদারিকে সূরা আন্'আমের আয়াত- يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا এর তাফসীর-এ ইমাম মুজাহিদ (রাদিয়াল্লাহু আন্হু)-এর একটা উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়। তা হচ্ছে– ইমাম মুজাহিদ (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) বলেন–

إِذَا جَمَعَ اللّٰهُ الْخَلَائِقَ وَرَأَى الْمُشْرِكُوْنَ سَعَةَ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَشَفَاعَةَ الرَّسُوْلِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَعَالَوْا نَكْتُمِ الشِّرْكَ لَعَلَّنَا نَنْجُوْ مَعَ اَهْلِ التَّوْحِيْدِ فَإِذَا قَالَ لَهُمُ اللّٰهُ اَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ قَالُوْا وَاللّٰهِ مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ فَيَخْتِمُ اللّٰهُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ فَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ جَوَارِحُهُمْ .

অর্থাৎ ঃ "যখন আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মাখ্লুককে একত্রিত করবেন (ক্বিয়ামতে) এবং মুশরিকরা আল্লাহ্র রহমতের ছড়াছড়ি ও মু'মিনদের জন্য রসূল করীম (দঃ)-এর সুপারিশ কার্যকর হতে দেখবে, তখন তারা পরস্পর বলাবলি করবে– "চল, আমরা আমাদের কৃত শির্ককে গোপন করি, এতে আমরাও হয়ত মুসলমানদের সাথে (আল্লাহ্র রহমত ও নবী পাকের শাফা'আত লাভ করে) মুক্তি পেয়ে যেতে পারি।" অতঃপর যখন আল্লাহ্ বলবেন, "কোথায় তোমাদের শরীকগুলো (মূর্তি-প্রতিমাগুলো), যাদেরকে তোমরা নাজাতদাতা বলে ধারণা করতে?" তখন তারা বলবে– "কসম খোদার! আমাদের প্রতিপালক! আমরাতো মুশরিক ছিলাম না।" (আল্লাহ্র রহমত ও নবী করীমের শাফা'আতের অস্বীকারকারী ইত্যাদি ছিলাম না।) অতঃপর আল্লাহ্ তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে তা বন্ধ করে দেবেন। অতঃপর তাদের বিরুদ্ধে তাদের হাত-পা তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেবে।" (তফসীরে মাদারিক, হাশিয়া-ই-জালালাঈন)

সুতরাং বুঝা গেল যে, সাঈদীর, নবী পাকের শাফা'আতের অস্বীকারের ব্যাপারটা সহীহ হাদীস শরীফ কিংবা তাফসীরের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সম্ভবতঃ তিনি ক্বিয়ামতের ময়দানে প্রিয়নবীর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) শাফা'আতকে, মুশরিকদের ন্যায় স্বচক্ষে দেখার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করবেন না। (আল্লাহ্ পাক হেদায়ত করুন!)

পঞ্চমত ঃ সাঈদীর দাবী হচ্ছে– ক্বিয়ামতে মানুষের মুক্তির জন্য আমলের বিকল্প নেই। আক্বিদার বিশুদ্ধতার প্রশ্নটাও এ প্রসঙ্গে তাঁর মতে অবান্তর। এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হচ্ছে– নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর মর্যাদাকে অস্বীকার করলেও কি তাঁর মতে আমলের গুরুত্ব থাকে? আল্লাহ্র রসূলের প্রতি খারাপ আক্বীদা পোষণ করে যারা আমল করে তাদের সম্পর্কে তাফসীরে বায়যাবী শরীফে কি উল্লেখ করা হয়েছে দেখুনঃ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

مَنْ اَخَلَّ بِالْاِعْتِقَادِ وَحْدَهٗ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَمَنْ اَخَلَّ بِالْاِقْرَارِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَكَافِرٌ وَمَنْ اَخَلَّ بِالْعَمَلِ فَفَاسِقٌ وِفَاقًا۔

অর্থাৎ ঃ (যার আক্বীদা ও আমল-উভয়ই ঠিক আছে তিনি তো মু'নিন-ই-কামেল, আর) "যে ব্যক্তির আক্বীদা ঠিক নাই (যদিও সে আমল করে; তবুও) সে ব্যক্তি মুনাফিক এবং যে ব্যক্তি তাওহীদ ও রেসালতকে মুখে স্বীকার করেনা কিংবা ঠিকভাবে বিশ্বাস করেনা সে কাফির; আর যার আমল ঠিক নাই (আক্বিদা ঠিক আছে) সে মু'মিন-ই-ফাসিক্ব। এতে কারো দ্বিমত নেই।"

"মোটকথা, ইসলামে 'আমল'-এর গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তার বিশুদ্ধতার জন্য ঈমান-আক্বীদার বিশুদ্ধতা হচ্ছে পূর্বশর্ত। আক্বীদাকে ঠিক না করে (সুন্নী মতাদর্শকে মেনে না নিয়ে) যতই আমল করুক, আর আমলের কথা বলুক, তখন তা হবে মুনাফিকী। সাঈদী সাহেব, হুযূর (দঃ)-এর 'শফীউল মুযনেবীন' (গুনাহ্গারদের জন্য সুপারিশকারী) হবার বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে যে আমলের উপর ভরসা করতে বলেছেন তা কোন্ পর্যায়ে পড়ে তা আপনারাই অনুমান করুন!

অষ্টমতঃ মৌং সাঈদী নবী পাকের শাফা'আতকে অস্বীকার করার ফন্দি হিসেবে একটা হাদীস বললেন। তা হচ্ছে, তার ভাষায়, "হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! ক্বিয়ামতের দিন লক্ষ-কোটি মানুষের মধ্য থেকে আপনি আপনার উম্মতকে কিভাবে বেছে নেবেন? তখন, হুযূর (দঃ) বললেন, মু'মিনরা হবে غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ। অর্থাৎ তাদের হাতে, পায়ে ও চেহারার নূর চমকাবে; অর্থাৎ ওযূর মধ্যে ধৌত করার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে নূর চমকাবে। তা দেখে আমি তাদেরকে চিনতে পারবো"

দেখুন, প্রথমতঃ হাদীসটা যে হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত সেটা কি মৌং সাঈদী কোন কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে কখনো প্রমাণিত করতে পারবেন? অবশ্য এ বিষয়ক একটা হাদীস হযরত আবূ হোয়ায়রা (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত, আর একটা হযরত আবুদ্ দারদা (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত। প্রথমোক্তটার বিবরণ মোতাবেক, হযরাত সাহাবা কেরামই হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন–

كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ اُمَّتِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ্র রসূল! আপনার উম্মতের মধ্যে যারা পরে আসবে তাদেরকে আপনি কিভাবে চিন্বেন? আর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) বললেন– তাদের হাতে, পায়ে ও মুখে নূর চমকাবে। (মুসলিম শরীফ)

আর শেষোক্তটার বিবরণ মতে, জনৈক ব্যক্তি (সাহাবী) ছিলেন প্রশ্নকর্তা। তাঁর প্রশ্ন ছিল–

كَيْفَ تَعْرِفُ اُمَّتَكَ مِنَ الْاُمَمِ

অর্থাৎ ঃ "আপনি অন্যান্য উম্মতদের মধ্য থেকে আপনার উম্মতকে কিভাবে চিন্বেন?"

অতঃপর তিনি (দঃ) এরশাদ করলেন– فَاِنَّهُمْ يَأْتُوْنَ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ

অর্থাৎ ঃ তাদের ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে নূর চমকাবে। (ইমাম আহমদ)

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাছাড়া, মুসলিম শরীফে কয়েকটা 'সনদে' এ হাদীসটা বর্ণিত। কিন্তু সব ক'টিই বর্ণিত হযরত আবূ হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে। অবশ্য একটা মাত্র হাদীস হযরত হোযায়ফাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। কিন্তু হাদীসটা যে হযরত আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত সে কথা কি মৌং সাঈদী কশ্মিনকালেও প্রমাণ করতে পারবেন?

দ্বিতীয়তঃ এ হাদীস শরীফে ওযূ ও নামাযের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে- এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একথা কোন্ কেতাবে লেখা আছে যে, এ হাদীসটা 'হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ক্বিয়ামতে গুনাহ্‌গারদের জন্য সুপারিশ করতে পারবেন না' মর্মে প্রমাণ দিচ্ছে? কোন্ ব্যাখ্যা গ্রন্থে একথা লিখা আছে যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) একমাত্র নেক্‌কার বান্দাদের ছাড়া অন্য কোন গুনাহগারকে সুপারিশ করে বেহেশ্‌তে নিয়ে যেতে পারবেন না? বস্তুতঃ এটা সাঈদীর নিছক মনগড়া বক্তব্য। স্বীয় বাতিল আক্বিদাকে প্রতিষ্ঠিত করার কুমতলবেই তিনি হাদীস শরীফের মর্মার্থ ও সনদ পর্যন্ত মনগড়াভাবে বদলিয়ে ফেলবেন। নতুবা তিনি যে এ বিষয়ে একজন নিরেট অজ্ঞ সে কথারই প্রমাণ দিলেন। আর একটা হাদীসের সনদ সম্পর্কেও যার কোন জ্ঞান নেই তার জন্য হাদীস বর্ণনা করা কিংবা শরীয়তের এত জটিল বিষয়ে ফতোয়া দেয়া কি কখনো শোভা পায়? বরং হাদীসের ভাষায়, তা 'দুনিয়ায় থেকে জাহান্নামে নিজের ঠিকানা স্থির করে নেয়ার'ই নামান্তর।

তৃতীয়তঃ সাঈদীর আক্বীদা হচ্ছে- 'আখিরাতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর উপরও ভরসা করা যাবেনা; তিনিও (দঃ) নাকি তাঁর পরিণতি সম্পর্কে জানেন না।' (নাউযুবিল্লাহ্!) সাঈদী সাহেব তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে দলীল পেশ করলেন- পবিত্র ক্বোরআনের নিম্নলিখিত আয়াত শরীফ ঃ

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ ط

অর্থাৎ ঃ "হে হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)! আপনি বলে দিন, আমি কোন অদ্ভুত (নতুন) রসূল নই; আর আমি জানিনা আমার সাথে কি ধরণের আচরণ করা হবে এবং হে আমার সাহাবী মু'মিনরা, তোমাদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে (তাও জানি না)।"

এটাও মৌং সাঈদীর কুফ্‌রী আক্বীদার বহিঃপ্রকাশ এবং পবিত্র ক্বোরআনেরই ভুল ব্যাখ্যা প্রদানের অপপ্রয়াস। পবিত্র ক্বোরআনের আয়াতের 'নাসিখ-মন্‌সূখ' ও 'শানে নুযূল' সম্পর্কে অজ্ঞতাতো বটেই।

বস্তুতঃ আয়াতের প্রথমাংশটা নাযিল হয়েছে মক্কার মুশরিকদের প্রসঙ্গে। তারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর নবূয়তকে অস্বীকার করতো। তখন তাদের উদ্দেশ্যে এরশাদ হলো- হে হাবীব! আপনি বলুন, 'নবীতো এভাবে আরো এসেছেন। তাঁদেরকে তো মান্য করতে তাঁদের উম্মতেরা দ্বিধাবোধ করেনি। তোমরা আমার নবূয়তকে কেন অস্বীকার করছো?'

আর আয়াতের পরবর্তী অংশ (আমার এবং হে মু'মিনরা, তোমাদের পরিণতি কি হবে আমি জানিনা।) এ প্রসঙ্গে তাফসীরে 'খাযাইনুল ইরফান'-এ কি উল্লেখ করা হয়েছে দেখুনঃ

১) আয়াতের অর্থ যদি এ নেয়া হয় ... তোমাদের সাথে এবং আমার সাথে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কিরূপ ব্যবহার করা হবে তা আমার জানা নেই;" তাহলে আয়াতটা যে মান্‌সূখ (রহিত) হয়ে গেছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্ণিত আছে যে, যখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছিল তখন মক্কার মুশরিকরা খুশী হয়ে (মৌং সাঈদীর মতো) এটাকে এ মর্মে দলীল হিসেবে এ বলে উপস্থাপন করতে লাগলো, "লাত্ ও ওয্যার শপথ, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমাদের এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকছেনা। সুতরাং আমাদের উপর তাঁর কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব নেই। যদি এ ক্বোরআন তাঁর গড়া না হতো, তবে সেটার নাযিলকারী তাঁকে নিশ্চয়ই খবর দিতেন যে, তিনি তাঁদের সাথে কিরূপ আচরণ করবেন।" এখন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াত নাযিল করে এদের জবাব দিলেন। আয়াত খানা হচ্ছে– لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ

অর্থাৎ ঃ "(আমি নিশ্চয়ই আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি) যাতে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেন আপনারই কারণে আপনার পূর্ব ও পরবর্তী উম্মতদের গুনাহ্ (কারণ, আপনি তো নিষ্পাপ)।" (কান্‌যুল ঈমান)

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিষ্পাপ বলে ঘোষণা করে দুশ্চিন্তামুক্ত করে দিয়েছেন। তখন সাহাবা কেরাম আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী, আপনার মঙ্গল হোক, আপনি তো অবহিত হয়ে গেলেন আপনার সাথে ক্বিয়ামতে কিরূপ ব্যবহার করা হবে! এখন শুধু এটারই অপেক্ষা যে, আল্লাহ্ পাক এ খবর দেবেন যে, আমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে! অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফ নাযিল করলেন–

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ -

অর্থাৎ ঃ "তিনি মু'মিন নর-নারীকে এমনসব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর নিম্নদেশে বিভিন্ন প্রকারের নদী প্রবাহিত।"

আরো নাযিল করলেন– وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ۝

অর্থাৎ ঃ "হে হাবীব, আপনি মু'মিনদেরকে এ সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ থেকে রয়েছে মহান অনুগ্রহ (জান্নাত)।"

মোটকথা, এখনতো দেখলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলে দিলেন, ক্বিয়ামতে হুযূর (দঃ)-এর সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে, আর মু'মিনদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে।

২) আয়াতের তাফসীরকারকদের ২য় অভিমত হচ্ছে– আখিরাতের অবস্থা সম্পর্কে হুযূর (দঃ) অবগত হলেন যে, তাঁর সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে, মু'মিনদের অবস্থা কি হবে এবং এর অস্বীকারকারীদের অবস্থা কিরূপ হবে! সুতরাং আয়াতের ما يفعل بى وبكم -এর অর্থ হবে– "দুনিয়ায় আমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে আর মু'মিনদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে তা আমার জানা নেই।" যদি আয়াতের এ অর্থও গ্রহণ করা হয়, তবুও এ আয়াত শরীফ মান্‌সূখ বলে গণ্য হবে। কারণ, অপর আয়াতে তো আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর (দঃ)-কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ অর্থাৎ "তিনি তাঁর (দঃ) দ্বীনকে (তথা তাঁকে) অন্যান্য সমস্ত ধর্মের (তথা ধর্মাবলম্বীদের) উপর বিজয়ী করবেন।" আর মু'মিনদের অবস্থা সম্পর্কে বলে দিলেন– مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ অর্থাৎ "হে রসূল! আপনি যতদিন তাদের মধ্যে আছেন ততদিন তাদেরকে আযাব দেয়া আমার জন্য শোভা পায় না।"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে হুযূর (দঃ) ও তাঁর উম্মতের সম্মুখে উপস্থিত হবে এমন সব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন।

অথবা ৩) আয়াতের অর্থ হচ্ছে– "এসব অবস্থা অনুমান করে জানার বস্তু নয় বরং এগুলো সম্পর্কে জানার জন্য ওহীর মাধ্যম নিতান্ত প্রয়োজন। যেমন– আয়াতের পরবর্তী অংশ একথা সমর্থন করছে। আয়াতাংশটা নিম্নরূপঃ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ

অর্থাৎঃ "আমি একমাত্র সেটারই অনুসারী, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়।" (তাফসীরে সাভী ও জালালাঈন)

অথচ মৌং সাঈদীর অজ্ঞতা ও গোমরাহীর অবস্থা দেখুন! একটা মানসুখ কিংবা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে এমন আয়াতকে তার ভ্রান্ত বক্তব্যের সপক্ষে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে এদেশের সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে ধোকা দিয়ে গেলেন।

আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, সাঈদী সাহেব হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর মহান মর্যাদাকে অস্বীকার করার জন্য উক্ত আয়াতের একটা বানোয়াট শানে নুযূল বলে গেলেন। বস্তুতঃ আয়াতটা নাযিল হয়েছিল ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগে। তখনও হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট স্বীয় পরকালীন মর্যাদার কথা, মু'মিনদের পরকালীন অবস্থা এবং কাফিরদের ভয়াবহ পরিণতির কথা সম্পর্কে কোন আয়াত আসেনি। মক্কার মুশরিকরা যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-কে অস্বীকার করতে লাগলো, তখন তাদেরকে সম্বোধন করে এ আয়াত শরীফ নাযিল করা হলো। আর এ কথা ঘোষণা করা হলো যে, হে কাফিররা! তিনি কোন অদ্ভুত কিছু নন; তিনিও পূর্ববর্তী রসূলদের মত একজন রসূল। আর তাঁর নিজের এবং তোমাদের যেই পরকালের কথা বলা হচ্ছে, সেখানকার অবস্থাদি তো অনুমানের মাধ্যমে বলার মত নয়; বরং সেগুলো হচ্ছে ওহীর মাধ্যমে জানার কথা।"

কিন্তু সাঈদী বললেন, এ আয়াতটা নাকি আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আন্হা) সহ সমস্ত আহলে বায়তকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর তথাকথিত অসহায় অবস্থার কথা বলে দেয়ার জন্য নাযিল করেছেন! এটা মৌং সাঈদীর সম্পূর্ণ মনগড়া কথা। এটার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আন্হা)-এর কবরের এক কাহিনী টেনে আনলেন। (আর শ্রোতাদের মধ্যে তখন কারো কারো কান্নারও আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল কেসেটে। তারাতো এসব বানোয়াট কথাবার্তাকে তাফসীরুল ক্বোরআনের সঠিক বয়ান মনে করেছিল (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিকা!)

তাছাড়া, মৌং সাঈদীর দাবী হচ্ছে– "আখিরাতে নাকি বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর ভরসা করা যাবেনা। ভরসা করা যাবে শুধু আমলের উপর। এটাও একটা ভ্রান্ত আক্বীদা। নবী করীম (দঃ)-এর উপর যে ভরসা করা যাবে তাতো মুসলমান মাত্রই বিশ্বাস করে থাকেন। এটা তো ঈমানেরই অঙ্গ। এর প্রমাণও ভূরি ভূরি। এখানে তন্মধ্যে একটা মাত্র উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছি–

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআনের সূরা 'আদ্দোহা'-এর মধ্যে তাঁর হাবীব (দঃ)-এর সাথে ওয়াদা করেছেন– وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ ঃ "হে হাবীব! আপনার প্রতিপালক আপনাকে অদূর ভবিষ্যতে (আখিরাতে) এমন মহান অনুগ্রহ প্রদান করবেন যে, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।"

হুযূর (দঃ) এরশাদ করেন- فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذًا لَّا اَرْضٰى وَوَاحِدٌ مِّنْ اُمَّتِىْ فِى النَّارِ

অর্থাৎ ঃ "তখন আমি সেই মুহূর্ত পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার একটা উম্মতও দোযখে থেকে যাবে।" অন্য বর্ণনায়, বিশেষ করে, আহ্‌লে বায়ত-এর কথা উল্লেখ করা হয়।

অর্থাৎ ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত আহলে বায়ত বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি (দঃ) সন্তুষ্ট হবেন না।

(তাফসীর-ই-জালালাঈন শরীফ ইত্যাদি)

এখন লক্ষ্য করুন! এতদ্‌সত্ত্বেও যদি ক্বিয়ামতে আল্লাহ্‌র হাবীব (দঃ)-এর উপর কেউ ভরসা করতে না পারে সে কি আসলে মুসলমান? ক্বিয়ামতে তো একমাত্র কাফিররাই কারো উপর কোনরূপ ভরসা করতে পারবে না।

তাছাড়া, সাঈদী সাহেব বলেছেন- নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) নাকি আহ্‌লে বায়তকে ডেকে বলেছেন- 'তোমরা আমার উপর ভরসা করোনা।' অথচ সহীহ্ হাদীস শরীফে এ প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে, তার সাথে সাঈদীর উক্ত বক্তব্যের কোন সামঞ্জস্য নেই। দেখুন-

এক) হযরত কা'আব ইবনে ওজরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বর্ণিত, যখন আয়াত- اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

নাযিল হয় তখন আমরা আরয করলাম- "হে আল্লাহ্‌র রসূল, আপনার উপর সালাম পাঠ করার বিষয়টা তো আমাদের জানা আছে, কিন্তু দরূদ শরীফ পাঠ করবো কিভাবে?" তখন হুযূর (দঃ) এরশাদ করেন- এভাবে পাঠ কর- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ অর্থাৎ ঃ "হে আল্লাহ্, সালাত বর্ষণ কর, হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর এবং তাঁর 'আহলে বায়ত'-এর উপর এবং বরকত দান কর ও সালাম নাযিল কর।" ইমাম হাকেম (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি)-ও এরূপ বর্ণনা করেন।

দুই) বর্ণিত আছে যে, একদা আহলে বায়ত, অর্থাৎ হযরত সাইয়্যেদুনা আলী মুরতাযা, ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন এবং সাইয়্যেদাতুন নিসা বিবি ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুম ওয়া আন্‌হা)কে নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) আপন মোবারাক কম্বলের নীচে জড়ো করে আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করলেন- اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُمْ

فَاجْعَلْ صَلٰوتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَمَغْفِرَتَكَ وَرِضْوَانَكَ عَلَىَّ وَعَلَيْهِمْ

অর্থাৎ ঃ "হে আল্লাহ্! আমার এ আহলে বায়ত আমার এবং আমিও তাদের। সুতরাং তুমি আমার উপর এবং তাদের উপর তোমার রহমত, মাগফিরাত ও সন্তুষ্টি প্রদান কর।" এ দোয়ার ফল এ হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ (الآية)

Bangladesh Anjumane-Asheqaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নাযিল করেন এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর আহলে বায়াতের উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করা মানুষের জন্য অপরিহার্য করে দিলেন।

তিন) আল্লাহ্ পাক আরো এরশাদ করেন–

قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ۝

অর্থাৎ ঃ "হে হাবীব! আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের থেকে এ দ্বীন-ইসলামের বাণী পৌঁছানোর জন্য কোন পারিশ্রমিক চাই না, চাই শুধু আমার আহলে বায়তদের প্রতি ভালবাসা।"

চার) আল্লাহ্ পাক ক্বিয়ামতের দিন ফেরেশ্তাদের নির্দেশ দেবেন–

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ ۔

অর্থাৎ ঃ তাদেরকে দাঁড় করাও! নিশ্চয়ই তাদের জবাবদিহি করতে হবে (হযরত আলী এবং আহলে বায়তদের (রাদিয়াল্লাহু আন্হুম) প্রতি যথাযথ ভালবাসা রাখার ব্যাপারে)।

পাঁচ) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) একদা এরশাদ করেন– আমার উদাহরণ এমন একটা গাছের ন্যায়, যার মূল হচ্ছে বেহেশ্তে, আর শাখা-প্রশাখা হচ্ছে এখানে দুনিয়ায়। বীজ বা মূল বলে ইঙ্গিত করেন– আপন নূরানী সত্তার প্রতি আর শাখা-প্রশাখা বলে ইঙ্গিত করেন– 'আহলে বায়তের' প্রতি, যাঁরা দুনিয়াতে থাকবেন।

ছয়) আহলে বায়ত হচ্ছেন– এমন সব লোক, যাঁদেরকে আল্লাহ্র তা'আলা গুনাহ্সমূহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র করেছেন। আর খোদ্ আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন–

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۝

অর্থাৎ ঃ "আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন যে, তিনি হে আহলে বায়ত! তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করবেন এবং খুব পবিত্র করবেন।"

তবুও কি আহলে বায়ত হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর ভরসা করতে পারবেন না? সাঈদী কোন্ জাতের মুসলমান? নবী পাকের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করার জন্যই যেন তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন। নবী-দ্রোহীতারূপী মূর্খতা ও গোমরাহী আর কাকে বলে?

মৌং সাঈদীর দাবী হচ্ছে– 'ক্বিয়ামতে একমাত্র ভরসা করা যাবে আমলের উপর।' আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইসলামে আমলের গুরুত্ব অপরিসীম ও অনস্বীকার্য। কিন্তু এ আমল বিশুদ্ধ ও মাকবুল হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে– আক্বীদা-ঈমান বিশুদ্ধ হওয়া। ঈমান তখনই বিশুদ্ধ হয় যখন বান্দা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে। সুতরাং বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর মর্যাদাকে অস্বীকার করে যে আমল করা হয় সে আমলের কোন মূল্য নেই। তাছাড়া, ক্বিয়ামতে, কোন বান্দা শুধুমাত্র তার আমলের উপর ভিত্তি করে নিজেকে জান্নাতের অধিকারী বলে দাবী করতে পারে না; জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ ও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং দয়ার উপরই নির্ভরশীল। যেমন– সহীহ্ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়– 'ক্বিয়ামতে আল্লাহ্ পাক এমন একজন লোকের প্রসঙ্গে, যে কোন গুনাহ্ করেনি, বলবেন, "হে ফেরেশ্তারা! আমার এ বান্দাকে আমার অনুগ্রহের কারণে বেহেশ্তে নিয়ে যাও।" তখন উক্ত বান্দা বলবে, "হে খোদা! আজকে তো বিশেষ অনুগ্রহ দরকার হবে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গুনাহ্গারদের জন্য, আমি তো গুনাহ্ করিনি। কাজেই, আমার আমলের কারণে আজ আমি জান্নাতের উপযোগী।" তখন আল্লাহ্ বলবেন– "হে ফেরেশ্তারা! তাকে মীযানের নিকট নিয়ে যাও এবং তার আমলগুলোকে পাল্লার একদিকে দাও আর অপর দিকে দেয়া হোক তাকে পৃথিবীতে প্রদত্ত তার একটা মাত্র চোখ।" তখন দেখা যাবে তার সমস্ত আমল থেকে সেই চোখ, যা আল্লাহ্ অনুগ্রহ করে পৃথিবীতে দিয়েছিলেন, এর ওজন ভারী হয়ে যাবে। অর্থাৎ তার সারা জীবনের এবাদত দ্বারা আল্লাহ্র একটা মাত্র চোখের শোকরিয়াও আদায় হয়নি; অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গতো রয়েই গেলো। তখন আল্লাহ্ বলবেন, "হে ফেরেশ্তারা, এ বান্দাকে দোযখে নিয়ে যাও আমার ইন্সাফের (বিচার) কারণে।" সুতরাং বুঝা গেল, দুনিয়ায় যে যত আমলই করুকনা কেন, ক্বিয়ামতে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ সেদিন একমাত্র ঐসব বান্দার উপর অনুগ্রহ বা দয়া করবেন, যারা দুনিয়ায় আল্লাহ্র ও তাঁর হাবীব (দঃ)-এর উপর যথাযথভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সাঈদী সাহেব বিশ্বনবী (দঃ)-এর মর্যাদাকে অস্বীকার করে কোন্ আমলের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন? তিনি কি 'জামায়াতে ইসলামী' তথা 'মওদুদী'র ভ্রান্ত মতবাদ মোতাবেক কাজ করাকে জান্নাত পাওয়ার জন্য একমাত্র উপায় বলে চিহ্নিত করতে চান? (আল্লাহ্র পানাহ্!)

দশমতঃ মৌং সাঈদী তার শাফা'আত সম্পর্কিত বয়ানের এক পর্যায়ে ক্বিয়ামতের দিন পঞ্চাশ হাজার বছর দাঁড়িয়ে থাকার পর মানুষ নবীগণের নিকট শাফা'আতের প্রত্যাশায় যাওয়ার যে বিবরণ দিলেন তাতেও তিনি বর্ণচুরি তথা মনগড়া বক্তব্য আওয়াড়ানোর আশ্রয় নিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর উপরোক্ত বিবরণটাও বিভিন্ন বিভ্রান্তির পরিচায়ক। যেমন–

এক) ক্বিয়ামতের অবস্থাদিতো ওহীর মাধ্যমে, তথা নবীগণ ছাড়া কোন মানুষ কাল্পনিকভাবে, চিন্তা-ভাবনা বা আন্দাজ করে বলতে পারে না। এটা নিছক অদৃশ্য বিষয়। কাজেই, ক্বিয়ামতের বিবরণ হয়ত ক্বোরআন মজীদের আলোকে দিতে হবে, নতুবা সহীহ হাদীস শরীফের উদ্ধৃতির আলোকে দিতে হবে। কিন্তু সাঈদী সাহেবের বিবরণটা না হাদীস শরীফের সাথে হুবহু সামঞ্জস্যপূর্ণ, না অন্য কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবের সাথে সাযুজ্যময়। কাজেই, তাঁর বিবরণখানা মনগড়াভাবে হাদীস রচনারই নামান্তর মাত্র।

দুই) সাঈদী সাহেব বলেন যে, ক্বিয়ামতে যখন মানুষেরা সুপারিশের জন্য সর্বপ্রথম হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিকট যাবে, তখন তিনি নাকি বলবেন, 'আমি আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করেছি। কাজেই, আমি জানিনা আমার সাথে তিনি আজ কিরূপ ব্যবহার করবেন।' বস্তুতঃ হাদীস শরীফে এসেছে এরূপঃ হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) বলবেন– لَسْتُ هُنَاكُمْ . অর্থাৎ ঃ "এখন 'শাফা'আতে কুব্রা' বা চূড়ান্ত সুপারিশের সময়। আজ আমরা যেই মর্যাদায় আছি, চূড়ান্ত শাফা'আতের মর্যাদাটা তা অপেক্ষা আরো উর্ধ্বে।" আর হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) বেহেশ্তে নিষিদ্ধ ফল ইচ্ছাকৃতবাবে আহার করেননি, বরং ভুলবশতঃ খেয়েছিলেন কিংবা তা ছিল তাঁর ইজতিহাদের বিচ্যুতির ফসল। উভয়টাই তো মার্জনীয়। এ কারণে তাঁর তাওবা দুনিয়াতেই কবুল হয়ে গিয়েছিল। খোদ্ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– فَتَابَ عَلَيْهِ ।

দুনিয়ায় আসার পর হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) দীর্ঘ ৩০০ বৎসর কাল কান্নাকাটি করে অবশেষে বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ওসীলা (মাধ্যম) নিয়ে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alaihi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রার্থনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা তা কবুল করেছিলেন।" উল্লেখ্য, ভুলবশতঃ কিংবা ইজতিহাদে বিচ্যুতিজনিত কারণে কিছু করে ফেলা গুণাহ্ নয়, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সেটার জন্য এত কান্নাকাটি ও তাওবা করা আল্লাহ্‌র নৈকট্যধন্য নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এরই বিশেষ মর্যাদা ছিল। হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। ক্বিয়ামতের দিনও তিনি একথা স্মরণ করে আল্লাহ্‌র দরবারে উক্ত বান্দাদের জন্য সুপারিশ করতে সংকোচ বোধ করবেন মাত্র। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয় যে, হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) সহ অন্যান্য নবীগণও সুপারিশ করবেন। অবশ্য, তাঁদের শাফা'আত হবে, 'শাফা'আতে সোগ্‌রা'। তা দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া, হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর 'সফিউল্লাহ' উপাধি তাঁর বিশেষ মর্যাদার প্রতিই ইঙ্গিত বহন করছে।

তিন) মৌং সাঈদী হযরত 'নূহ' (আলায়হিস্ সালাম)-এর বেলায়ও এ প্রসঙ্গে একই কথা বললেন। সেদিন (ক্বিয়ামতে) লোকেরা সুপারিশের জন্য তাঁর নিকট আসলে তিনি নাকি বলবেন– "আমার দ্বারাও সুপারিশ সম্ভব হবেনা। আমি আমার তৌহীদ, রেসালত ও আখিরাত অস্বীকারকারী ছেলেকে নৌকায় উঠতে বলেছি।" আর তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাকি বলেছিলেন– "এমন ছেলেকে যদি 'আমার' বলে পরিচয় দাও তবে নবূয়তের দপ্তর থেকে তোমার নাম কাটা যাবে।" হাদীস শরীফে কিন্তু এ ধরণের বক্তব্য নেই। হাদীস শরীফে আছে– 'তখন হযরত নূহ্ (আঃ) বলবেন– لَسْتُ هُنَاكُمْ . অর্থাৎ এখন 'শাফা'আতে কুব্‌রা'-এর প্রয়োজন। আমার বর্তমান পজিশনের চেয়ে উক্ত শাফা'আতের মর্যাদা বহু উর্ধ্বে।" বাকী, তাঁর ছেলের ঘটনা। এ প্রসঙ্গে পবিত্র ক্বোরআনে এভাবে এরশাদ হয়েছে– وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ وَاِنَّ وَعْدَكَ

الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ ○ قَالَ يَا نُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ

اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنِّىْ

اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ○ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ

اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِىْ وَتَرْحَمْنِىْ

اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○ قِيْلَ يَا نُوْحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَ

بَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ .

অর্থাৎ ঃ [হযরত নূহ্ (আলায়হিস্ সালাম)-এর তুফান ও প্লাবন থেকে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের লোকদেরকে রক্ষা করার ওয়াদা পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছিলেন। এতদ্‌ভিত্তিতে, তিনিও তাঁর ছেলেকে (কিন্'আন) তার প্রকাশ্যে ঈমান আনার কারণে মুসলমান হিসেবে গণ্য করে তাকে নৌকায় আরোহন করতে বলেছিলেন এবং তার

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নাজাতের জন্যও দো'আ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-]

আয়াত-৪৫ ঃ এবং নূহ স্বীয় প্রতিপালককে আহ্বান করলো, আরয করলো- হে আমার রব্! আমার পুত্রও তো আমার পরিবারের একজন। এবং নিশ্চয় তোমার ওয়াদা সত্য। আর তুমি সর্বাপেক্ষা মহান নির্দেশদাতা।

আয়াত-৪৬ ঃ তিনি (আল্লাহ্) বলেন- হে নূহ! সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভূক্ত নয়। নিশ্চয় তার কাজকর্ম একেবারে অনুপযুক্ত। কাজেই, তুমি আমার নিকট থেকে সেটা চাইবেনা, যা সম্পর্কে তুমি অবহিত নও। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যেন তুমি অজ্ঞ না হও।

আয়াত-৪৭ ঃ (নূহ) আরয করলো- হে আমার রব্! আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাই এ থেকে যে, আমি তোমার নিকট এমন কিছু চাইবো, যা সম্পর্কে আমার জানা নেই। এবং যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো।

আয়াত-৪৮ ঃ (তুফানের পর) বলা হলো, হে নূহ! কিস্তি থেকে নেমে এসো! আমার পক্ষ থেকে সালাম (শান্তি) এবং বরকতসমূহ সহকারে, যা তোমার উপর বর্ষিত হবার রয়েছে এবং তোমার সাথে যে সব সম্প্রদায় রয়েছে তাদের উপরও।

দেখুন, এখানে খোদ্ কোরআন পাকের আয়াতের সাথে সাঈদীর বক্তব্যের কত গরমিল! হযরত নূহ (আলায়হিস্ সালাম) তো তাঁর ছেলেকে মুসলমান মনে করে কিস্তিতে ডেকেছিলেন। তখন তাঁর জানা ছিলনা যে, অন্তরের দিক দিয়ে সে মুনাফিক ছিল। তদুপরি, তজ্জন্য তিনি নিজেও দুঃখিত হলেন এবং সাথে সাথে আল্লাহ্র দরবারে পানাহ্ চাইলেন। এটা নবীগণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর সালামত ও বরকতকে বহাল রাখলেন। ক্বিয়ামতে অবশ্য তিনি তাঁর পুত্রের এ ঘটনার কথা স্মরণ করে সুপারিশ করতে সংকোচ বোধ করবেন। এটা তাঁর বিনয় প্রকাশেরই শামিল। অথচ তাঁর 'নজীউল্লাহ' উপধি তাঁর এক বিশেষ মর্যাদারই প্রবাণবহ।

চার) হাদীস শরীফের বিবরণ মোতাবেক, অতঃপর হযরত নূহ (আলায়হিস্ সালাম) হাশরবাসীদেরকে পাঠালেন হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিকট। কিন্তু সাঈদী সাহেব এখানেও করলেন বিরাট গোঁজামিল। তিনি হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর স্থলে উল্লেখ করলেন হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর কথা। আর পরবর্তী পর্যায়ে হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর স্থলে উল্লেখ করলেন হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর কথা। হাদীসের জ্ঞান তো নেই, ইতিহাসের জ্ঞানও কি মৌং সাঈদীর নেই?

যাক, সাঈদী বললেন, হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) নাকি বললেন- তিনি বনী ইস্রাঈলের একজন লোককে থাপ্পর মেরে হত্যা করেছিলেন। তাই তিনি সুপারিশতো করতে পারবেন না এবং এমন কি এ কারণে তাঁর কিরূপ হাশর হবে তাও তিনি নাকি জানেন না। এখানেও দেখুন, সাঈদীর আরেক ভ্রান্তি! বস্তুতঃ হযরত মূসা (আলায়হিস সালাম) যে লোককে থাপ্পর মেরেছিলেন, সে লোকটা বনী ইস্রাঈলের ছিলনা, সে ছিল একজন কিব্তী সম্প্রদায়ের লোক। সে যেহেতু হত্যার উপযোগী অপরাধে অপরাধী ছিল,

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostafa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সেহেতু আল্লাহ্‌র নবী তাকে যথাযথ শাস্তি দিয়েছিলেন। নতুবা সেটা ছিল 'কত্‌লে খাতা' (অনিচ্ছাকৃত হত্যা)। কাজেই, এতে হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) কোন গুণাহ্‌র ভাগী হননি। তবুও তাঁর একান্ত বিনয়ের কারণে তিনি এটা স্মরণ করে শাফা'আত করা থেকে বিরত থাকবেন। তদুপরি, হযরত মূসা (আঃ)এ কারণে, বা অন্য কোন কারণে, ক্বিয়ামতে তাঁর নিজের হাশর সম্পর্কে কোনরূপ দুশ্চিন্তা বা আশংকা বোধ করেননি! বরং তিনি তখন এতটুকু বলেছিলেন, وَ لَسْتُ هُنَاكُمْ অর্থাৎঃ "এখন শাফা'আতের জন্য যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা দরকার, আমি সেটাতে নই।" অর্থাৎ এখানে শাফা'আতে কুব্‌রার প্রয়োজন। এটা আমার মর্যাদার আরো উর্ধ্বে। আর এ কারণে হাশর সম্পর্কে দুশ্চিন্তার কথা বলা একেবারে অবান্তর ও অযৌক্তিক এ জন্য যে, হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) তো নবূয়তপ্রাপ্ত হলেন উক্ত কিব্‌তীকে হত্যা করার পরেই। অতঃপর তাঁর উপর তৌরীত নাযিল হলো, কূহে তূরে আল্লাহ্ পাক তাঁকে তাঁর সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ দিয়ে ধন্য করলেন। যেমন পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ হচ্ছে–

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ط

অর্থাৎঃ তাঁরা হলেন রসূল। আমি (আল্লাহ্) তাঁদেরকে মর্যাদাবান করেছি, অবশ্য মর্যাদার মধ্যে এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাঁদের মধ্যে কেউ এমনও রয়েছেন, যাঁর সাথে তিনি (আল্লাহ্) সরাসরি কথা বলেছেন। (যেমন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম) এবং তাঁদের মধ্য থেকে কারো মর্যাদাকে বহুগুণ বুলন্দ করেছেন। (অর্থাৎ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, সাঈদী নবীগণের শুধ মর্যাদাহানি করেনি; বরং তা করতে গিয়ে বানোয়াট হাদীস বর্ণনায়ও দ্বিধাবোধ করেননি।

পাঁচ) মৌং সাঈদী হযরত ইব্রাহীম এবং হযরত ঈসা (আলায়হিমাস্ সালাম) সম্পর্কে একই মন্তব্য করলেন। তাঁরাও নাকি তাঁদের হাশর সম্পর্কে আশংকাগ্রস্ত থাকবেন। (নাঊযুবিল্লাহ্!) মৌং সাঈদী কি একথা জানেন না যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-কে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য খলীলুল্লাহ্ (অন্তরঙ্গ বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করেছেন? আর হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) কে গ্রহণ করেছেন– 'রুহুল্লাহ্' ও 'কালিমাতুল্লাহ্' রূপে?

উল্লেখ্য, এমন সব মূর্খতা ও ভ্রান্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কি সাঈদীকে 'আন্তর্জাতিক সমুফাস্‌সির' নামে আখ্যা দেয়া হচ্ছে? আন্তর্জাতিক বিশ্বটাও কি মূর্খ ও ভ্রান্ত হয়ে গেছে যে, তা সাঈদীকে বিনা প্রতিবাদে বরণ করতে যাচ্ছে? (নাঊযুবিল্লাহ্!)

ছয়) মৌলভী সাঈদী সাহেব ক্বিয়ামতের যে দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন তার শেষ পর্যায়টা আরো জঘন্য। এতে তিনি আল্লাহ্‌র হাবীব বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর শাফা'আতকেও সম্পূর্ণ অস্বীকার করে যান। শুধু তা নয় তিনি এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ বানোয়াট কতগুলো কথা বলে গেলেন। তিনি বলেন– "হুযূর (দঃ)-এর নিকট লোকেরা সুপারিশের জন্য আসার পর তিনি নাকি বললেন, "আমার জন্য এ কাজ .....। চলো, আল্লাহ্‌র কাছে বলি।" আল্লাহ্‌র হাবীব নাকি তখন আল্লাহ্‌র দরবারে বিচারের জন্য বললেন। আর হুযূর (দঃ)-কে তখন নাকি শুধু তাঁর বেহেশ্‌তী উম্মতদেরকে 'বাইছা' 'বাইছা' বেহেশ্‌তে নেয়ার অনুমতি দেবেন। গুণাহগারদের জন্য তাঁর শাফা'আত সাঈদী অসম্ভব বলে ঘোষণা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করারও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলেন।

দেখুন, মৌং সাঈদীর গোমরাহী ও অজ্ঞতার অবস্থা কি? এটা অনুমাণ করার জন্য আমি এ সম্পর্কিত হাদীস উদ্ধৃত করলাম, যা মিশকাত শরীফে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُوْنَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُهَمُّوْا بِذٰلِكَ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا اِلٰى رَبِّنَا
فَيُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ اٰدَمُ اَبُوْ النَّاسِ
خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ وَاَسْكَنَكَ جَنَّتَهٗ وَاَسْجَدَ لَكَ مَلٰئِكَتَهٗ وَعَلَّمَكَ
اَسْمَاءَ كُلِّ شَيْئٍ اِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَّكَانِنَا
هٰذَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ اَكْلَهٗ
مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِىَ عَنْهَا وَلٰكِنِ ائْتُوْا نُوْحًا اَوَّلَ نَبِىٍّ
بَعَثَهُ اللّٰهُ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ فَيَاْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ
وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ سُؤَالَهٗ رَبَّهٗ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَلٰكِنِ ائْتُوْا اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلَ الرَّحْمٰنِ قَالَ فَيَاْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ
فَيَقُوْلُ اِنِّىْ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ثَلٰثَ كَذِبَاتٍ كَذَبَهُنَّ
وَلٰكِنِ ائْتُوْا مُوْسٰى عَبْدًا اٰتَاهُ اللّٰهُ التَّوْرٰةَ وَكَلَّمَهٗ
وَقَرَّبَهٗ نَجِيًّا قَالَ فَيَاْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ اِنِّىْ لَسْتُ هُنَاكُمْ
وَيَذْكُرُ خَطِيْئَتَهُ الَّتِىْ اَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ وَلٰكِنِ ائْتُوْا عِيْسٰى
عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهٗ وَرُوْحَ اللّٰهِ وَكَلِمَتَهٗ قَالَ فَيَاْتُوْنَ عِيْسٰى
فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلٰكِنِ ائْتُوْا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ
لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ فَيَاْتُوْنِىْ فَاَسْتَاْذِنُ
عَلٰى رَبِّىْ فِىْ دَارِهٖ فَيُؤْذَنُ لِىْ عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُهٗ وَقَعْتُ سَاجِدًا

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَيَدَعُنِىْ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ يَدَعَنِىْ فَيَقُوْلُ اِرْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ
تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ قَالَ فَاَرْفَعُ رَاْسِىْ فَاُثْنِىْ
عَلٰى رَبِّىْ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِىْ حَدًّا
فَاَخْرُجُ فَاُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ
الثَّانِيَةَ فَاَسْتَاْذِنُ عَلٰى رَبِّىْ فِىْ دَارِهٖ فَيُؤْذَنُ لِىْ عَلَيْهِ فَاِذَا
رَاَيْتُهٗ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ يَدَعَنِىْ
ثُمَّ يَقُوْلُ اِرْفَعْ مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ
قَالَ فَاَرْفَعُ رَاْسِىْ فَاُثْنِىْ عَلٰى رَبِّىْ بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ
ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِىْ حَدًّا فَاَخْرُجُ فَاُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلُهُمُ
الْجَنَّةَ ثُمَّ اَعُوْدُ الثَّالِثَةَ فَاَسْتَاْذِنُ عَلٰى رَبِّىْ فِىْ دَارِهٖ –
فَيُؤْذَنُ لِىْ عَلَيْهِ فَاِذَا رَاَيْتُهٗ وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِىْ
مَا شَاءَ اللهُ اَنْ يَدَعَنِىْ ثُمَّ يَقُوْلُ اِرْفَعْ مُحَمَّدُ وَقُلْ تُسْمَعْ وَ
اشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ قَالَ فَاَرْفَعُ رَاْسِىْ فَاُثْنِىْ عَلٰى رَبِّىْ بِثَنَاءٍ
وَتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِىْ حَدًّا فَاَخْرُجُ فَاُخْرِجُهُمْ
مِنَ النَّارِ وَاُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ حَتّٰى مَا يَبْقٰى فِى النَّارِ اِلَّا مَنْ قَدْ حَبَسَهُ
الْقُرْاٰنُ اَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ عَسٰى
اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوْدًا قَالَ وَهٰذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ
الَّذِىْ وُعِدَهٗ نَبِيُّكُمْ (متفق عليه مشكوٰة شريف، باب الحوض والشفاعة ٤٨٨)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ ঃ "হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন– মু'মিনগণ ক্বিয়ামতের দিন আটকা পড়বে ★। এমনকি এর কারণে তারা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। অতঃপর বলবে, 'আমরা যদি আমাদের প্রতিপালকের দরবারে কোন সুপারিশকারী আনতে পারি, তবে তিনি হয়তো আমাদের এ অবস্থান থেকে মুক্তি দিয়ে শান্তি দিতে পারবেন।" (উল্লেখ্য, সুপারিশকারীর সন্ধানের জন্য ব্যতিব্যস্ততা মুসলমানদেরই অন্তরে সৃষ্টি হবে, কিন্তু সন্ধান করার সময় কাফিরগণও সঙ্গে থাকবে। অর্থাৎ সমস্ত মানুষই তখন সুপারিশকারীর সন্ধানে বের হবে। দেখুন, ক্বিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে ওসীলা তালাশ করা। -মিরআত শরহে মিশকাত) সুতরাং তারা হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিকট যাবে। আর আরয করবে, "আপনি মানব জাতির পিতা। আল্লাহ্ আপনাকে স্বীয় জান্নাতে রেখেছেন। আপনাকে ফেরেশতাদের দ্বারা সাজদাহ্ করিয়েছেন। আপনি পরওয়ারদিগারের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন; যাতে তিনি আমাদেরকে আমাদের এ অবস্থান থেকে মুক্তি দান করেন।" তিনি (হযরত আদম) বলবেন, "আমি তোমাদের সেই কাংখিত মর্যাদায় নই। (অর্থাৎ এখন তোমাদের জন্য শাফা'আতে কুব্রার প্রয়োজন। আমি কিন্তু সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নই। এটার সূচনা অন্য কোন অধিকতর মর্যাদা সম্পন্নের দ্বারা করানো যেতে পারে।) এবং তিনি আপন সেই 'লাগযিশ' (বিচ্যুতি)-এর কথা মনে মনে স্মরণ করবেন, যা তাঁর থেকে সম্পাদিত হয়েছিল। অর্থাৎ গুন্দম গাছের ফল খাওয়া, অথচ সেটার ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল। (সুতরাং তিনি সুপারিশ করতে সংকোচবোধ করবেন।) কিন্তু তোমরা হযরত নূহ (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিকট যাও! তিনি প্রথম নবী, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে বসবাসকারী কাফিরদের প্রতি প্রেরণ করেছেন।" অতঃপর তারা হযরত নূহ (আলায়হিস সালাম)-এর নিকট আসবে। তিনি বলবেন, "আমি (তোমাদের) সেই কাংখিত মর্যাদার নই।" আর তিনি সেই বিচ্যুতির কথা স্মরণ করবেন, যা তাঁর থেকে সম্পাদিত হয়েছিল। অর্থাৎ স্বীয় প্রতিপালকের নিকট এমন বিষয়ে প্রার্থনা করা, যা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না। (অর্থাৎ তিনি তার পুত্র কিন্'আন সম্পর্কে আল্লাহ্র দরবারে এ বলে দো'আ করেছিলেন– إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي (অর্থাৎ ঃ আমার এ পুত্র আমার পরিবারের একজন); অথচ কিন্'আন কাফির ছিল, যা হযরত নূহ (আলায়হিস্ সালাম)-এর তখন জানা ছিলনা। সুতরাং তিনিও সুপারিশ করার ক্ষেত্রে সংকোচ বোধ করবেন। আর বলবেন–) "কিন্তু তোমরা আল্লাহ্র খলীল হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিকট যাও।" (বর্ণনাকারী বলেন,) অতঃপর লোকেরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট আসবে। অতঃপর তিনি বলবেন, "আমি তোমাদের সেই মর্যাদায় নাই।" তিনিও তিনটা বাহ্যিকভাবে বাস্তব বিরোধী কথা বলার কথা স্মরণ করবেন। (কথাগুলো হচ্ছে– ১) আমি অসুস্থ, ২) ছোট ছোট মূর্তিগুলোকে বড় মূর্তিটাই ভেঙ্গেছে এবং ৩) সারাহ্ আমার বোন। বস্তুতঃ এ তিনটি কথাই তিনি ঠিক বলেছিলেন। কথাগুলো ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। যেমন, তাঁকে যখন কাফেররা আহ্বান করেছিল, তখন তিনি মানসিক অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে তাদের ডাকে সাড়া দেননি। আর মূর্তির স্বরূপ প্রকাশ করার জন্য ঠাট্টার ছলে তিনি

★ এখানে মু'মিন দ্বারা হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর যমানা থেকে ক্বিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত মু'মিনই উদ্দেশ্য। আর 'আটকা পড়বে' মানে তারা ময়দানে মাহ্শারে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং হিসাব-নিকাশ দেয়ার জন্য অপেক্ষা করবে। এ অবস্থা নবীগণের হবেনা। (মিরআত শরহে মিশকাত)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বলেছিলেন, "বড় মূর্তিটাই ছোটগুলোকে ভেঙ্গেছে।" তৃতীয়তঃ হযরত সারাহ্ ছিলেন তার ধর্মগত বোন। -মিরআত); বরং তোমরা হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিকট যাও! তিনি হলেন, আল্লাহ্র সেই বান্দা, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা তৌরীত প্রদান করেছেন, তাঁর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন এবং তাঁকে নৈকট্যে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন।" অতঃপর লোকেরা হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিকট আসবে। তখন তিনি বলবেন, "আমি তোমাদের সেই কাংখিত মর্যাদার নই।" আর তিনি স্বীয় ঐ বিচ্যুতির কথা স্মরণ করবেন, যা তিনি করেছিলেন। তা হচ্ছে– একজন লোককে হত্যা করা। (লোকটা ছিল একজন কিবতী। তাকে তিনি একটা চড় মেরেছিলেন। লোকটা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লোকটাকে তিনি হয়ত অনিচ্ছাকৃতভাতে মেরেছিলেন কিংবা মৃত্যুদণ্ডের উপযোগী অপরাধে সে লোকটা অপরাধী ছিল, কাফেরতো ছিলই। সুতরাং তাকে হত্যা করা গুণাহ্ ছিলনা। তবুও হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) সুপারিশের বেলায় সংকোচবোধ করবেন। সুতরাং তিনি বলবেন–) "বরং তোমরা হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিকটে যাও! তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও রসূল। তিনি আল্লাহ্র রূহ ও কলেমা।" (বর্ণনাকারী বলেন,) অতঃপর লোকেরা হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিকট যাবে। তখন তিনি বলবেন, "আমি তোমাদের সেই কাংখিত মর্যাদায় নাই।" [হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) তাঁর কোন বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করবেন না, কিন্তু তবুও তিনি শাফা'আতের জন্য প্রথমে সাহস করবেন না। তিনি এজন্যই সংকোচবোধ করবেন যে, তাঁর উম্মতগণ তাঁকে খোদার পুত্র বলেছিল। অবশ্য তাঁকে প্রশ্ন করা হবে– "তুমি কি তাদেরকে খোদার পুত্র বলার জন্য বলেছিলে?" তিনি বলবেন, "আল্লাহ্ই ভাল জানেন যে, তিনি এমন কখনো বলেননি।" অথবা তিনি জানেন যে, তখন 'শাফা'আতে কুব্রা'-এর প্রয়োজন। আর তা করবেন একমাত্র বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। সুতরাং তিনি বলবেন,) "বরং তোমরা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও! তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্র এমন প্রিয় বান্দা, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত গুণাহ্ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র রেখেছেন, ক্ষমা করে দিয়েছেন।" তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, "তারা সবাই আমার নিকট আসবে। অতঃপর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তাঁর জন্য নির্দ্ধারিত ঘর, নতুবা হাযির হবার অনুমতি চাইবো। (এখানে 'তাঁর ঘর' মানে তাঁর নির্দ্ধারিত ঘর (স্থান)-এ সম্মান ও মর্যাদার ঘর কিংবা শাফা'আতের স্থান। সে স্থানটা হয়ত 'মক্বামে মাহমূদ' অথবা 'মক্বামে ওসীলা' অথবা আরশের নীচে কোথাও অথবা অন্য কোন বিশেষ জায়গা, যেখানে শুধু হুযূর (দঃ)-ই পৌঁছুতে পারবেন। আরো উল্লেখ্য যে, লোকেরা ওসীলা (সুপারিশকারী) তালাশ করতে করতে হুযূর (দঃ) পর্যন্ত পৌঁছতে এক হাজার বছর সময় লাগবে।) আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমি যখন প্রতিপালক মহান আল্লাহ্কে দেখবো তখনই সাজদায় পড়বো। আমাকে যতক্ষণ আল্লাহ্ চান, সাজদায় রাখবেন। [আল্লাহ্ সরাসরি হুযূর (দঃ)-কে দেখা দেবেন, আর হুযূর (দঃ) সাজদায় পড়বেন। এ সাজদাটা হচ্ছে শাফা'আত-ই-কুব্রার চাবিকাঠি, যা দ্বারা শাফা'আতের দরজা খোলা হবে। আর মহান আল্লাহ্ তা'আলা বিচারের দিক থেকে করুণার দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন। হুযূর (দঃ)-এর সাজদায় পড়া আমাদের পতনুখদের রক্ষা করার মাধ্যম হবে। এটা আল্লাহ্র দরবারে আরয-প্রার্থনার অনুমতি অর্জনের নিমিত্তই করা হবে। এ সাজদাহ্ এক সপ্তাহকাল স্থায়ী হবে। মিরকাত, মিরআত শরহে মিশকাত]

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wasallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতঃপর বলবেন, "হে মুহাম্মদ, শির উঠাও! বল, তোমার কথা শ্রবণ করা হবে। শাফা'আত কর! কবূল করা হবে। চাও, দেয়া হবে।" (উক্ত সাজদার কারণে আল্লাহ্র রহমতের সমুদ্রে ঢেউ খেলবে। নির্দেশ হবে– প্রথমে শির উঠাও। তুমি আমাকে দেখ, আমি তোমাকে দেখব। অতঃপর আরয কর! আজ আমার ও তোমার মধ্যে কথোপকথন হবে।) হুযূর (দঃ) এরশাদ করেন– অতঃপর আমি আমার শির উঠাবো, অতঃপর আমি আল্লাহ্র 'হামদ ও সানা' (প্রশংসা) করবো; যা তিনি আমাকে শিক্ষা দেবেন। (সেখানে হামদ ও সানার বাক্যগুলো 'ইলহাম' সূত্রে শিক্ষা দেয়া হবে।) অতঃপর আমি শাফা'আত করবো। তখন আমার জন্য একটা সংখ্যা-সীমা নির্দ্ধারণ করা হবে। আমি সেখান থেকে অগ্রসর হবো। আমি তাদেরকে (উক্ত সীমিত পরিমাণ লোকদেরকে) দোযখ থেকে বের করবো এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবো। অতঃপর দ্বিতীয়বার ফিরে আসবো। আমার প্রতিপালকের নিকট তাঁর নির্দ্ধারণকৃত স্থানে (ঘরে) অনুমতি চাইবো। আমাকে সেটার অনুমতি দেয়া হবে। যখন আমি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে দেখবো, তখন সাজদায় পড়বো। ততক্ষণ পর্যন্ত সাজদায় থাকবো, যতক্ষণ আমার প্রতিপালক ইচ্ছা করবেন।অতঃপর বলবেন, "মুহাম্মদ, মাথা উঠাও এবং বল, তোমার কথা শ্রবণ করা হবে, শাফা'আত কর, কবুল করা হবে, চাও প্রদান করা হবে।" অতঃপর আমি মাথা উঠাবো, স্বীয় প্রতিপালকের ততটুকু প্রশংসাবাক্য পাঠ করবো যতটুকু তিনি আমাকে শিক্ষা দেবেন। অতঃপর শাফা'আত করবো। অতঃপর আমার জন্য একটা সীমা নির্দ্ধারণ করা হবে। অতঃপর আমি রওনা হবো। তাদেরকে (সীমা মোতাবেক) দোযখ থেকে বের করবো এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবো। ★

অতঃপর আমি তৃতীয়বার ফিরে আসবো। স্বীয় প্রতিপালকের নিকট তাঁর নির্দ্ধারণকৃত সেই ঘরে (স্থানে) পুনঃ অনুমতি প্রার্থনা করবো। আমাকে সেটার অনুমতি দেয়া হবে। সুতরাং যখন আমি প্রতিপালককে দেখবো, তখন সাজদায় পড়বো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আমার প্রতিপালক সাজদায় রাখতে চান ততক্ষণ সাজদায় থাকবো। (এর স্থায়িত্ব হবে এক সপ্তাহকাল।) অতঃপর এরশাদ করবেন– 'মুহাম্মদ, মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা শুনা হবে, শাফা'আত কর, কবূল করা হবে। চাও, তোমাকে দেয়া হবে।' অতঃপর আমি মাথা উঠাবো, আর আপন রবের সেই প্রশংসাবাক্য পাঠ করবো, যা তিনি আমাকে শিক্ষা

★ এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, এ হাদীস শরীফখানাও সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। বস্তুতঃ হুযূর (দঃ)-এর শাফা'আত কয়েকটা হবে। একটার প্রার্থী হবে গোটা দুনিয়াবাসী। যেমন উল্লেখিত হাদীস শরীফের প্রথমাংশে উল্লেখ করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে হিসাব-নিকাশ শুরু করানোর জন্য, হাশরের ময়দানের অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য। এটা হবে তখনই, যখন কেউ জান্নাতে বা দোযখে তখনো যায়নি। কারণ, তখনো তো হিসাব-নিকাশ হয়নি। আর যখন লোকেরা হিসাব-নিকাশের পর আপন পরিণাম স্থানে (দোযখে বা জান্নাতে) চলে যাবে, তখন গুনাহ্গার উম্মতদেরকে দোযখ থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে যাবার জন্য শেষ শাফা'আত করবেন শফীউল মুয্নেবীন হুযূর করীম (দঃ); যা এ হাদীস শরীফের শেষভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মাঝখানে আরো বহু শাফা'আত হবে। যেমন, কারো নেকীর পাল্লা হাল্কা হলে তা ভারী করে মুক্তির ব্যবস্থা করা, পুল-সেরাত থেকে পতনমুখ কোন কোন উম্মতকে রক্ষা করা ইত্যাদির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এগুলোর বিবরণ অন্যান্য হাদীসে এরশাদ হয়েছে। উল্লেখ্য, অন্যান্য নবীগণ, শহীদগণ, আলেমগণ, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে প্রমুখের শাফা'আতের কথা তো অন্যান্য হাদীসে এরশাদ হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, এ হাদীসে শাফা'আতের ১ম ও শেষ পর্যায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (মিরআত)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেবেন। অতঃপর শাফা'আত করবো। তারপর আমার জন্য একটা সীমা নির্দ্ধারণ করা হবে। আর আমি সেখান থেকে রওনা হবো। তাদেরকে (উক্ত সীমা মোতাবেক) দোযখ থেকে বের করবো এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবো। শেষ পর্যন্ত দোযখে শুধু তারাই থেকে যাবে, যাদেরকে পবিত্র ক্বোরআন মজিদ বাধা প্রদান করবে। (অর্থাৎ ক্বোরআনে যাদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে– "তারা তাতে সর্বদা থাকবে"।) অতঃপর তিনি (হুযূর দঃ) নিম্নলিখিত আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করবেন– "আপনার প্রতিপালক আপনাকে 'মক্বামে মাহমূদ'-এর উপর উঠাবেন।" তিনি আরো বলেন, 'মক্বামে মাহমূ' হচ্ছে সেটা, যা তোমাদের নবীকে প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– শেষ পর্যন্ত হুযূর (দঃ)-এর সুপারিশের বদৌলতে ঐ ব্যক্তিও দোযখ থেকে মুক্তি পাবে, যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (কলেমা) পাঠ করে আন্তরিকতভাবে ঈমান এনেছে। কিন্তু সে ঈমানকে প্রকাশ করেনি। (শরীয়তের পরিভাষায়, একে 'সাতির' سَاتِر বলা হয়।)

সুতরাং এ দু'টি বিবরণ থেকে একথা প্রমাণিত হলো যে, ক্বিয়ামতে নবী পাক (দঃ) কয়েকটা শাফা'আত করবেন। এ শাফা'আতের বদৌলতেই ক্বিয়ামতে বিচার কাজ শুরু হবে। অনেকে পুলসিরাত থেকে পতনের হাত থেকে মুক্তি পাবে, মীযানে সাহায্য পাবে। আর শেষ পর্যন্ত গুণাহ্গার উম্মতদের, যারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে তাদেরকেও সুপারিশ করে হুযূর (দঃ) বেহেশ্তে নিয়ে যাবেন।

কিন্তু, সাঈদী তাফসীরে ক্বোরআনের দোহাই দিয়ে তাঁর গোমরাহী তথা নবী-বিদ্বেষপ্রসূত ভ্রান্ত ও কুফরী মতবাদকে এদেশে প্রচার করার জন্য উক্ত হাদীস শরীফকে বিকৃত করেছেন! আর বলেছেন– 'নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) নাকি কোন গুণাহ্গার উম্মতের জন্য শাফা'আত করতে পারবেন না; বরং তিনি নাকি শুধু ক্বিয়ামতের ময়দানে বিচারের জন্য বলবেন। আর শুধু তাঁর নেক্কার উম্মতদেরকেই 'বাইছা বাইছা' বেহেশ্তে নিয়ে যাবার অনুমতি পাবেন। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা।) এ থেকে মৌং সাঈদী কি প্রকারান্তরে একথা ঘোষণা করতে চাননা যে, 'ক্বিয়ামতে শাফা'আতকারী' হিসেবে তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেননি। এটা কি কুফ্রী নয়? তিনি কি এমন ভ্রান্তির প্রতি এদেশের মুলসানদেরকে আহ্বান করছেন? আর জমায়াতে ইসলামীর লোকেরাও কি মানুষের ঈমান হননের জন্যই প্রতি বৎসর বিশেষতঃ চট্টগ্রামে তাফসীরের নামে এ ক্ষতিকর আয়োজন করে যাচ্ছেন?

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীস শরীফের প্রথমভাগে উল্লেখিত নবীগণ ক্বিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম হাশরবাসীদের অনুরোধে সুপারিশ না করে বিনয় প্রকাশ করবেন কেন? তাঁরা কি 'মাসূম' বা নিষ্পাপ নন? এর জবাব হচ্ছে– "নবীগণ 'মাসূম' বা নিষ্পাপ-এটা সর্বজন স্বীকৃত।" (আক্বায়েদ গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য।) আর নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) নিজেদের যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করেন সেগুলোকে শরীয়তের পরিভাষায় বলা হয়–

زَلَّات অর্থাৎঃ 'লাগযিশ্' বা 'পিচ্ছিল পথে চলার সময় কিঞ্চিত পদচ্যুতি মাত্র।' অথবা এভাবে বলা যায়– 'সেগুলো দু'টি উত্তম কাজের মধ্যে অধিকতর কম উত্তম কাজ মাত্র (خلاف اولى)।' অথবা এগুলো আল্লাহর নৈকট্যভাজন বান্দাদের জন্য ত্রুটি হলেও

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wasallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কিন্তু অন্যান্য নেক্‌কার বান্দাদের জন্য ভাল কাজ'-এর পর্যায়ভূক্ত; গুণাহ্ নয়। এসব লাগ্‌যিশের জন্য নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) আল্লাহ্‌র দরবারে সাথে সাথে বিশেষ অনুশোচনা করেন। ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আর খোদ রাব্বুল আলামীনও তা কবূল করে তাঁদেরকে আপন নৈকট্যে বহাল রাখেন মর্মে পবিত্র ক্বোরআনে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এসব লাগ্‌যিশ তাঁদের 'মা'সূম' হওয়ার ক্ষেত্রে কোনরূপ ক্ষতিকর নয়।

বাকী রইলো, তাঁদের শাফা'আতের ব্যাপার। এর জবাব নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) নিজেরাই দিয়েছেন হাদীসের অংশ لَسْتُ هُنَاكُمْ -এর মধ্যে। অর্থাৎ তাঁরা বলে দিয়েছেন যে, তখন আল্লাহ্ পাকের জালালিয়াতের মুহূর্ত। তখন একমাত্র তিনিই শাফা'আত করতে পারেন, যাঁকে আল্লাহ্ সেই মহান মর্যাদা দিয়েছেন। এটা একমাত্র আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রাপ্ত মর্যাদা। সুতরাং অন্যান্য নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) প্রত্যেকে ঘোষণা করেন– لَسْتُ هُنَاكُمْ

অর্থাৎ আমরা এখন তোমাদের জন্য সেই মর্যাদায় (হিসাব-নিকাশ আরম্ভ করার জন্য সুপারিশের সূচনা করা) নই। এ কারণেই তাঁরা একের পর এক করে শেষ পর্যন্ত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট তাদেরকে পৌছিয়ে দেবেন। বলা বাহুল্য, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) যখন 'সাজদা' এবং হামদ' ও 'সানা' ইত্যাদি করবেন, তখন আল্লাহ্‌র রহমতের সমুদ্রে ঢেউ খেলবে, আর শাফা'আতের জন্য আল্লাহ্ পাক সর্বপ্রথম আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-কে যখন অনুমতি দেবেন তখন থেকে অন্যান্য নবীগণ প্রমুখ শাফা'আত করতে পারবেন, যা অন্যান্য হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। আর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর এ শাফা'আতই হচ্ছে 'শাফা'আতে কুব্‌রা' (বা বৃহত্তম সুপারিশ)। অন্যান্যদের শাফা'আত হবে 'শাফা'আতে সোগ্‌রা' (বা অধিকতর ছোট সুপারিশ)।

'শাফা'আতে কুব্‌রা'-এর ক্ষমতা একমাত্র নবী করীমের (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) জন্য সংরক্ষিত থাকার মাস্‌আলাটা নিম্নলিখিত হাদীস শরীফ দ্বারা আরো সুস্পষ্ট হয়ে যাবেঃ

'হযরত আবূ হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু) থেকে বর্ণিত, বনী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন–

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فَهِيَ نَائِلَةٌ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا. (ابن ماجه)

অর্থাৎ ঃ "প্রত্যেক নবীর জন্য এমন একটা দো'আ (প্রার্থনা) ছিল, যা নিশ্চিতভাবে কবূল হয়। প্রত্যেক নবী সে দো'আটা দুনিয়াতেই করে ফেলেছেন। আমি কিন্তু সে দো'আ প্রার্থনাটা আমার উম্মতের শাফা'আতের জন্য তুলে রেখেছি। সুতরাং আমার শাফা'আত এমন প্রত্যেক মানুষের জন্য কার্যকর হবে, যে আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করা ব্যতিরেকেই মৃত্যু বরণ করেছে।" (ইবনে মাজাহ্ শরীফ)

"এ হাদীসের পার্শ্ব টীকায় (হাশিয়া) মুহাদ্দিস আবদুল গণি দেহলভী সাহেব তাঁর 'ইন্‌জাহুল হাজাহ্'-তে লিখেছেন–

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"প্রত্যেক নবীর এমন একটা প্রার্থনা ছিল যা নিশ্চতভাবে কবুল হয়। আর বাকী সব দো'আ কবুল হবার আশা করা যেতো। এ নিশ্চিত কবুল হবার দো'আটা আবার উম্মতের উপকারের জন্যও হতে পারতো, তাদের ধ্বংসের জন্যও। আমাদের দয়ালু নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) কিন্তু সেই দো'আটা শত কষ্ট-নির্যাতন সহ্য করা সত্ত্বেও দুনিয়ায় কখনো করেননি। তিনি সেটা উম্মতের জন্য শাফা'আতের ক্ষেত্রেই করবেন। কাজেই, সেটা তাঁর শাফা'আতের মাধ্যমেই কবুল করা হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অন্যান্য নবীগণ, কেউ কেউ স্বীয় উম্মতের ধ্বংসের জন্য, কেউ কেউ অন্য ক্ষেত্রে দুনিয়ায়ই উক্ত দো'আটা করে ফেলেছেন। আর সে দো'আ আল্লাহ্ কবুলও করেছেন।" লেখক এ প্রসঙ্গে আরো লিখেছেন– আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই নিজের উপর এটা নিশ্চিত করে নেন যে, তিনি প্রত্যেক নবীর একটা দো'আ অবশ্যই কবুল করবেন। অন্যান্য দো'আ কবুল করা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। একমাত্র আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত অন্যান্য নবীগণ উক্ত দো'আটা দুনিয়াতেই করে ফেলেছেন। যেমন হযরত নূহ (আলায়হিস্ সালাম) দো'আ করেন–

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا ○

অর্থাৎ ঃ "হে আমার রব! কাফিরদের মধ্য থেকে কাউকেও (দুনিয়ায়) বসবাসকারী হিসেবে বাকী রেখোনা।"

হযরত সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম) দো'আ করেন–

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ ؕ

অর্থাৎ ঃ "হে আমার রব, আমাকে দান করুন এমন রাজত্ব, যা আমার পরে আর কাউকেও দেয়া হবেনা।"

হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) দো'আ করেন–

رَبَّنَا إِنِّيْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ

অর্থাৎ ঃ "হে আমার রব্, আমি আমার সন্তানকে এমন এক উপত্যকায় বসবাসের জন্য রেখে গেলাম যেখানে কোন ক্ষেত বা ফসল নেই।"

হযরত ইসমাঈল (আলায়হিস্ সালাম) তাঁর পিতা হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর সাথে প্রার্থনা করেন–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ (الآية)

অর্থাৎ ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক, এবং আমাদের মধ্যে তাদের থেকে এমন এক মহান রসূল প্রেরণ করুন, যিনি তাদের উপর আপনার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন।"

(উল্লেখ্য, এ দো'আটা আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর আবির্ভাবের বেলায় কবুল হয়েছিল।)

হযরত হারূন (আলায়হিস্ সালাম) আরয করেন–

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

আমাদের নবী করীম (দঃ)ও অবশ্য [illegible] করেছিলেন। সেগুলো কিন্তু উক্ত চূড়ান্ত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ও নির্দ্ধারিত প্রার্থনা ছিলনা। তবুও, আল্লাহ্‌র প্রশংসাক্রমে, প্রায়সব প্রার্থনাই কবুল হয়েছিল। আর উক্ত চূড়ান্ত প্রার্থনাটা কবুল হবে- তাঁর 'শাফা'আতে কুব্‌রা'-এর মাধ্যমে।" (হাশিয়া-ই-ইবনে মাজাহ্ শরীফ)

সুতরাং সেই 'শাফা'আতে কুব্‌রা'-এর প্রতি ইঙ্গিত করে অন্যান্য নবীগণ বলেছিলেন-

لستُ هناكم অর্থাৎ ঃ এখন যে শাফা'আতের দরকার তা একমাত্র সাইয়্যেদুল মুরসালীন (দঃ)-এরই মর্যাদা। আর অন্যান্য নবীগণ সেদিন (ক্বিয়ামতে) যে সব মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং পরবর্তীতে তাঁরা যেসব সুপারিশ করবেন তাদ্বারা উম্মতের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

মৌং সাঈদী এ প্রসঙ্গে যে সব আয়াত উপস্থাপন করেছেন সেগুলো সম্পর্কিত জবাবঃ

মৌলভী সাঈদী নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) সহ অন্যান্য নবীগণ প্রমুখের শাফা'আতকে অস্বীকার করতে গিয়ে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ তো তার দাবীর স্বপক্ষে পেশ করতে পারেননি; বরং শ্রোতাদেরকে বোকা বানিয়ে এমন কতগুলো আয়াত এ প্রসঙ্গে পেশ করলেন, যেগুলো কাফের-মুশরিকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। বস্তুতঃ কুখ্যাত মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরাই এ ধরণের আয়াত পেশ করে শাফা'আতের ক্ষমতাকে অস্বীকার করেছিলো। যেমন- বিশ্ববিখ্যাত ও সর্বজনমান্য আক্বাইদ গ্রন্থ 'শরহে আক্বাইদে নাসাফী'তে উল্লেখ করা হয়-

وَالشَّفَاعَةُ ثَابِتَةٌ لِلرُّسُلِ وَالْاَخْيَارِ

فِىْ حَقِّ اَهْلِ الْكَبَائِرِ وَبِالْمُسْتَفِيْضِ مِنَ الْاَخْبَارِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ

অর্থাৎ ঃ "রসূলগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) এবং নেককার বান্দাদের জন্য শাফা'আতের ক্ষমতা (ক্বোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা) প্রমাণিত। তাঁদের শাফা'আত কার্যকর হবে সেসব ঈমানদারের পক্ষেও, যারা কবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত হয়েছিল। (এটাই হচ্ছে সর্বজন স্বীকৃত অভিমত।) এর বিরোধিতা করেছিল ভ্রান্ত মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা।" অতঃপর উক্ত কিতাবে উল্লেখ করা হয়- 'আহলে সুন্নাত' শাফা'আতের পক্ষে নিম্নলিখিত প্রমাণগুলো পেশ করেন-

এক) وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ؕ

অর্থাৎ ঃ "হে হাবীব, আপনি আপনার খাস উম্মতদের জন্য এবং সাধারণভাবে মু'মিন-মু'মিনাত (ঈমানদার নর-নারীগণ)-এর জন্য সুপারিশ করুন।" (কানযুল ঈমান)

দুই) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ ۝

অর্থাৎ ঃ "কাফিরদের পক্ষেই সুপারিশকারীদের সুপারিশ উপকারী হবেনা।" (উপকারী হবে মু'মিনদের জন্যই, যদিও সে হয় কবীরাহ্ গুণাহ্‌কারী।)

তিন) আর শাফা'আত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস শরীফগুলো অর্থের দিক দিয়ে 'মুতাওয়াতির'-এর পর্যায়ে পৌঁছেছে। উল্লেখ্য, 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের দলীলগুলো পবিত্র ক্বোরআনের মতই অকাট্য।)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পক্ষান্তরে, মু'তাযিলাগণ মনগড়াভাবে তাদের পক্ষে পেশ করে থাকে নিম্নলিখিত কতিপয় আয়াত–

এক) وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ـ

অর্থাৎ ঃ "তোমরা সেদিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারো সামান্যতম উপকারেও আসবেনা এবং তাদের পক্ষে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবেনা।"

দুই) مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ۝

অর্থাৎ ঃ " যালিমদের জন্য নেই কোন সাহায্যকারী এবং নেই কোন এমন সুপারিশকারী যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।" (সূরা মু'মিন ঃ আয়াত ঃ ১৮) ইত্যাদি।

অথচ, মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের উপস্থাপিত এ দু'টি আয়াতই কাফিরদের বেলায় প্রযোজ্য। অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসে কাফিরদের পক্ষে কারো সুপারিশ কার্যকর হবেনা।

(শরহে আক্বা-ইদে নাসাফী ঃ ১০৯-১১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

মজার ব্যাপার যে, মৌলভী সাঈদীও 'মু'তাযিলাহ্' ★ সম্প্রদায়ের পথটাই এক্ষেত্রে বেছে নিয়েছেন। অবিকল সেসব আয়াতকেই তিনি তার পক্ষে পেশ করলেন, যেগুলো সেই ভ্রান্ত দলীয় লোকেরাই নিজেদের পক্ষে মনগড়াভবে পেশ করে থাকে। যেমন– সাঈদী সাহেব পেশ করেছেনঃ

ক) مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ۝

অর্থাৎ ঃ "যালিমদের জন্য না কোন সাহায্যকারী আছে, না কোন গ্রহণযোগ্য সুপারিশকারী আছে।" (সূরা মু'মিন)

খ) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ۝

অর্থাৎ ঃ (আল্লাহ্) জানেন, চক্ষুসমূহের চুরিকে এবং অন্তর যা গোপন করেছে (তাও জানেন)। (সূরা মু'মিন)

গ) اَللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ط وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ط اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝

অর্থাৎ ঃ "আল্লাহ সঠিক ফয়সালা করেন এবং তিনি ব্যতীত যাদেরকে (অর্থাৎ যেসব মূর্তি-প্রতিমাকে) তারা পূজা করছে, সেগুলো (বোত্-প্রতিমা) কোন ফয়সালা করেনা। (কারণ, সেগুলোর না জ্ঞান আছে, না শক্তি। কাজেই, সেগুলোর পূজা বা এবাদত করা এবং সেগুলোকে খোদার শরীক সাব্যস্ত করা প্রকাশ্য গোমরাহী বৈ-কিছু নয়।) নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা মু'মিন)

★ মু'তাযিলাহ্ ঃ ইসলামের নামে আত্মপ্রকাশকারী একটা ভ্রান্ত দল। তাদের মতবাদ হচ্ছে 'গুনাহ্ কবীরাহকারী না মুসলমান থাকবে, না কাফির; বরং মধ্যখানে আরেকটা আলাদা স্তরে থাকবে।' তাদের পক্ষে প্রমাণ হচ্ছে তাদের একমাত্র ভ্রান্ত কল্পনা ইত্যাদি। 'মু'তাযিলাহ্' মানে ইসলাম থেকে বহির্গমনকারী, সম্পর্ক ছিন্নকারী ইত্যাদি।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বস্তুতঃ এ তিনটা আয়াত সূরা আল-মু'মিনের। সূরাটি মক্কী সূরা। আল্লাহ্‌র পরিচয় মক্কার কাফিরদের জানা ছিলনা। তারা মূর্তিকে উপাস্য মনে করে সেগুলোকে পূজা করতো। মূর্তি-প্রতিমাগুলোকে মনে করতো তাদের অন্তর্যামী, মুক্তিদাতা ক্বিয়ামতে সুপারিশকারী ও সাহায্যকারী। তাই, এ সূরায় কাফিরদের সেই বাতিল ধারণার খণ্ডন করে আল্লাহ্‌র প্রকৃত পরিচয় দেয়া হয়েছে, যা আয়াতগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

ঘ) قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

এ আয়াতটাও মক্কী সূরা 'আয্‌যুমারের'। এটাও মক্কার ক্বোরাঈশের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর পরিচয় দিয়ে কতগুলো 'আয়াত' বা নিদর্শনের কথা উল্লেখ করছেন। আর সেগুলোতে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার প্রতি ইঙ্গিত দেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন- "তারা কিন্তু এতে চিন্তা-গবেষণা করেনি, বরং اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (اى الاصنام الهة) شُفَعَآءَ (অর্থাৎ) তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কতেককে (অর্থাৎ মূর্তি-প্রতিমাগুলোকে) উপাস্য ও সুপারিশকারী বানিয়ে নিয়েছে।" এর খণ্ডনে আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন- قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ؕ অর্থাৎ "হে হাবীব, আপনি তাদেরকে বলে দিন, শাফা'আত তো সবই আল্লাহ্‌র হাতে।" (অর্থাৎ- যাঁরা আল্লাহ্‌র অনুমতি পাবেন, একমাত্র তাঁরাই শাফা'আত করতে পারবেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান শাফা'আতের অনুমতি দেবেন। মুশরিকদের মূর্তিগুলোকে তো আল্লাহ্‌ তা'আলা সুপারিশকারী করেননি) (জালালাঈন শরীফ ও খাযাইন ইত্যাদি)

ঙ) لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ

অর্থাৎ ঃ-তাঁরই (আল্লাহ্‌) জন্য যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু যমীনে আছে। কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁরই নির্দেশ (অনুমতি) ব্যতিরেকে?

এ আয়াতেও মুশরিকদের দাবীর খণ্ডন রয়েছে, যারা তাদের বোত্‌গুলোকে ক্বিয়ামতে সুপারিশকারীরূপে বিশ্বাস করে। এ আয়াতে তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, কাফিরদের পক্ষে কোন সুপারিশকারী নেই। আল্লাহ্‌র দরবারে সেদিন অনুমতি প্রাপ্তগণ ছাড়া কেউ শাফা'আত করতে পারবেনা। আর যাঁরা অনুমতি পাবেন, তাঁরা হচ্ছেন নবীগণ, ফিরিশতাগণ (আলায়হিমুস্‌ সালাম) এবং মু'মিন-ই-কামিলগণ প্রমুখ। (তাফসীরে খাযাইন ইত্যাদি)

চ) مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ

অর্থাৎ ঃ "কোন সুপারিশকারী নেই, কিন্তু তাঁর অনুমতির পর।"

এটা হচ্ছে সূরা য়ূনুসের একটা আয়াতের অংশ। এ আয়াতে মূর্তি পূজারীদের এ দাবীর প্রতি খণ্ডন করা হয়েছে- 'মূর্তিগুলো তাদের জন্য সুপারিশ করবে।' তাদেরকে এ আয়াতে বলা দেয়া হয়েছে যে, শাফা'আত একমাত্র অনুমতি প্রাপ্তগণই করতে পারবেন। আর অনুমতিপ্রাপ্তগণ হচ্ছেন আল্লাহ্‌র মাকবূল বান্দাগণই। (খাযাইন ইত্যাদি)

ছ) وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ ঃ "এবং তারা (মুশরিকগণ) আল্লাহ্ ব্যতীত এমন সব বস্তুকে (অর্থাৎ-বোত্-প্রতিমা) পূজা করে যেগুলো তাদের না কোন ক্ষতি করতে পারে, না কোন উপকার। আর বলে, 'আল্লাহ্র নিকট এগুলো আমাদের জন্য সুপারিশকারী'। (সূরা য়ূনুস ঃ খাযাইন ইত্যাদি)

(জ) يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا

অর্থাৎ ঃ "সেদিন (ক্বিয়ামতের দিন) কারো শাফা'আত কাজে আসবেনা, কিন্তু তাঁরই, যাকে রাহমান (আল্লাহ্ শাফা'আত করার) অনুমতি দেবেন; এবং যাঁর কথা তিনি পছন্দ করবেন।"

মক্কী সূরা 'তোয়াহা'-এর এ আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ্র দরবারে একমাত্র আল্লাহ্র অনুমতি প্রাপ্তরাই সুপারিশ করবেন। কাফিরদের মূর্তিগুলো কখনো কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবেনা।

দেখুন, মৌলভী সাঈদীর কাণ্ড! যে সব আয়াত মক্কার কাফির-মুশরিকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে তার সব ক'টি আয়াতকে সাঈদী মু'মিনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনগড়াভাবে প্রচার করার ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করেছেন। আর যেখানে বলা হয়েছে যে, মুশরিকদের মূর্তির সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবেনা, সেখানে তিনি নবীগণ, ফেরেশতাগণ, ওলীগণ ও মু'মিনগণ, যাঁদের শাফা'আত আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করবেন, তাঁদের কথা সেই মূর্তির স্থানে এনে বসিয়ে দিয়েছেন। নাঊযুবিল্লাহ্! এ ধরণের অপব্যাখ্যা নিরেট ভ্রান্ত ছাড়া আর কে করতে পারে? আর একথাও প্রমাণিত হলো যে, মৌলভী সাঈদী এবং তাঁর সমর্থকরা সেই কুখ্যাত মু'তাযিলা সম্প্রদায়েরই উত্তরসূরী। (আল্লাহ্ পাক এসব ভ্রান্তদের হেদায়েত করুন!)

****

ভ্রান্ত তাফসীর ঃ নমুনা-৪

তথাকথিত 'ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ' কর্তৃক আয়োজিত তাফসীরুল ক্বোরআন মাহফিল (?)-এর ৫ম দিনে মৌলভী সাঈদী 'রব' শব্দের উপর দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য রাখেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সূরা আন্'আমের ঐ সমস্ত আয়াতের তাফসীর (?) করেন, যেগুলোতে হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর কথা বর্ণনা করা হয়। এখানে তিনি একদিকে যেমন হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর ইতিহাস বিকৃত করলেন, অন্যদিকে পবিত্র ক্বোরআনের আয়াতসমূহের ভুল ও মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে একজন শীর্ষস্থানীয় পয়গম্বরের শানে এমন জঘন্য কথাবার্তা বলেন, যা বিশ্বাস করলে মানুষের ঈমান-আক্বীদা ধ্বংস হয়ে যায়। মৌলভী সাঈদী এ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এক পর্যায়ে হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর ইতিহাস আবৃত্তি করেন। তাও তিনি এভাবে বলেন-

এক

"*হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) একা যখন বড় হলেন, কৈশোরে পদার্পণ করেন তখন তাঁর পিতা তাঁকে মূর্তি বাজারে নিয়ে বিক্রি করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি সেগুলোকে মাটিতে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যেতেন, নদীতে চুবিয়ে লাঞ্ছিত করতেন। বাজারে নিয়ে সেগুলোকে তিরস্কার করতেন ... যারা মূর্তির পূজা কিংবা ব্যবসা*

Bangladesh Anjumane Ashekane Mustafa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোনটাই হলোনা।"★

অতঃপর মৌলভী সাঈদী বললেন,

"যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মন ছটফট করছিল- কে আমার রব? কে আমার স্রষ্টা, মালিক? মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা আমার স্রষ্টা কে?" মা বললেন, "আমাদের সকলের স্রষ্টাইতো নামরূদ। নামরূদই তো দাবী করছে 'রব'। তিনি হলেন রব। আইনদাতা, বিধানদাতা। আমরা সবকিছুই তো তাকে মনে করি।" হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন- "এইটা নাকি তোমাদের খোদা? এত কুৎসিৎ তোমাদের খোদা! নিজে কুৎসিৎ হয়ে জগৎকে কিভাবে সুন্দর করতে পারে? আমি বিশ্বাস করিনা।" হযরত ইব্রাহীম (আঃ) রাতের অন্ধকারে রব খুঁজতে লাগলেন। কোথায় রব? আল্লাহ্ ক্বোরআন শরীফে গোটা বিশ্ববাসীকে ঘটনা শুনাচ্ছেন- فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ۚ

'যখন তিনি তরকা দেখতে পেলেন, তারকা দেখে ঘোষণা করলেন- 'এটা আমার রব।' কিছুক্ষণ পরে ভুল ভেঙ্গে গেল। তারকা যখন অস্তমিত হয়ে গেল, চাঁদ যখন উদিত হয়ে গেল, হযরত ইব্রাহীম বলেন- فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ

(অর্থাৎ) 'যে জিনিষ অস্তমিত হয়, সে জিনিষ আবার কিভাবে রব হতে পারে?' এরপর তিনি চন্দ্র দেখলেন, চন্দ্র দেখে তিনি ঘোষণা করলেন-

فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ۚ

'এটা আমার রব'। আবার চাঁদ যখন অস্তমিত হয়ে গেল তখন তিনি বললেন,

لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ۝

প্রকৃতপক্ষে রব যিনি, তিনি যদি আমাকে পথ না দেখান তাহলে আমি গোমরাহ হয়ে যেতে পারি।' হে রব! তুমি কে? আমায় চেনার তৌফিক দাও। সকাল হয়ে গেল, সূর্যকে দেখে হযরত ইব্রাহীম বললেন-

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ

(অর্থাৎঃ) 'এটা আবার রব, এটাই বড় রব। দিনের শেষে সূর্য অস্ত গেল। বললেন-

فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝

হে জাতি, আমি তোমাদের সাথে একমত নই। তোমরা যে রবের সাথে শির্ক করছ, আমি তোমাদের সাথে একমত নই। এ চন্দ্র প্রভু/রব হতে পারেনা, নমরূদ রব হতে পারে না। কেউ রব নয়, বরং কে? হযরত ইব্রাহীম বলেন, রবের সন্ধান আমি পেয়ে গেছি-

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

অর্থাৎ ঃ নিশ্চয় আমার মুখমণ্ডল, আমার চেহারা ফেরালাম সেই দিকে, যিনি আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এসব কিছুর মালিক তিনি, তিনি হলেন, আমার রব। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। রব স্রষ্টা হিসেবে চিনে ফেলেছিলেন।

★ এতে বুঝা গেল যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছোট বেলা থেকেই 'আরিফ বিল্লাহ' বা খোদা-পরিচিতিসম্পন্ন ছিলেন। এ কারণেই তিনি মূর্তিকে লাঞ্ছিত করতেন। সুতরাং হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) 'রব' [illegible] খুঁজতে গিয়ে তারকা, চন্দ্র ও সূর্যকে 'রব' বলেছেন বলা ভিত্তিহীন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুই

পর্যালোচনা

মৌং সাঈদী সাহেবের বিবরণ থেকে বুঝা গেল যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম প্রথমে 'রব'-এর পরিচয় লাভে সমর্থ ছিলেন না। তাই 'রব' বা প্রতিপালকের খোঁজ করতে গিয়ে তিনি কখনো তারকাকে, কখনো চন্দ্রকে, কখনো আবার সূর্যকে 'রব' বলেছেন। তা যদি হয় তবে কি একথা বলতে হবেনা যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম রবের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া পর্যন্ত তারকা, চন্দ্র ও সূর্যকে 'রব' বলে 'শির্ক'-এর মত জঘন্য গুনাহ্ করেছেন? (নাউযুবিল্লাহ্!) এর ফলে নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) তাঁদের নবূয়ত প্রাপ্তি বা প্রকাশের পূর্বাপর যে নিষ্পাপ সে বিষয়ে সাঈদী সাহেবের অস্বীকৃতিই প্রকাশ পায়। অথচ নবীগণ 'মা'সূম' হবার বিষয়ে সমস্ত সত্যপন্থী একমত। সুতরাং বুঝা গেল- সাঈদী সাহেবের উপরোক্ত ব্যাখ্যাও মনগড়া। কারণ, কোন প্রকৃত মুফাস্সিরই উক্ত আয়াতসমূহের এমন কোন তাফ্সীর করেন নি যাতে নবীগণের মানহানি হয়।

তিন

জবাব

বস্তুতঃ আয়াতগুলোর প্রকৃত তাফসীর করলে বুঝা যায় যে, হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস সালাম) কৈশোর থেকেই খোদা পরিচিতি লাভ করেন। প্রথমেই মূর্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং 'আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই' বলে ঘোষণা করা এ কথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মাঝখানে তারকা, চন্দ্র ও সূর্যের অবস্থাকে হাতের আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে তিনি তাদের (মুশরিকগণ) ধারণার খণ্ডন করেছিলেন মাত্র। কারণ, তাঁর গোত্রীয় লোকেরা তারকা, চন্দ এবং সূর্যের পূজাও করতো। মুফাস্সেরীনে কেরামের বিবরণ থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইব্রাহমী (আলায়হিস্ সালাম) কখনো উপরোক্ত বস্তুকে 'আমার রব' বলেননি। কারণ সেভাবে খোদা তালাশের তাঁর প্রয়োজনই ছিলনা। কিন্তু সাঈদী সাহেব মনগড়াভাবে হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর ঘটনাকে বিকৃত করলেন, যা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর বৈ-কিছুই নয়। তাছাড়া, মৌলভী সাঈদীর এ বিবরণ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তার মতে, হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) প্রাথমিক বয়সে আপন প্রতিপালকের সন্ধানের ক্ষেত্রে তারকাকে, চন্দ্রকে এবং সূর্যকে তাঁর রব (প্রতিপালক) বলেছিলেন। এতে কি একথা বলতে হয়না যে, হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর ন্যায় শীর্ষস্থানীয় নবী নবূয়তের পূর্বে শির্ক করেছেন? সাঈদীর মুরুব্বী, জমায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ মওদূদীরই আক্বীদা হচ্ছে- "নবীগণ 'মা'সূম' বা নিষ্পাপ নন। বরং বড় বড় নবী থেকে বড় বড় গুনাহ্র কাজ সম্পন্ন হয়েছে।" (রসায়েলে মাসায়েল) অথচ ইলমে আক্বাইদের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে- 'কোন নবী কখনো (নবূয়তের আগে ও পরে) কোন কবীরাহ গুণাহ্ করেননি। মতান্তরে, এমন কি তাঁরা ছগীরা গুনাহ্ থেকেও পবিত্র।' (শরহে আক্বাইদে নাসাফী)

বস্তুতঃ মৌলভী সাঈদীর উক্ত বক্তব্যের সাথে ক্বোরআনের আয়াতের প্রকৃত তাফসীরের কোন মিল নেই; বরং তা হচ্ছে তার নিছক ভ্রান্তি ও মওদূদীর অনুসরণ মাত্র। কারণ, নবীগণের নিকট খোদা-পরিচিতির জ্ঞান নিতান্ত শৈশব থেকে অর্জ্জিত। তাঁদের নিষ্পাপ হওয়া তাঁদের স্বভাবগত ([illegible])। সুতরাং হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কর্তৃক কখনও তারকা, চন্দ্র ও সূর্যকে রব (খোদা) বলার প্রশ্নই উঠেনা। তাঁর শৈশবের ইতিহাসকে যারা বিকৃত করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে কিংবা যারা এ সম্পর্কে অজ্ঞ, তারাই একমাত্র তাঁর শানের পরিপন্থী মন্তব্য করতে পারে।) এ প্রসঙ্গে নির্ভরযোগ্য তাফসীরের বিবরণ দেখুন–

তাফসীরকারক, মুহাদ্দিস্ এবং ঐতিহাসিকদের অভিমত হচ্ছে– 'নামরূদ ইবনে কিন'আন' নামক একজন বড় যালিম বাদশাহ ছিল। বিশ্বের ইতিহাসে সে-ই সর্বপ্রথম মাথায় মুকুট পরিধান করেছিল। সে তার প্রজাদেরকে তার উপাসনা করার জন্য বাধ্য করতো। তার রাজ দরবারে বহু গণক ও বহু নজুমী থাকতো। একদা নামরূদ স্বপ্নে দেখলো যে, একটা তারকা উদিত হয়েছে। অতঃপর সেই তারকার সম্মুখে অন্যান্য সমস্ত তারকা ম্লান হয়ে গেছে। এতে সে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। গণকদের নিকট সে ঐ স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা তলব করলো। তারা বললো, "এ বৎসর তোমার রাজ্যে একটা সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে। সে তোমার রাজত্বের পতনের কারণ হবে।" এ ব্যাখ্যা শুনে সে দুঃখিত হলো আর নির্দেশ দিল যেন নবজাত প্রত্যেক সন্তানকে হত্যা করা হয়। আর প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ স্ত্রী থেকে পৃথক থাকে। এটা দেখাশুনা করার জন্য সে একটা সরকারী আলাদা বিভাগও কায়েম করলো।

কিন্তু কে আল্লাহ্র ইচ্ছাকে প্রতিহত করতে পারে? হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর আম্মাজান যথাসময়ে অন্তঃস্বত্তা হলেন। এদিকে গনকগণও নামরূদকে সংবাদ দিল– 'সে-ই সন্তান মায়ের গর্ভে এসে গেছে।' যেহেতু হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর মায়ের বয়স কম ছিল, সেহেতু তাঁর গর্ভের অবস্থা কোন প্রকারেই প্রকাশ পায়নি। অতঃপর যখন তাঁর বেলাদতের সময় এলো, তখন তাঁর মাতা শহর থেকে অদূরে পাহাড়ে সেই গুহারূপ গৃহের মধ্যে চলে গেলেন, যা তাঁর পিতা ইতোপূর্বে তৈরী করেছিলেন। সেখানে তাঁর পবিত্র বেলাদত হলো। সেখানেই তিনি অবস্থান করেছিলেন। তাঁর আম্মাজান চলে আসার সময় উক্ত গৃহের দরজা বন্ধ করে আসতেন। কি আশ্চর্য! তিনি দুধ পান করাতে আসলে দেখতেন, তিনি হাতের আঙ্গুল চুষতেন আর তা থেকে দুধ বের হতো।

হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) এখানে একদিনেই এতটুকু বড় হতেন যতটুকু অন্যান্য ছেলেমেয়ে এক বৎসরে বড় হতো। এ সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায় যে, তিনি সে গুহায় কতদিন ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, সাত বৎসর। কারো কারো মতে, তের বৎসর। এটা একটা সর্বসম্মত যে, নবীগণ সর্বদা 'মা'সূম বা নিষ্পাপ' হয়ে থাকেন। আর তাঁরা আপন অস্তিত্ব লাভের প্রারম্ভিক কাল থেকেই যতদিন আপন অস্তিত্বে থাকেন ততদিনই 'আরিফ' বা 'খোদা পরিচিতিসম্পন্ন' থাকেন। শৈশবকাল থেকেই এটা প্রমাণিত হয় বিশেষভাবে। শৈশবেই একদিন হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর আম্মাজান তাঁকে দুধ পান করাতে গিয়েছিলেন। তখন তিনি মাকে বলেছেন, "মা, আমার প্রতিপালক কে?" মা বললেন, "আমি।" তিনি বললেন, "আপনার প্রতিপালক কে?" তিনি বলেন, "তোমার পিতা।" হযরত বললেন, "তাঁর প্রতিপালক কে?" এটা শুনে মা হতবাক হয়ে গেলেন। বললেন, "চুপ থাক!" তাঁর আম্মাজান তাঁর পিতাকে এসে বললেন, "যে সন্তান সম্পর্কে একথা প্রসিদ্ধ হয়েছে যে, সে দুনিয়াবাসীদের দ্বীন বদলিয়ে দেবে, সে তোমারই সন্তান বলে আমার ধারণা হচ্ছে!" অতঃপর ঘটনা বর্ণনা করলেন। এতে বুঝা যায় যে, হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) প্রথম থেকেই তৌহীদের [illegible] এবং কুফরী আক্বীদাসমূহের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খণ্ডন করতে আরম্ভ করেছেন।

গর্তে থাকাকালে গর্তের ছিদ্র দিয়ে তারকা, চন্দ্র ও সূর্যের আলোক দেখতে পেতেন। তখন থেকেই তিনি প্রমাণ দাঁড় করানো আরম্ভ করে দেন। কেননা, সে যুগের লোকেরা মূর্তি এবং তারকারাজির পূজা করতো। তখন তিনি একটা উত্তম ও হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে লোকদেরকে এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য পথ প্রদর্শন করলেন। এর দ্বারা এ কথার প্রমাণ দাঁড় করেছিলেন যে, বিশ্ব এবং বিশ্বের সবকিছু হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী। কাজেই, এগুলো 'ইলাহ' হতে পারে না। কারণ, সেগুলো আপন অস্তিত্ব লাভের জন্য স্রষ্টার মুখাপেক্ষী এবং সেই স্রষ্টারই কুদরতে সেগুলো পরিবর্তনশীল।

এখন দেখুন, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক কি এরশাদ করেন এবং সে আয়াতগুলোর সঠিক তাফসীর কি?

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন— وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ

অর্থাৎ ঃ ৭৪। "এবং স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম তার পিতা (চাচা) আযরকে বললো, 'তোমরা কি মূর্তিকে খোদা সাব্যস্ত করছো? নিশ্চয় আমি তোমাকে এবং তোমার সম্প্রদায়কে প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।'★

৭৫। এবং অনুরূপভাবে আমি ইব্রাহীমকে দেখিয়ে দিয়েছি আসমান ও যমীনের গোটা বাদশাহী; ★★ আর এ জন্য যে, তিনি 'আয়নুল ইয়াক্বীন' বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।

৭৬। অতঃপর যখন তাঁর সামনে রাতের অন্ধকার ছাইয়ে গেল, তখন একটা তারকা দেখতে পেলেন; বললেন, 'তোমরা কি এটাকে আমার প্রতিপালক সাব্যস্ত করছো? 'অতঃপর যখন সেটা ডুবে গেল, তখন বললেন, 'ডুবে যায় এমন কিছুকে আমি পছন্দ করিনা।'

৭৭। অতঃপর যখন চন্দ্র চমকিত হতে দেখলেন তখন বললেন, 'তোমরা কি এটাকে আমার প্রতিপালক সাব্যস্ত করছো?' অতঃপর যখন সেটা ডুবে গেল তখন বললেন, 'যদি আমাকে আমার প্রতিপালক হিদায়ত না করতেন তাহলে আমিও সেসব পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হতাম।'

৭৮। অতঃপর যখন সূর্যকে আলোকিত দেখলেন, তখন বললেন, 'এটাকে কি তোমরা আমার প্রতিপালক বলছো? এটা সেগুলো থেকে বৃহৎ?' অতঃপর যখন সেটাও ডুবে গেল, তখন বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়, আমি অসন্তুষ্ট সেসব বস্তুর উপর, যেগুলোকে তোমরা আল্লাহ্‌র শরীক হিসেবে সাব্যস্ত করছো।'★★★

★ এতে বুঝা যায় যে, হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) মূর্তি পূজাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন এবং এটাকে অতি মন্দ ও চরম গোমরাহী মনে করতেন।

★★ অর্থাৎ যেভাবে আমি হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-কে ধর্মের ব্যাপারে জ্ঞান দান করেছি, তেমনি আসমান ও যমীনের গোটা বাদশাহী দেখিয়ে দিয়েছি। (খাযাইন, দুররে মন্‌সুর ও খাযিন ইত্যাদি)

★★★ হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) এ কথা প্রমাণ করেছিলেন যে, নক্ষত্ররাজির মধ্যে ছোট হোক আর বড় হোক কোনটাই খোদা হবার যোগ্য নয়। তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা এগুলোর পূজা করে, তাদের উপর তিনি অসন্তুষ্টিই প্রকাশ করলেন।

Bangladesh Anjuman-e Ashekane Mostafa (Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৭৯। আমি আপন চেহারা তাঁরই প্রতি ঝুঁকালাম, যিনি আসমানসমূহ ও এ যমীন সৃষ্টি করেছেন, একমাত্র তাঁরই হয়ে, আমি মুশকিরদের অন্তর্ভূক্ত নই।"

সুতরাং এখানে একথা সুস্পষ্ট হলো যে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম কখনো তারকা, চন্দ্র কিংবা সূর্যকে রব বলেননি; বরং তদানিন্তনকালের মুশরিকদের ধারণার খণ্ডন করেছেন মাত্র। আর বলেছেন, "তোমাদের ধারণায় এসব তারকা, চন্দ্র এবং সূর্য আমারও প্রতিপালক।"(খাযাইন, জালালাঈন, খাযিন, বায়যাভী প্রভৃতি।) অথচ এখানে মিঃ সাঈদী আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর প্রতি তারকারাজি, চন্দ্র ও সূর্য পূজার অপবাদ দিলেন! তার বক্তব্যের না ইতিহাসের সাথে মিল আছে, না কোন তাফসীর গ্রন্থের সাথে সামঞ্জস্য আছে। অবশ্য, তার এ বক্তব্যের মিল দেখা যায় মিঃ মওদুদীর মনগড়া তাফসীর 'তাফহীমুল ক্বোরআনের' সাথে। মওদুদী তাতে ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন– *"ইব্রাহীম (আঃ) থেকে শির্ক সম্পন্ন হয়েছে; অবশ্য সত্য-সন্ধানের পথে এ ধরণের ভুল-ত্রুটি অস্বাভাবিক নয়।"* তাছাড়া, মিঃ মওদুদীর ভ্রান্ত আক্বীদা হচ্ছে– নবীগণ নিষ্পাপ নন; বড় বড় নবীগণ থেকে বড় বড় গুণাহ্ সম্পন্ন হয়েছে। (নাঊযুবিল্লাহ) সুতরাং একথা সুস্পষ্ট হলো যে, সাঈদী এদেশে জমায়াতে ইসলামীর ছত্রছায়ায় মওদুদীর সেই ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের নিমিত্ত তাফসীরের দোহাই দিয়ে যাচ্ছেন মাত্র। (আল্লাহ্র পানাহ্!)

বস্তুতঃ নবীগণের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– 'তাঁদের মা'সূম বা নিষ্পাপ হওয়া।' তাঁদের এ বৈশিষ্ট্যকে ইহুদীরা স্বীকার করতোনা। বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা মাওলানা সুলায়মান নদভী সাহেব তাঁর লিখিত 'সীরাতুন্নবী' গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ৯২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

'নবীর তৃতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– 'তাঁদের 'মা'সূম' বা নিষ্পাপ হওয়া। ইহুদীরা যেহেত 'শুধু ভবিষ্যদ্বক্তা হওয়া' ছাড়া অন্য কোন বৈশিষ্ট্য নবীর জন্য ধারণা করতো না সেহেত তারা তাদের পুস্তকসমূহে নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর প্রতি এমন সব কথাবার্তা জুড়ে দিত যেগুলো তাঁদেরই নবুয়তের শানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর খৃষ্টানরা শুধু হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-কেই 'মা'সূম' মনে করে। কিন্তু ইসলামে এ আক্বীদা ('মা'সূম' হওয়া) প্রত্যেক নবী ও রসূল (আলায়হিমুস্ সালাম) সম্পর্কেই পোষণ করা হয়।"

উক্ত গ্রন্থে আরো উল্লেখ করা হয় যে, যৌক্তিক দিক দিয়েও, যতক্ষণ না নবীগণকে 'মা'সূম' বা নিষ্পাপ মেনে নেয়া হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নবী এবং সাধারণ দার্শনিক ও সংস্কারকের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে পরে না এবং না নবীগণও রসূলগণের পূর্ণাঙ্গ সত্যতা ও বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করা যেতে পারে। এ কারণে ইসলাম এ আক্বীদাটার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। (সিরাতুন্নবী ঃ ৪র্থ খণ্ড ঃ ৯২ পৃষ্ঠা)

এখন দেখুন, মৌং সাঈদীরা কাদের অন্ধ অনুসরণে নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামের শানে, 'তাঁদের নিষ্পাপ হবার' বৈশিষ্ট্যটাকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করছেন? কাদের অনুসরণে তারা নবীগণের (আলায়হিমুস্ সালাম) শানে এমন সব কথাবার্তা জুড়ে দিচ্ছেন, যেগুলো তাঁদের শানে মোটেই শোভা পায় না?

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভ্রান্ত তফসীর ঃ নমুনা-৫

সাঈদী ও জমায়াতীদের তৌহীদের স্বরূপ

যাদের শ্লোগান- 'তাওহীদী জনতা এক হও'; যারা 'তাওহীদ' বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের খাটিত্ব বজায় রাখার জন্য নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) ও আল্লাহ্‌র ওলীগণের খোদা প্রদত্ত মর্যদাগুলোকে স্বীকার করতে নারায তাদের তাওহীদের স্বরূপ দেখুন! তাদের মতে, আল্লাহ্ পাক জাল্লাশানুহূও নাকি এমন এক সত্ত্বা, যিনি কখনো কখনো মানুষের ন্যায় সীমিতও হয়ে যান। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)।

বিগত ১৯৮৫ ইং সনে কলেজিয়েট ময়দানেই একই সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত তাফসীরুল ক্বোরআন মাহফিলের ৩য় দিনে তথাকথিত মুফাসসিরে ক্বোরআন (!) মৌং দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সূরা বনী ইস্রাঈলের ১ম আয়াতের পূর্ব দিনের অসমাপ্ত তাফসীর সমাপ্ত করতে গিয়ে এবং জনৈক প্রশ্নকারীর 'মি'রাজ' সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেনঃ

এক

"আল্লাহ্ অসীম, হুজুর (দঃ) সসীম। সুতরাং অসীম খোদা সসীম বান্দাকে কিভাবে দেখা দিলেন? এর জবাব হচ্ছে- আসল ব্যাপার হলো- হুজুর (দঃ) আরশে আজীমে ঠিকই গিয়েছিলেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে আরশে আজীমে দেখা করার দরকার কি? যেহেতু সব জায়গায় তিনি (আল্লাহ্) আছেন। এটা হলো বান্দার দুর্বলতার জন্য। মাখলুখ এক জিনিষ, আর খালেক এক জিনিষ। খালেক হলেন স্রষ্টা, মাখলুক হলেন সৃষ্টি। সৃষ্টির হাজারো দুর্বলতা আছে। স্রষ্টার কোন দুর্বলতা নেই। আল্লাহ হলেন অসীম, আর রসূলে পাক (দঃ) হলেন সসীম। তিনি সীমাবদ্ধ। তিনি আল্লাহর বান্দা। আর আল্লাহ্ হলেন খালেক। মুহাম্মদ (দঃ) হলেন মাখলুক। এখন অসীমের সাথে সসীম কিভাবে মিলবে? সসীমের, সীমাবদ্ধ মানুষের, সৃষ্টির দুর্বলতাকে সামনে রেখে প্রয়োজন হয়েছে- আল্লাহ্ কিছুক্ষণের জন্য তার অসীমতাকে সসীম জায়গায় সীমাবদ্ধ করে তার বান্দার জন্য সহজ করে দেয়া হয়, যাতে দেখা সাক্ষাৎ হয়, কথাবার্তা হয়। বুঝেছেন?" (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা)।

তাফসীর (১৯৮৫ ইং ঃ ২য় দিন)

দুই

পর্যালোচনা

মৌং সাঈদীর উক্ত বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, তার আক্বীদা হচ্ছেঃ-

ক) আল্লাহ পাক কখনো সসীমও হতে পারেন।

খ) নবী পাকের মধ্যে হাজারো দুর্বলতা আছে।

গ) নবী পাকের দুর্বলতার কারণে তাঁকে মি'রাজ করানো হয়েছে এবং আরশে আযীমে নিয়ে দীদার দান করার প্রয়োজন হয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ)

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিন

জবাব

এক) এখন লক্ষ্য করুন, আল্লাহর যাত ও সিফাত(যথাক্রমে, আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী)তে এবং রিসালত তথা নবী পাকের মর্যাদায় যথাযথভাবে বিশ্বাস স্থাপন করারই নাম ঈমান আর এ ধরণের বিশ্বাস সম্পন্ন মানুষকে বলা হয় মু'মিন বা ঈমানদার। সাঈদী এবং তার সমর্থকদের মধ্যে যে সে দু'টিতে পূর্ণ বিশ্বাস নেই- তা এ বক্তব্য প্রদান এবং নীরবে শ্রবণ করা থেকেই প্রমাণিত হয়। কারণ, আল্লাহকে কিছুক্ষণের জন্য সসীম গণ্য করা নিরেট শির্ক বৈ কিছুই নয়। যেহেতু আল্লাহ্‌ 'জিস্‌মিয়াৎ' তথা শরীরবিশিষ্ট হওয়া থেকে পবিত্র। আল্লাহ্‌কে সসীম শরীরবিশিষ্ট বলে বিশ্বাস করতো অপর এক গোমরাহ ইবনে তাইমিয়া। এ জন্য তাকে 'ফির্কায়ে মুজাস্‌সামাহ্‌'-এর অন্যতম প্রবক্তা বলা হতো। সে মসজিদে খোৎবা দিতে গিয়ে মিম্বর থেকে উঠানামা করে বলতো "আল্লাহ্‌ও এভাবে উঠানামা করার মত শরীরের অধিকারী।" (নাউযুবিল্লাহ্‌)

এসব ভ্রান্তির কারণে তদানিন্তন মিশর সরকার তাকে বারংবার জেল খানায় পুরে শাস্তি প্রদান করেছে। সাঈদীও একই ভ্রান্ত আক্বীদা এদেশে তাফসীরের নামে প্রচার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলেন। উল্লেখ্য, অন্যদিকে দেখা যায়, যেই ইবনে তাইমিয়াকে বিশ্বের আহ্‌লে সুন্নাত প্রত্যাখ্যান করেছেন সে লোকটাকে বাংলাদেশে জমায়াতে ইসলামীর সমর্থকরা 'মুজাদ্দিদ' (?) বলে মানে। এর কারণ কি এটাই?

সাঈদীর ভাষায়, খোদা যখন 'সসীম ' হলেন তখন কি এ কথা বলতে হয়না যে, তাঁর (খোদা) ক্ষমতাও তখন সসীম হয়ে গিয়েছিল? কারণ, নিয়ম আছে যে, কেউ আপন সত্তাগত আকৃতি ছাড়া যখন অন্য যে কোন সৃষ্টির আকৃতি গ্রহণ করে তখন তার মধ্যে সেটার বৈশিষ্ট্যাবলীও এসে যায়। যেমন– (ক) বিশ্বনবী (দঃ) নূরের তৈরী। কিন্তু যখন তিনি মানব বেশে তাশরীফ আনেন তখন, তাঁর শরীর মুবারক থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়, অসুস্থতার কারণে অস্বস্থি বোধ হয় ইত্যাদি।' (কিন্তু তাঁর মানবীয় গুণের সাথে বৈপরিত্য নেই বলে নূরানিয়াতও তাঁর পূর্ণ মর্যাদারূপে তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।) খ) হারূত-মারূত ফেরেশতাদ্বয় যখন মানুষের বেশে দুনিয়ায় আসেন, তখন তাঁদের মধ্যে বিবাহের যোগ্যতা আসে, আহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় ইত্যাদি। গ) বিপুল শক্তির অধিকারী জ্বিন্‌ যখন সাপ, বিড়াল ইত্যাদির আকৃতি ধারণ করে, তখন তার মধ্যে সাপ বা বিড়ালের বৈশিষ্ট্য আসে। এ কারণে, সাপরূপী জ্বিন্‌ একটা লাঠির আঘাতেও মৃত্যুবরণ করে।

অনুরূপ, সাঈদীর কথামত আল্লাহ্‌ও যদি কখনো সীমিত হয়ে যান তবে নিশ্চয়ই তিনি তখন কোন না কোন মাখ্‌লুকের আকার ধারণ করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ) আশরাফুল মাখ্‌লুকাতের আকারও যদি ধারণ করেন, তবুও তো তাঁর জন্য মৃত্যুও সম্ভব বলে মেনে নিতে হয়। (নাউযুবিল্লাহ!) মোটকথা, এটা সাঈদীর নিছক শির্কী বক্তব্য কৈ আর কিছুই নয়।

দুই) সাঈদী সাহেব কথার মারপেঁচে একথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র নবী একজন সসীম মাখলূক। আর তাঁর মধ্যে রয়েছে বহু দুর্বলতা (?) তদুপরি, এ দুর্বলতার (?) কারণেই নাকি মি'রাজ করানো হয়েছে। সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করবো। এখন লক্ষ্য করুন! নবী পাকের পূর্ণতা সম্পর্কে খোদ কোরআন কি সাক্ষ্য দিচ্ছে–

Bangladesh Anjuman Ashekaane Mostofa
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (অর্থাৎ ঃ হে হাবীব! আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।)
হাদীস শরীফে হুযূর (দঃ) খোদ্ এরশাদ করেন– إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ
(অর্থাৎ আমি প্রেরিত হয়েছি সমুন্নত চরিত্রসমূহকে পূর্ণতা দান করার জন্য।)

সাহাবা কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আন্হুম) নবী পাকের শানে বলেন–

وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِيْ ✻ وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ

অর্থাৎ– ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি অপেক্ষা সুন্দর কাউকে আমার চক্ষু কখনো দেখেনি। কোন মা আপনার চেয়ে পরিপূর্ণ (ত্রুটিমুক্ত) সন্তান প্রসব করেনি। (হযরত হাস্সান রাদিয়াল্লাহু আন্হু)।

সেই নবী পাকের শানে সাঈদী কিভাবে দুর্বলতার অপবাদ দিচ্ছেন? নবী পাকের শান মান অবনমিত করার ধৃষ্টতা দেখানোর অপরাধে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে কি বলা যেতে পারে তা পাঠকরাই বিবেচনা করুন! মওদুদীর ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের জন্য এ কেমন ধৃষ্টতা? মওদুদীই তার লণ্ডনের ভাষণে বলেছে– *'তিনি (বিশ্বনবী দঃ) না অতি মানব, না মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত।'* (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা)।

তিন) সাঈদীর দাবী হচ্ছে– নবী পাকের দুর্বলতার কারণে নাকি তাঁকে মি'রাজ করানো হয়েছে এবং আরশে আযীমে নিয়ে দীদার দান করার প্রয়োজন হয়েছে।

এটাও সাঈদীর নিছক ভ্রান্ত ও ক্বোরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী কুফরী-আক্বীদার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কারণ, নবী পাককে মি'রাজ করানোর পেছনে অনেক হিকমত নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– ১) ফেরেশতারা যমীনের খেলাফতের উপযোগী বলে মনে মনে দাবী করলে আল্লাহ্ তা'আলা তা প্রত্যাখ্যান করে হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)কেই এর উপযোগী বলে প্রমাণ করলেন এবং এর কারণ হিসেবে এরশাদ করলেন, "আমি জানি, যা তোমরা জাননা।" তাফসীরকারক বলেন, তা হচ্ছে– হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর ঔরশে নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়ার তাশরীফ আনবেন ইত্যাদি। অতঃপর যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়ায় তাশরীফ আনলেন, তখন তাঁরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর সাক্ষাতের জন্য আসমানে মি'রাজ করানোর আবেদন জানান। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর মি'রাজের মাধ্যমে তা পূরণ করা হলো। ২) আল্লাহ পাক এরশাদ করেন– "জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জান ও মাল খরিদ করেছেন।" সুতরাং মু'মিনদের জান ও মালের 'বিনিময়' হিসেবে জান্নাত দেখানোর জন্য আল্লাহ পাক হুযূর (দঃ)-কে মি'রাজ করান। ৩) যমীনে তিনিই আল্লাহ্র প্রকৃত প্রতিনিধি। তাই তাঁকে যমীনের রহস্যাদি দেখানোর পর (বেলাদত মুবারকের পরক্ষণে), আসমানের রহস্যাদি দেখানোর প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য তাঁকে আরশে আযীমে নিয়ে মি'রাজ করানো হয়। যেমন– ক্বোরআন পাকে এরশাদ হচ্ছে– لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا.
(অর্থাৎ আমি তাঁকে মি'রাজ করায়েছি আসমানসমূহের নিদর্শনসমূহ দেখানোর জন্য)। ৪) দুনিয়াবাসীদের জন্য তিনি যেমন রাহমাতুল্লিল আলামীন হিসাবে প্রেরিত, তেমনি ক্বিয়ামত এবং হাশরেও তিনি উম্মতদের রক্ষা করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। কাজেই, তাঁর পবিত্র জীবদ্দশাতেই তাঁকে মি'রাজে নিয়ে আল্লাহ পাক ক্বিয়ামত ইত্যাদির অবস্থাদি দেখিয়ে দিলেন, যাতে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সেদিন, পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর শাফা'আত এবং ত্রাণকার্য সম্পাদন কর সহজতর হয়। ৫) সর্বোপরি, হুযুর (দঃ)-কে মি'রাজ করানো হয়েছে এজন্য যে, বিশ্ববাসী অবগত হোক যে, তিনি (দঃ) যদিও মানববেশে পৃথিবীতে আসেন, তাঁর মর্যাদা কিন্তু সবার উপরে; তিনি নূরানী শরীরের অধিকারী, তিনিই পূর্ণতম সৃষ্টি।

বাকী রইলো, আল্লাহর সাথে দীদার। আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবকে কিভাবে সাক্ষাত দান করেছেন তা আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবই ভাল জানেন। এটাই হচ্ছে ইমামগণের অভিমত। অবশ্য, পবিত্র ক্বোরআন মজীদে এ সাক্ষাতের একটা উদাহরণ দেয়া হয়েছে–

ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۝

(অতঃপর ঐ জ্যোতি নিকটবর্তী হলো। অতঃপর খুব নেমে আসলো। অতঃপর ঐ জ্যোতি ও এ মাহবূবের মধ্যে দু'হাতের ব্যবধান রইলো, বরং তদপেক্ষাও কম।)

অর্থাৎ ঃ 'সাক্ষাতের সময় আল্লাহ্ ও রসূলের নৈকট্যকে, দু'টি পাশাপাশি ধনুকের মাঝখান থেকে একটা মাত্র তীর নিক্ষেপ করার সময় সে দু'টির নৈকট্য থেকে অনুমান কর! আল্লাহ্ ও রসূলের নৈকট্য বরং তখন তদপেক্ষাও ঘনিষ্ঠ ছিল।'★

এতদত্ত্বেও মৌং সাঈদী সম্পূর্ণ মনগড়াভাবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শানে এমন ভিত্তিহীন ও কুফরীপূর্ণ মন্তব্য করলেন কোন্ দুঃসাহসে? তাঁর বক্তব্যের প্রতি চ্যালেঞ্জ রইলো। তাঁর উক্ত বক্তব্যের পক্ষে তিনি কস্মিনকালেও কি কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দিতে পারবেন?

সম্মানিত পাঠকগণ, লক্ষ্য করুন, মৌং সাঈদী নবী পাকের শানকে অস্বীকার করার জন্য আল্লাহ পাকের ক্ষমতাকেও অস্বীকার করলেন। নবী পাককে, সাঈদী তার আক্বীদা মোতাবেক, দুর্বলতাসম্পন্ন প্রমাণ করার জন্য স্বয়ং আল্লাহ পাককে সসীমের পর্যায়ে নিয়ে আসার ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করলেন যা শির্ক ও কুফরীই। এমন এক ভ্রান্তকে জমায়াতীরা মুফাস্সিরে ক্বোরআন সাজাচ্ছে কোন্ মতলবে– তা এখন এদেশের মুসলিম সমাজ বুঝতে পেরেছে।

****

মৌ সাঈদী ও ইলমে হাদীস

পবিত্র ক্বোরআনের তাফসীর করার জন্য যে পবিত্র হাদীস শরীফের যথাযথ জ্ঞানও থাকতে হয় তা সর্বজন স্বীকৃত কথা। মৌং সাঈদী কিন্তু হাদীস শরীফ সম্পর্কে একেবারে অনবহিত। তা নিম্নলিখিত একটা দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয়। ১৯৮৭ ইং সালে কলেজিয়েট ময়দানে তাফসীর মাহফিলের (!) ১ম দিনে মৌং সাঈদী অপ্রত্যাশিতভাবে একটা হাদীস

★ এ আয়াতের আরো ব্যাখ্যা আছে। যেমন আরবের নিয়ম ছিল যে, দুই গোত্র প্রধান পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হলে দু'জনের দু'টি তীর একত্রে মিলিয়ে একটা মাত্র তীর নিক্ষেপ করতনে। এ থেকে একথা ঘোষণা করতেন যে, আজ থেকে উভয়ে এক। যে একজনের বন্ধু সে অপরেরও বন্ধু। পক্ষান্তরে, যে একজনের শত্রু সে অন্যজনেরও শত্রু। অনুরূপভাবে, মি'রাজে আল্লাহ ও রসূলের সান্নিধ্যের এ ধরণের উদাহরণ এ কথা প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি রসূলে পাকের শত্রু সে আল্লাহর শত্রু, যে তাঁর বন্ধু সে আল্লাহরও বন্ধু।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শরীফের অনুবাদ (বাংলায়) পেশ করতে গেলে তাঁর এ স্বরূপ প্রকাশিত হলো। 'অপ্রত্যাশিতভাবে' এজন্য বললাম যে, দীর্ঘদিন ধরে এখানকার এক শ্রেণীর লোকরা তাঁর তথাকথিত তাফসীররূপী বক্তৃতা শুনে আসছে। তাঁর কণ্ঠে পবিত্র ক্বোরআনের আয়াত উচ্চারিত হতে শুনেছে, কিন্তু কখনো হাদীস শরীফের কোন এবারত পড়তে কেউ শুনেছে কিনা আমার জানা নেই। একবার (বহুদিন আগে) কোন একটা কাজকে বিদ্'আত প্রমাণ করার জন্য হাদীসের একটা অংশ আরবীতে পেশ করতে চেয়েছিলেন বলে শুনা যায়। তাতেও নাকি তিনি জঘন্য ভুল করে বলেছিলেন। তিনি বলেন– كُلٌّ بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ তিনটি পদেরই শেষ অক্ষরে তিনি 'তানভীন' বিশিষ্ট দু'পেশ' পড়ে যান। অথচ তা হবে এভাবে–

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ; তার কথিত অর্থে ও মাহাত্ম্যে তো গরমিল ছিলই। '৮৭-এর তাফসীর-মাহফিলেও তিনি ঘটনাচক্রে একটা হাদীস বলে ফেলেন। এবারত তো পড়েননি। অর্থ বলতে গিয়ে হাদীস শরীফের মূল বক্তব্যকে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে ফেললেন। তিনি বলেন, *"একদা হুযূর (দঃ) সাহাবা কেরামকে নিয়ে বসে আছেন। তখন একজন অপরিচিত লোক আসলেন, যার সাথে ছিল মুসাফেরীর আলামত। তার জামা কাপড়েও ছিল ময়লা, ক্লান্তির ভাব ছিল। লোকটা হুযূর (দঃ)-এর সামনে বসে তাঁকে বললেন- বলুন, ঈমান কি? রিসালত কি? আখিরাত কি? তৌহীদ কাকে বলে?"* 'সাঈদীর ভাষায়, এ হাদীসটা নাকি মিশকাত শরীফের প্রারম্ভে আছে। অথচ উক্ত হাদীস শরীফটা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ
شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهٗ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ
اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ
وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِسْلَامِ قَالَ الْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكٰوةَ وَ
تَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا الخ

অর্থাৎ ঃ হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমরা একদিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহি আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ আমাদের সামনে একজন লোক আসলো। তাঁর পোষাক ছিল ধবধবে সাদা (পরিষ্কার), মাথার চুল ছিল গাঢ় কালো। তাঁর উপর মুসাফেরীর কোন আলামত ছিলনা। আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনতোনা। শেষ পর্যন্ত লোকটা নবী পাকের সামনে এমনভাবে বসে পড়লো যে, তাঁর হাঁটুযুগল হুযূর (দঃ)-এর পবিত্র হাঁটুদ্বয়গলের দিকে মিলিয়ে ছিল। উভয়ের হাতের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তালুদু'টু ছিল আপন আপন রানের উপর। আর লোকটা আরয করলো, "হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।" হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "ইসলাম হচ্ছে- তোমার এ মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল, নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং যদি সামর্থ্য থাকে তবে বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ্ব করবে।" লোকটি বললো- "আপনি সত্য বলেছেন। (আ- হাদীস) উল্লেখ্য, অতঃপর লোকটা ঈমান, ইহ্সান, ক্বিয়ামত অতঃপর ক্বিয়ামতের আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল।

মিশকাত শরীফ ঃ কিতাবুল ঈমান)

লক্ষ্য করুন! সাঈদী সাহেব উক্ত হাদীস শরীফটা কেমনভাবে বিকৃত করলেন। হাদীস শরীফ সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান থাকলেও কি তাঁর পক্ষে এমনটি সম্ভব হতো? তাছাড়া, আল্লাহ ও রসূল সম্পর্কে কতটুকু বেপরোয়া হলে জনসমক্ষে একজন লোকের পক্ষে এভাবে হাদীস বিকৃতকরণ সম্ভব? পবিত্র হাদীসের ভাষায়, হাদীস বিকৃত করা জাহান্নামে নিজ ঠিকানা করে নেয়ারই নামান্তর মাত্র।

****

মৌং সাঈদী ও আরবী ব্যাকরণ

'মৌং দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী তার সমর্থিত ভ্রান্ত মতবাদীদের বই-পুস্তকের বক্তব্য সুপরিকল্পিতভাবে পেশ করেন, আর তা বিশ্বাস করানোর জন্যই বেছে বেছে ক্বোরআনের আয়াত (প্রায়শঃ দেখে দেখে) পড়েন মাত্র। আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে বা অলংকার শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যে কতটুকু তা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলো থেকেই প্রমাণিত হয়ঃ

ক) সাঈদী সাহেব তাঁর বক্তব্যের এক পর্যায়ে পড়লেন-

وَنَادٰى اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ النَّارِ (الاٰية)

তিনি এ আয়াতের দু'টি জায়গায়ই اصحاب পদের শেষ অক্ষরে 'পেশ' পড়ে গেলেন। অথচ প্রথম স্থানের শেষাক্ষরে হবে 'পেশ' কর্তা হিসেবে আর দ্বিতীয়স্থানে শেষ অক্ষরে হবে- 'যবর' কর্ম হিসেবে। কিন্তু সাঈদী সাহেব উভয় স্থানেই ঐপদে ب তে 'পেশ' পড়ে উভয়টাকে 'কর্তা' করে দিলেন। (তাফসীর '৮৭ ঃ ২য় দিনের ক্যাসেট)

খ) সাঈদী সাহেব তাঁর বক্তব্যের এক পর্যায়ে বললেন- اَخَذَتْ (আখাযাত্)। আর তিনি এ ক্রিয়াপদটার অনুবাদ করলেন- 'আমি পাক্ড়াও করেছি।' অথচ ক্রিয়াপদটার অনুবাদ হয়- 'একজন স্ত্রীলোক পাকড়াও করেছে।' আরো মজার ব্যাপার যে, তিনি ক্রিয়াটা দ্বারা বলতে চেয়েছেন- 'আল্লাহ্ পাকড়াও করেছেন'।

হায়রে তৌহীদী জনতার মুফাস্সিরের অজ্ঞতা! শেষ পর্যন্ত শানে এলাহীতেও গোস্তাখী! লক্ষ্য করুন! যে লোকটা আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে মোটেই অবহিত নয়, না দেখে একটা আয়াত পড়তে কিংবা স্বীয় প্রচেষ্টায় একটা শব্দ বানাতে গিয়ে এমন জঘন্য ভুল করে বসে তাকে 'আন্তর্জাতিক মুফাস্সির' [illegible] কেমন মারাত্মক দুরভিসন্ধি!

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostafa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বলা বাহুল্য, পবিত্র ক্বোরআনের তাফসীর করার জন্য আরবী ব্যাকরণ, আরবী অলংকার শাস্ত্র ও আরবের পরিভাষা ইত্যাদিতেও দক্ষতা থাকা পূর্বশর্ত।

****

মৌং সাঈদী নবী করীম (দঃ) কে 'জ্ঞানী' বলে মানতেও নারায

এদিকে আবার মৌং সাঈদী নবী করীম (দঃ)কে 'জ্ঞানী' বলে মানতেও নারায!

মৌং সাঈদী বলেন, *"নবী করীম (দঃ) লেখা জানতেন না, পড়া জানতেন না। এমন কি নিজের দস্তখতটাও জানতেন না।"* (নাউযুবিল্লাহ্!)

(ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ (!) কর্তৃক প্রকাশিত 'মান্যিল' ও তাফসীর '৮৭-এর ১ম দিনের ক্যাসেট)

উক্ত 'মন্যিল'-এ এ প্রসঙ্গে সাঈদীর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়ঃ (তিনি বলেন), *হোদায়বিয়ার সন্ধিতে কাফিররা যখন বললো, "মুহাম্মদ যে আল্লাহ্র রসূল এটা আমরা মানিনা, তাই চুক্তিনামা থেকে 'রসূলুল্লাহ্' শব্দটা কেটে দাও।" তখন আল্লাহ্র নবী (দঃ) হযরত আলীকে ডেকে বললেন, "চুক্তি-নামাতে 'রসূলুল্লাহ্' শব্দটা কোথায় আছে আমাকে দেখিয়ে দাও! হযরত আলী (রাঃ) রসূল (দঃ)-কে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। তখন নবী করীম (দঃ) রসূলুল্লাহ্ শব্দটা নিজ হাতে কেটে দিলেন। এখান থেকে প্রমাণিত হয়, হুযূর (দঃ) লেখা জানতেন না, পড়া জানতেন না।" (তাফসীর '৮৬ ঃ প্রথম দিন ঃ মান্যিল)*

এটা মৌং সাঈদীর কেমন জঘন্য বক্তব্য! কোন কট্টর অমুসলিমের পক্ষেও কি এমন জঘন্য মন্তব্য করা সম্ভব হবে? আল্লাহ্র হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এটা কুফরী মন্তব্যতো বটে; কাণ্ডজ্ঞানহীনতাও। কারণ, বিশ্বের যে কোন ধর্মাবলম্বী ও যে কোন সম্প্রদায় মাত্রই নবী করীম (দঃ)-এর অসাধারণ ও নির্ভুল জ্ঞান সম্পর্কে শ্রদ্ধার সাথে যেখানে স্বীকার করছে সেখানে মুসলমানের নাম ধারণ করে, মুফাস্সিরে ক্বোরআনের খোলস পরে নবীর শানে এসে জঘন্য বেয়াদবী করা কোন মু'মিনের পক্ষে সম্ভব নয়। আরবের মুনাফিকরাই একমাত্র নবী পাকের ইল্ম সম্পর্কে এমন মন্তব্য করতো বলে তাফসীর গ্রন্থাবলীতে প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন মন্তব্য সাঈদী কর্তৃক রেসালতে অস্বীকার যে শুধু তাই নয়, পবিত্র ক্বোরআনকেও অস্বীকারের নামান্তর। কারণ; পবিত্র ক্বোরআন মজীদে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন– اَلرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۝ অর্থাৎ ঃ 'রহমানুর রহীম আল্লাহ্ তা'আলা খোদ্ তাঁর হাবীব (দঃ)কে পবিত্র ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।" ক্বোরআন কি? ক্বোরআন হচ্ছে– تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর নির্ভুল বিবরণ সম্বলিত কিতাব। এখানে লক্ষ্য করুন, খোদ্ আল্লাহ্ হচ্ছেন শিক্ষাদাতা আর হুযূর (দঃ) হলেন শিক্ষাগ্রহণকারী। পাঠ্য হচ্ছে প্রত্যেক বস্তুর বিবরণসম্বলিত পবিত্র ক্বোরআন মজীদ। তাছাড়া, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুযূর (দঃ)-এর মধ্যে সমস্ত নবীর বৈশিষ্ট্যেরই সমাবেশ ঘটেছে। এ কারণেই তিনি সাইয়্যেদুল মুরসালীম, সাইয়্যেদুল আম্বিয়া (নবী ও রসূলগণের সরদার)। সুতরাং হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا [এবং তিনি (আল্লাহ্) আদম (আলায়হিস্ সালাম)কে সমস্ত বস্তু সম্পর্কে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জ্ঞান দান করেছেন।] হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামকে লৌহবর্ম (زره) বানানো শিক্ষা দেয়া হয়েছে, হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-কে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে- (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ)। হযরত খিয্র (আঃ)-কে 'ইলমে লাদুন্নী' দান করা হয়েছে- وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا . আর হযরত য়ূসুফ (আলায়হিস্ সালাম)-কে স্বপ্ন ব্যাখ্যার জ্ঞান দান করা হয়েছে- وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ইত্যাদি। আল্লাহ্ পাক তাঁর মাহবূব (দঃ)-কে সমস্ত নবীর সব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন বলে পবিত্র ক্বোরআনে ঘোষণা করেছেন- فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ . । কবি এ আয়াতেরই ব্যাখ্যা দিয়ে লিখেছেন-

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری ÷ آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری ،

অর্থাৎ ঃ "হযরত য়ূসুফ (আলায়হিস্ সালাম)-এর সৌন্দর্য, হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর ফুঁক; হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর শুভ্রহস্ত, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনিও ধারণ করেন। মোটকথা, সমস্ত নবীর যত ধরণের বৈশিষ্ট্য রয়েছে সবকিছুর আপনি একাই অধিকারী।"

তদুপরি, আল্লাহ্ পাক তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন পবিত্র ক্বোরআন মজীদ, যা সর্বাপেক্ষা উত্তম কিতাব। তাঁকে পূর্ব ও পরবর্তী সব কিছুরই শিক্ষা দান করেছেন। যেমন এরশাদ করেন- وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ অর্থাৎ ঃ "এবং হে হাবীব! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনার জানা ছিলনা (বা যা কিছু জানেন না বলে মুনাফিকরা বলে বেড়াচ্ছে)।"

উল্লেখ্য, এ শিক্ষা তিনি (দঃ) গ্রহণ করেছেন সরাসরি। হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-এর মাধ্যমেও নয়। কারণ, হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) তো হাবীব ও মুহিব্বের মাঝখানে একজন বার্তাবাহক মাত্র। এমনকি হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) নিজেও জানতেন না ক্বোরআন-এর বহু রহস্য। তাফসীরে রুহুল বয়ানের প্রণেতা كٓهٰيٰعٓصٓ -এর তাফসীরে লিখেছেন- "হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) বললেন, " ك (কা-ফ)।" হুযূর (দঃ) বললেন, "আমি বুঝে গেছি।" অতঃপর জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) আরয করলেন, " ه (হা)।" হুযূর (দঃ) বললেন, "আমি বুঝে গেছি।" হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) আরয করলেন, " يا (ইয়া)! হুযূর বললেন, "আমি বুঝেছি।" হযরত জিব্রাইল (আলায়হিস্ সালাম) আরয করলেন, " ع (আইন)।" হুযূর (দঃ) এরশাদ করলেন, "আমি বুঝে গেছি।" হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) আরয করলেন, " ص (সোয়াদ)।" হুযূর (দঃ) বললেন, "আমি বুঝে গেছি।" হুযূর (দঃ)-এর জ্ঞানের এ অবস্থা দেখে খোদ্ জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালামও হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি আরয্ করলেন, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না আপনি যা বুঝলেন।"

মাওলানা রূমী (রহঃ) বলেন-

میانِ عاشق و معشوق رمزیست ÷ کراماً کاتبیں را ہم خبر نیست ،

অর্থাৎ ঃ "আশেক ও মা'শূক (আল্লাহ্ ও রসূল)-এর মধ্যে কী রহস্য ছিল তা 'কেরামান কাতেবীন' ফিরিশ্তাদেরও জানা ছিলনা।"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উল্লেখ্য যে, হুযূর (দঃ)কে আল্লাহ্ তা'আলা এ শিক্ষা দিয়েছেন 'আযাল' (ازل)-এর মধ্যে। অন্য ভাষায়- ازل (আযাল) ছিল তাঁর শিক্ষার সময়, আর তাঁর বরকতময় জীবদ্দশা ছিল তা প্রকাশের সময় মাত্র। (তাফসীরে রুহুল বয়ান)

তাফসীরে খাযিন ও খাযাইনুল ইরফানে উল্লেখ করা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন- خَلَقَ الْاِنْسَانَ অর্থাৎ ঃ "তিনি (আল্লাহ্) (ইন্সান)'-কে সৃষ্টি করেছেন।" এখানে 'ইনসান' মানে হুযূর (দঃ)-এর পবিত্র সত্তা। কারণ, আরবী অলংকার শাস্ত্র মোতাবেক যখন শব্দকে مطلق (সাধারণ ও শর্তহীনভাবে) উল্লেখ করা হয়, তখন সেটা দ্বারা فرد كامل (পূর্ণতম ব্যক্তি)-কেই বুঝানো হয়। আর ن ل س ١٤-এর 'পূর্ণতম ইনসান' হলেন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

আরো এরশাদ হয়েছে- عَلَّمَهُ الْبَيَانَ অর্থাৎ "তিনি তাঁকে 'বয়ান' শিক্ষা দিয়েছেন।" এখানে 'বয়ান' মানে সমস্ত مَاكَانَ وَمَا يَكُوْنُ (যা সৃষ্টি হয়েছে ও হবে) অর্থাৎ পূর্ব ও পরবর্তী সব ঘটনার জ্ঞান। সুতরাং আয়াতের অর্থ হচ্ছে- 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে সমস্ত কিছুর জ্ঞান দান করেছেন।' আর বাস্তবেও তাই।

বাকী রইলো, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়কার ঘটনা। মৌং সাঈদী হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-কে 'জ্ঞানহীন' বলে প্রমাণ করার অপচেষ্টা হিসাবে হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনাটাকে যেভাবে বর্ণনা করলেন তাও নিছক ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। এতেও তার নবী-বিদ্বেষ ও অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। কারণঃ-

প্রথমতঃ সাঈদীর বর্ণনাটাকে কিছুক্ষণের জন্য যদি মেনেও নেয়া হয় তবুও পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীসের অকাট্য প্রমাণাদির মোকাবেলায় তা কোন গ্রহণযোগ্য দলীল নয়; এমনকি কোন ইতিহাসবেত্তার কথাও নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ সাঈদী সাহেব এ প্রসঙ্গে যে ইতিহাস বর্ণনা করেছেন তা কতটুকু সঠিক তাও বিবেচনা করতে হবে। কারণ, যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থে ক্বোরআনের অপব্যাখ্যা দিতে পারেন অথবা ক্বোরআনের শব্দ ও অর্থগত বিকৃতি সাধন করা থেকেও মুক্ত নন, তার বিবৃত ইতিহাসও কতটুকু গ্রহণীয় বা বিশুদ্ধ হবে?

বস্তুতঃ সাঈদী সাহেবের বিবৃত ইতিহাসটাও সহীহ্ হাদীসের পরিপন্থী। সহীহ্ বোখারী শরীফ ঃ ২য় খণ্ড ঃ 'ওম্‌রাতুল কাযা' শীর্ষক অধ্যায়ে এ সম্পর্কে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করলে এবং নিম্নলিখিত প্রমাণাদির প্রতি লক্ষ্য করলে সাঈদীর ভ্রান্তি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবেঃ

এক) সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত বারা' ইবনে আযিব (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

اِعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ فَاَبٰى
اَهْلُ مَكَّةَ اَنْ يَدَعُوْهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتّٰى قَاضَاهُمْ عَلٰى اَنْ يُقِيْمَ بِهَا
ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوْا هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالُوْا
لَا نُقِرُّ بِهٰذَا لَوْ نَعْلَمُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَاتَّبَعْنَاكَ شَيْئًا وَلٰكِنْ اَنْتَ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alaihi Wasallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ اُمْحُ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ عَلِيٌّ لَا وَاللّٰهِ لَا اَمْحُوْكَ اَبَدًا فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هٰذَا مَا قَاضٰى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ (الحديث)

অর্থাৎ ঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) জিলক্বদ মাসে ওমরাহ করতে গিয়েছিলেন। অতঃপর মক্কাবাসী তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে রাজী ছিলনা যতক্ষণ না তিনি তাদের সাথে এ মর্মে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন যে, তিনি সেখানে (মক্কায়) তিন দিনের অধিক অবস্থান করবেন না। অতঃপর যখন সন্ধিপত্র লিখার উপর ঐকমত্য হলো তখন তাঁরা লিখলেন- 'এতদ্বারা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (আল্লাহ্র রসূল মুহাম্মদ) আমাদের সাথে সন্ধি করলেন.....।" অতঃপর মক্কার কাফিররা বললো, "আমরা এটা মানিনা। কারণ, যদি আমরা আপনাকে আল্লাহ্র রসূল হিসেবে মেনে নিয়ে থাকি তাহলে আমরা আপনাকে তো সামান্যতম বাধাও দিতাম না, বরং আপনি হলেন- 'মুহাম্মদ ইবনে আব্দিল্লাহ্' (আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদ)। সুতরাং এটাই লিখতে হবে।" তখন হুযূর (দঃ) বললেন, "আমি আল্লাহ্র রসূল এবং আমি আবদুল্লাহ্র পুত্র"। অতঃপর হুযূর (দঃ) হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আন্হু)-কে বললেন, "রসূলুল্লাহ্' শব্দটা কেটে দাও!" হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) আরয্ করলেন, "না, আল্লাহ্রই শপথ! আমি আপনার এ গুণবাচক নাম কাটতে পারবো না।" অতঃপর হুযূর (দঃ) উক্ত চুক্তিপত্রখানা হাতে নিলেন; অথচ তিনি সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখতেন না। অতঃপর লিখলেন-

هٰذَا مَا قَاضٰى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ অর্থাৎ ঃ "এতদ্বারা চুক্তি করলেন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ .....।" (আল-হাদীস)

দুই) বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারী আল্লামা কিরমানী লিখেছেন, যদি প্রশ্ন করা হয় যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) তো দুনিয়ার কোন ওস্তাদের নিকট লিখন শিখেননি। এ কারণে তিনি "আন্নবীয়্যুল উম্মী' নামে অভিহিত। সুতরাং তিনি লিখলেন কী করে?"

তবে এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলবো, "এখানে 'উম্মী' মানে- 'তিনি সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখতেন না।' অথবা তাঁর এ লেখাটা হচ্ছে- তাঁর মু'জিযা।" (বোখারী শরীফ ঃ ২য় খণ্ড ঃ ৬১০ পৃষ্ঠা)

তিন) আর না লিখাটাও ছিল তাঁর সমুন্নত মর্যাদার পরিচায়ক। কারণ, তিনিতো নির্দেশদাতা।

চার) সুতরাং এতে বুঝা গেল যে, হুযূর (দঃ) লিখাও জানতেন। আর মৌং সাঈদীর উদ্ভট মতে, যদি 'আমাকে দেখিয়ে দাও!' কথাটা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর লেখা না জানার প্রমাণ হয় তাহলে অফিস-আদালতে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদেরকেও মূর্খ বলতে হবে। কারণ, তাঁরাও তো প্রায়শঃ বিশেষ করে যখন সময় স্বল্প হয় তখন তাঁদের অধীনস্থ কর্মকর্তাদেরকে, যারা তাঁর দ্বারা কিছু লেখাতে চান, এমনই বলে থাকেন,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"দেখাও! কোথায় লিখতে হবে?" ইত্যাদি। তাছাড়া, কোন লিখা কেটে দেয়াও লিখতে জানার প্রমাণ।

পাঁচ) সর্বোপরি, নবী করীম (দঃ) যে লিখতে জানতেন সে সম্পর্কে আল্লামা খরপূতী (রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি) 'ক্বসীদা-ই-বোরদাহ্ শরীফের শ্লোক- وَوَاقِفُوْنَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمْ -এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

وَفِي حَدِيْثٍ يُرْوٰى عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ اَلْقِ الدَّوَاةَ وَحَرِّفِ الْقَلَمَ وَاَقِمِ الْبَاءَ وَفَرِّقِ السِّيْنَ وَلَا تُعَوِّرِ الْمِيْمَ مَعَ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكْتُبْ وَلَمْ يَقْرَأْ مِنْ كِتَابِ الْاَوَّلِيْنَ ۔

অর্থাৎ ঃ হযরত আমীর মু'আবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে হাদীস বর্ণিত, তিনি হুযূর (দঃ)-এর সামনে (ওহী) লিখতেন। অতঃপর হুযূর (দঃ) তাঁকে অক্ষর লিখার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে এরশাদ করেন- "দোয়াত এভাবে রাখ, কলম এভাবে ঘুরাও ' ب ' কে এভাবে সোজা করে লিখ, 'সীন'কে পৃথক কর। আর 'মীম' (م) কে বাঁকা করোনা।" অথচ, হুযূর (দঃ) কোন কাতিবের নিকট লেখা শিখেননি, আর কোন পুরাকালীন কিতাব থেকেও তা পড়েন নি। (সুবহানাল্লাহ্)

ছয়) তফসীরে 'রুহুল বয়ানে' আয়াত لَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ -এর ব্যাখ্যায় লিখা হয়-

كَانَ عليه السلام يعلم الخطوط ويخبرُ عنها

অর্থাৎ "হুযূর (দঃ) লিখা জানতেন, এবং অক্ষর লিখার পদ্ধতি বলে দিতেন।"

কিন্তু এতদসত্ত্বেও নবী করীম (দঃ) কেন লেখতেন না সে সম্পর্কে খোদ্ কোরআন করীমে এরশাদ হচ্ছে- وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتَابٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝ (سورۂ عنکبوت: رکوع ۵)

অর্থাৎ ঃ "এর পূর্বে (নবূয়ত প্রকাশের পূর্বে) হে হাবীব, আপনি না কোন কিতাব পড়তেন এবং না নিজ হাতে কোন কিছু লিখতেন। যদি তা করতেন তবে বাতিলপন্থীরা নিশ্চয়ই সন্দেহ করতো (যে, এটা আল্লাহ্র বাণী নয়, আপনার রচিত কোন কিতাব)।

(সূরা আনকাবূতঃ ৫ম রুকূ')

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ লিখেছেন, "এ আয়াতে হুযূর (দঃ)-এর একটা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে- 'হে মাহবুব (আঃ)! আরববাসীরা আপনার শৈশব এবং আপনার নবূয়ত প্রকাশের পূর্ববর্তী অবস্থাদি সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত আছে যে, আপনি নবূয়তের পূর্বে কখনো না কিছু লিখতেন, না কখনো কোন বই পড়তেন। এমনকি কখনো কোন জ্ঞানীজনের সঙ্গও অবলম্বন করেননি। অতঃপর সেই পবিত্র মুখ থেকে এমন বে-নজীর কালাম উচ্চারিত হওয়া, আর এমন হিকমতপূর্ণ বাণী নিঃসৃত হওয়া, বিশ্বে যার কোন নজীর পাওয়া যায়না, এটা একথা মেনে নেয়ার জন্য যথেষ্ট যে, আপনি একজন সত্য নবী আর এ কোরআন হচ্ছে- আল্লাহ্র কালাম। যদি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পূর্বে আপনি লিখাপড়ায় মগ্ন হতেন তাহলে দু'ভাবে বাতিলরা আপনার প্রতি সন্দেহ করতোঃ এক) কিতাবীরা বলে বেড়াতো যে, তাদের কিতাবে শেষ যমানার নবীর পরিচয় দেয়া হয়েছে যে, তিনি 'উম্মী' হবেন; কোন পার্থিব ওস্তাদের নিকট লিখাপড়া করবেন না, কোন বই পুস্তক পড়বেন না। অথচ ইনিতো লেখাপড়ায় মশগুল রয়েছেন। কাজেই, তিনি শেষ যমানার নবী নন। দুই) আরবের মুশরিকরা একথা বলবে যে, যেহেতু শৈশব থেকে তিনি লিখাপড়ায় মগ্ন থাকতেন, ইতিহাস গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করতেন এবং জ্ঞানীদের সঙ্গ পেয়েছেন, সেহেতু তিনি সে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং হিকমতের কথাবার্তা, যা তিনি কিতাবাদিতে পেয়েছেন কিংবা জ্ঞানীদের মুখে শুনেছেন তা-ই বর্ণনা করছেন। আর সেসব কথাবার্তার নাম দিচ্ছেন 'ক্বোরআন'। এখন যেহেতু লিখাপড়ার কোন ব্যস্ততা আপনার মধ্যে নেই, সেহেতু তাদের আর কোন প্রকার সন্দেহ করার অবকাশ থাকেনি। অর্থাৎ এভাবে লেখাপড়া না করেও ক্বোরআন মজীদ পড়া এবং মানুষের নিকট তা পৌছানো তাঁর সত্যতা ও নবী হওয়ারই অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ। বস্তুতঃ হুযূর (দঃ) পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাব সম্পর্কেও পুংখানুপুংখরূপে জ্ঞাত ছিলেন। আর তিনি ভাল করে জানতেন, উক্ত কিতাবাদির প্রকৃত বক্তব্য কি আর কোথায় কি বিকৃত করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন- يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۚ

অর্থাৎ ঃ "হে কিতাবীগণ! নিশ্চয় তোমাদের নিকট আমার রসূল তোমাদের এমন অনেক কথার বর্ণনাকারীরূপে তাশরীফ এনেছেন, যেগুলো তোমরা কিতাব থেকে গোপন করেছ এবং অনেক কিছুকে উপেক্ষা বা রদ্দকারীরূপে (তাশরীফ এনেছেন)।"

এখানে আরো লক্ষ্যণীয় যে, তাফসীরে রুহুল বয়ানে এ প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয় যে, 'লিখা'র জ্ঞান সাধারণ মানুষের পূর্ণতা বটে। যেমন- ক্বোরআন মজিদে এরশাদ করা হয়- عَلَّمَ بِالْقَلَمِ অর্থাৎঃ "আল্লাহ্ তা'আলা কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন।" কিন্তু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর বেলায় 'না লেখাকেই' তাঁর পূর্ণতা সাব্যস্ত করা হলো কেন? এর জবাবে বলা যায়-

ক) 'লিখন' সাধারণ মানুষের পূর্ণতা এ জন্যই সাব্যস্ত করা হয় যে, মানুষ ভুলে যায়, ভুল করে। কলম দ্বারা সে ভুল থেকে বাঁচতে পারে। যেমন প্রবাদ আছে- "কলম হচ্ছে ইলমের বন্দীশালা।" কিন্তু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর পূর্ণতা হচ্ছে, 'তিনি লিখতেন না।' কারণ, তিনি ভুলতেন না। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী। অথচ তিনি সমস্ত ইল্ম তাঁর স্মৃতিপটেই সংরক্ষণ করেছেন, বইয়ের পাতায় নয়। সুতরাং পবিত্র ক্বোরআন এরশাদ করছে- إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

অর্থাৎ ঃ "হে মাহবুব! যে সমস্ত আয়াত আপনার উপর নাযিল হয় সেগুলো আপনার স্মৃতিপট থেকে বিস্মৃত হবার কথা আপনি কল্পনাও করবেন না। সেগুলোকে আপনার পবিত্র স্মৃতিপটে একত্রিত করা আর আপনার পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত করা আমারই বদান্যতার দায়িত্বে রইলো।" অনুরূপভাবে, আপনি যদি লেখা-পড়ায় মশগুল হতেন, তবে কেউ কেউ বলতো, "পুরানা কিতাবাদির বিষয়বস্তু মুখস্ত করে আপনি ক্বোরআনের নামে পড়ে শুনাচ্ছেন।"

খ) সাধারণতঃ লিখার সময় লিখকের কলমের ছায়া তার অক্ষরের উপর পতিত হয়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সম্ভবতঃ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এটা পছন্দ করতেন না যে, 'কখনো তাঁর প্রতিপালকের যিক্‌রের উপর তাঁর কলমের ছায়া পড়ুক। অর্থাৎ 'আমার কলম হবে উপরে, আর আমার প্রতিপালকের নামের অক্ষরগুলো থাকবে নীচে!' এটা তাঁর পছন্দনীয় ছিলনা। এ কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ পুরস্কার দেয়া হলো যে, 'যেহেতু, হে হাবীব! আপনি চান না যে, 'আমার নামের অক্ষরের উপর আপনার কলমের ছায়া পড়ুক; কাজেই, আমিও চাইনা যে, আপনার নূরানী শরীরের ছায়ার উপর কারো কদম পড়ুক।' সুতরাং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর ছায়াই তিনি (আল্লাহ্) রাখেননি। আর আমি এটাও চাই না যে, আপনার পবিত্র আওয়াজ অপেক্ষা কারো কণ্ঠস্বর উঁচু হোক, এ কারণে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (الاية)

অর্থাৎ ঃ "হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর নবীর পবিত্র কণ্ঠস্বর অপেক্ষা উঁচু করোনা।" (তাফসীরে রূহুল বয়ান)

এ থেকে বুঝা গেল যে, হুযূর (দঃ) লেখা জানতেন, কিন্তু না লিখাটা ছিল তাঁর পূর্ণতা এবং বিভিন্ন হিকমতের কারণেই। তা হচ্ছে– তিনি লিখলে বাতিলপন্থীরা বিভিন্ন সন্দেহের বশীভূত হবে।

সাত) সহীহ্ বোখারী শরীফে 'হাদীসে ক্বিরতাস'-এর মধ্যে বর্ণিত হয়; হুযূর (দঃ) তাঁর ওফাতের পূর্বে সাহাবা কেরামকে ডেকে এরশাদ করেছিলেন–

اِيْتُوْنِىْ بِكِتٰبٍ اَكْتُبْ لَكُمْ بِكِتٰبٍ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدِىْ اَبَدًا .

অর্থাৎ ঃ "আমার নিকট কাগজ আন, 'আমি এমন কিছু লেখে দেই, যাতে তোমরা আমার পরে কখনো পথভ্রষ্ট না হও।"

অতএব, প্রমাণিত হলো যে, হুযূর (দঃ) 'লিখা জানতেন'। কিন্তু বিভিন্ন হিকমতের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লিখতেন না। লিখবেনও কি জন্য? তাঁর বই-খাতার পাতা হচ্ছে– 'লওহে মাহফূয্', তাঁর কলম হচ্ছে সর্বোচ্চ 'কলম'। কাজেই, এ দুনিয়াবী কলমের প্রয়োজনই বা কি? (রূহুল বয়ান)

আট) যুক্তির নিরিখে পর্যালোচনা করলেও এ সত্যটা বেরিয়ে আসবে যে, হুযূর (দঃ)-লিখা জানতেন। কারণ, তিনি হলেন নবীকূল সরদার তথা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। কাজেই, অন্যসব নবীর গুণাবলী তাঁর মধ্যে থাকা স্বাভাবিক। পবিত্র ক্বোরআনও তা ঘোষণা করছে–فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

তাফসীরে রূহুল বয়ানে আছে– পৃথিবীর সর্বপ্রথম লেখক হলেন হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)। তিনি আরবী, ফার্সী, হিব্রু, রোমান, কিব্‌তী, বার্বারী, স্পেনীয়, হিন্দী ও চীনা ইত্যাদি ভাষায় মাটিতে লিখতেন। অতঃপর এসব ভাষা তাঁর বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং হযরত ইসমাঈল (আঃ) আরবী ভাষায় লিখতেন। কারণ, আরবীয়রা তাঁরই বংশজাত। অবশ্য, হযরত ইদ্রীস (আলায়হিস্ সালাম) 'সর্বপ্রথম লেখক' মর্মে যেসব 'বর্ণনা' এসেছে সেগুলোর অর্থ হচ্ছে– তিনি সর্বপ্রথম 'ইলমে জোফর' লিখেছেন; অন্যভাষার অক্ষর নয়। সুতরাং হুযূর (দঃ)-এর মধ্যে 'লিখন জ্ঞান' থাকা স্বাভাবিক।

মৌলভী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এতদ্‌সত্ত্বেও নবী পাক (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) 'লেখা ও পড়া' কোনটাই জানতেন না বলে জোর গলায় জনসমক্ষে বলার ধৃষ্টতা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কিভাবে প্রদর্শন করতে পারলেন তা আমার প্রশ্ন! বস্তুতঃ এসব মূর্খসুলভ ও গোমরাহীপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকানো হচ্ছে। তাই প্রত্যেকের সজাগ হওয়া উচিত।

****

মৌং সাঈদী সাহেব 'আক্বীদা'র গুরুত্বে বিশ্বাসী নন

ইসলামের দু'টি দিক– 'আক্বীদা' ও 'আমল'। আমলের বিশুদ্ধি নির্ভর করে আক্বীদার বিশুদ্ধির উপর। এ কারণে যতক্ষণ পর্যন্ত কারো ঈমান বিশুদ্ধ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোন আমল আল্লাহ্‌র দরবারে মাকবূল নয়। আক্বীদা ভ্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ 'ঈমান'-এর দাবী করে, আমলও করে মুসলমানদের ন্যায়, তাহলে তাকে ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় 'মুনাফিক'। (আক্বাইদ গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য)

কিন্তু মৌং সাঈদী আক্বীদার কোন গুরুত্বই স্বীকার করেন না। তিনি তাঁর '৮৭ সালের তাফসীর (?) মাহফিলের তৃতীয় দিনের বক্তব্যের এক পর্যায়ে বলেন–

"আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন; আক্বীদা সম্পর্কে কোন প্রকার জবাবদিহি করতে হবেনা।"

তিনি আরো বলেন–

"কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন না– তুমি ওহাবী, না সুন্নী; নবী (দঃ) নূরের তৈরী, না মাটির তৈরী; মানুষ, না ফিরিশ্‌তা; 'দোয়াল্লীন' না 'যোয়াল্লীন' পড়েছিলে। এ ধরণের কোন প্রশ্নই করবেন না।" (মান্‌যিল ঃ ৪র্থ দিন)

এ বক্তব্য দু'টিই মৌং সাঈদীর মনগড়া ও নিজেদের বাতিল আক্বীদাকে বৈধ করে নেয়ার ফন্দি মাত্র। কারণ, সাঈদী সাহেব যেই মওদুদী জমায়াতের 'মজলিসে শূরা'-এর সদস্য সেই জমায়াতে ইসলামীকে মুসলিম সমাজ প্রত্যাখ্যান করার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে– তাদের বাতিল আক্বীদা। তাই মৌং সাঈদী জমায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক নির্দেশে আক্বীদার গুরুত্বটাকে খাটো করে দেখিয়ে নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের তদবীর স্বরূপ এ ধরণের বিভ্রান্তিকর বক্তব্য রেখেছেন। বস্তুতঃ ইসলাম সর্বপ্রথম আক্বীদার উপরই গুরুত্ব দিয়েছে এবং আমলের বিশুদ্ধির জন্য আক্বীদার বিশুদ্ধি অর্জনকে পূর্বশর্ত সাব্যস্ত করেছে। যেমনঃ–

এক) আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআন পাকের প্রথম দিকেই এরশাদ করেন– هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ

অর্থাৎ ঃ "(পবিত্র ক্বোরআন) মুত্তাক্বীদের জন্য হিদায়ত। মুত্তাক্বী হচ্ছে তারাই, যারা না দেখে ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে ও আমার প্রদত্ত বস্তু থেকে আমার রাস্তায় ব্যয় করে।"

এখানে দেখুন! আল্লাহ্ পাক প্রথমে 'ঈমান' তথা আক্বীদার কথা বলছেন, অতঃপর আমলের কথা এরশাদ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুই) হাদীস শরীফে এরশাদ হচ্ছে– بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ قَوْلِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ

অর্থাৎ ঃ "ইসলামের বুনিয়াদ স্থাপিত পাঁচটি বস্তুর উপরঃ ১) একথা বলা, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এ মর্মে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রসূল (অর্থাৎ ঈমান আনা), ২) নামায কায়েম করা, ৩) যাকাত প্রদান করা, ৪) রমযানের রোযাসমূহ পালন করা এবং ৫) হজ্ব পালন করা।

এখানেও প্রথমে আক্বীদার কথা; পরে আমল।

তিন) ইবনে মাজাহ্ শরীফে আছে– وَعَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ الْإِيمَانَ (ابن ماجه)

অর্থাৎ ঃ "হযরত জুনদাব ইবনে আবদিল্লাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবীপাকের সাথে ছিলাম, আমরা ছিলাম কমবয়স্ক ছেলে । আমরা ক্বোরআন শিক্ষার পূর্বে ঈমান (আক্বীদা) শিখ্তাম।"

সুতরাং বুঝা গেল, আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম আক্বীদার কথাই জিজ্ঞাসা করবেন। পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীসে এ মর্মে আরো বহু প্রমাণ বিদ্যমান।

মৌং সাঈদী তথা জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা কোন্ স্বার্থে ইসলামের মৌলিক বিষয়াদিকে বিকৃত করে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না?

আর যদি ক্বিয়ামতের ময়দানে ওহাবী কিনা সুন্নী– সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা না হয়, তা হলে আল্লাহ্র হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) বাতিল পন্থীদের সম্পর্কে কেন এ নির্দেশ দিয়েছেন– إِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ

অর্থাৎ ঃ "তোমরা, উক্ত সব বাতিল পন্থীদের নিকটে যেওনা, তাদেরকেও তোমাদের নিকটে আসতে দিওনা!" আর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) তো ক্বোরআনের ভাষায়, নূরের তৈরী। পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীসের ভাষায়, কাফিরগণই তাঁকে নিছক মাটির মানুষ বলে ডাকতো। পবিত্র ক্বোরআনেই তো এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাঁর কোন রসূলকে ফেরেশতা হিসেবে প্রেরণ করেননি। এখন নবী করীম (দঃ)-কে নূরের না বলে, মক্কার মুশরিকগণ ও গোলাম আযমের ন্যায় নিছক মাটির তৈরী বলে বেড়ালেও কি ক্বিয়ামতে সে সম্পর্কে কোন জবাবদিহি করতে হবে না? পবিত্র ক্বোরআনকে অস্বীকার করাও কি 'মওদুদীর ইসলামে' জায়েয আছে? না মওদুদী ও গোলাম আযমের ভ্রান্তিকে ঢাকা দেয়ার এটা অন্যতম তদবীর?

পবিত্র ক্বোরআনের আয়াত হচ্ছে– غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

ক্বোরআনের শব্দগুলো ও অক্ষরগুলোকে যথাযথভাবে উচ্চারণ করার জন্য খোদ্ আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন– وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ; এ নির্দেশকে অমান্য করে, 'দোয়াল্লীন' এর স্থলে 'যোয়াল্লীন' পড়ে পবিত্র ক্বোরআনকে বিকৃত করে দিলেও কি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wasallam)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ক্বিয়ামতে জবাবদিহি করতে হবেনা? সাইদী সাহেব কি এ বক্তব্য দ্বারা তাঁর মনগড়া তাফসীর ও ক্বোরআনে বিকৃতি সাধন করাকে বৈধ করতে চান? ইহুদী ও খৃষ্টানরাই তো আসমানী কিতাবদির মধ্যে বিকৃতি সাধন করতো? সাঈদী কি নিজেকে আমলের দিক দিয়েও 'ইহুদীদের পর্যায়ভুক্ত' বলে প্রমাণিত করলেন? (আল্লাহ্‌র পানাহ্!)

****

মৌং সাঈদীর বাক চাতুরী

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে, সাঈদী যেসব বক্তব্য পেশ করলেন তন্মধ্যে প্রায় সব বক্তব্যই হয়ত তার মনগড়া, নতুবা জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা ভ্রান্ত মওদুদীর বিকৃত মতবাদ কিংবা ইবনে তাইমিয়া, ইবনে আবদুল ওহাব নজদী, মু'তাযিলা ইত্যাদি ভ্রান্ত মতবাদীবৃন্দ, এমনকি ইহুদীদের বাতিল মতবাদ কিংবা কার্যকলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সাঈদী সাহেব তার বক্তব্যের কোথাও সেসব ভ্রান্তের উক্তি কিংবা পুস্তকাদির কোন উদ্ধৃতি উল্লেখ করেননি; বরং সবকটিকেই কখনো তাফসীরের নামে এবং কখনো ইসলামী ওয়াজের আবরণে পূতপবিত্র ইসলামের নামে চালিয়ে দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন।

যেসব মতবাদকে বর্তমানে বিশ্বের মুসলিম সমাজ প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হচ্ছে, ধিক্কার দিচ্ছে সে সব মতবাদ ও মতবাদীদের ভ্রান্ত চিন্তাধারাকে এদেশে সুকৌশলে প্রচার করার জন, বিশেষকরে জমায়াতে ইসলামীর লোকেরা আদাজল খেয়ে লেগেছে। সাঈদী সাহেব তাদেরই ট্রেনিংপ্রাপ্ত একজন প্রচারক। ধর্মীয় সঠিক জ্ঞানশূন্য, কণ্ঠসর্বস্ব এ লোকটা বাকচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে এদেশে সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে জমায়াত ও তার অঙ্গদলগুলোর ছত্রছায়ায় ধোকা দিয়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ হাদীস শরীফে 'আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আত' ব্যতীত অন্য সব মতবাদকে ভ্রান্ত ও জাহান্নামী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মওদুদী মতবাদ সে সব ভ্রান্ত মতবাদের অন্যতম। সুতরাং ভ্রান্তদের থেকে দূরে থাকার জন্য হাদীস শরীফের নির্দেশ–

إِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ এদের বেলায়ও প্রযোজ্য। বাংলাদেশেও সুন্নী ওলামা কেরাম ও হক্কানী পীর-মশাইখ তাই মুসলমানদের মধ্যে সেই ঈমানী দায়িত্বানুভূতিকে জাগ্রত করে থাকেন; অর্থাৎ তাদেরকে ভ্রান্ত মতবাদীদের থেকে বিরত থাকার জন্য নসীহত-আহ্বান করে থাকেন। কিন্তু জমায়াতে ইসলামীর মজলিশে শুরার সদস্য মৌং দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী নির্লজ্জভাবে নিজেদের সেই ভ্রান্তিকে ঢাকা দেয়ার জন্য, জমায়াত এবং তার অঙ্গ সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ডকে সারাসরি 'ইসলামী আন্দোলন' হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। আর এদের বিরোধিতারই কারণে পীর-মশাইখ এবং সুন্নী ওলামা কেরামকে 'ইসলামী আন্দোলন-এরই বিরোধিতাকারী'রূপে আখ্যায়িত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পীর মশাইখের নাকি সৎসাহস নেই।' তা যদি সত্য হয় তবে কি ওহাবী ও মওদুদী-মতবাদী তথা বাতিলের বিরুদ্ধে কথা বলা সৎসাহসের পরিচয় নয়? আর পীর-মাশাইখ কর্তৃক কোন পাপীকে তাঁদের দরবার থেকে সরাসরি তাড়িয়ে না দিয়ে ক্রমান্বয়ে হিদায়ত গ্রহণ করার সুযোগ দেয়াতো পবিত্র ক্বোরআন সম্মতই। যেমন এরশাদ হচ্ছে–

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wasallam)

اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ "মানুষকে তোমার প্রতিপালকের দিকে হিকমত ও সুন্দর নসীহতের মাধ্যমে আহ্বান কর!"

লিয়াকত-হালীম প্রমূখের হত্যাকারী, নিজেদের ওস্তাদকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মারধরকারীদের মত বহু জঘন্য পাপী ও অপরাধীকে বহিষ্কার কিংবা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করে জমায়াতীরাতো তাঁদের তথাকথিত সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেননি? বরং তা না করে জোর-জুলুম ও ফিৎনা-ফ্যাসাদকেই কি তাঁরা বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করছে না? মৌং সাঈদী তাঁর তথাকথিত তাফসীর মাহফিলের নামে এ ধরণের ঘৃণ্য মতবাদ কায়েম করার অপচেষ্টার পাশাপাশি এটাও চান যে, পীর-মাখাইখ্ ও সুন্নী ওলামা কেরাম নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে পবিত্র হাদীসের ভাষায় 'বোবা শয়তান' হয়ে থাকুক! আর অপরদিকে জমায়াতীরা এদেশের সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে অনায়াসে তাদের দলে ভিড়িয়ে গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট করে ছাড়ুক! এটা অন্য কোথাও সম্ভবপর হলেও সাচ্চা সুন্নী মুসলমানদের দেশ বাংলাদেশে সম্ভবপর হবেনা। ইন্শাআল্লাহ্!

****

সাঈদীর অপরিপক্ক সহকারীর কাণ্ড

কলেজিয়েট স্কুল ময়দানে আয়োজিত জমায়াতীদের তাফসীর মাহফিল '৮৭তে সাঈদী সাহেব ছাড়াও আরো তিনজন 'এডিশনাল মুফাস্সির' রাখা হয়। তন্মধ্যে একজন মুফাস্সিরের বক্তব্য সাঈদীর সম্পূর্ণ বিপক্ষে চলে যায়। সাঈদী সাহেব মাহফিলের দ্বিতীয় দিনে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর শাফা'আতকে অস্বীকার করে ভ্রান্ত মু'তাযিলা মতবাদ প্রচার করে শ্রোতাদের একাংশের পরিকল্পিত না'রা-শ্লোগানের মাধ্যমে বাহ্বা কুঁড়ালেন! কিন্তু পরদিন উক্ত এডিশনালদের একজন বক্তব্য রাখতে গিয়ে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-এর শাফা'আতকে স্বীকার করে ফেললেন। শুধু তাই নয়, তিনি শহীদান ও ওলামায়ে কেরাম প্রমুখের 'শাফা'আত'কে পর্যন্ত ক্বিয়ামতে কার্যকর বলে স্বীকার করলেন। সেই 'এডিশনাল' হলেন জনৈক মৌং ছিফাতুল্লাহ্।

****

মৌং সাঈদীর আরেক সহকারী

পবিত্র ক্বোরআন-হাদীসকে উপেক্ষা করে জমায়াতে ইসলামীর বর্তমান আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)-কে নিছক মাটির মানুষ বলে আখ্যায়িত করে ভ্রান্তির চরম পারাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। আর এ ভ্রান্ত আক্বীদাকে সমর্থন করে সাঈদীর অপর এক সহকারী সরাসরি পত্রিকায় প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেছেন, *"যারা নবী পাককে মাটির মানুষ বলে বিশ্বাস করে না তারা ভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।"* অথচ এটা হচ্ছে নবী পাকের সরাসরি মর্যাদাহানিকর বক্তব্য। এসব বেয়াদবের সম্পর্কে তাফসীরে সাভীতে উল্লেখ করা হয়–

مَنِ اسْتَخَفَّ بِجَنَابِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَافِرٌ مَلْعُوْنٌ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ ঃ "যারা নবী পাকের মর্যাদাকে খাটো করে দেখে বা দেখায় তারা কাফির, দুনিয়া ও আখিরাতে 'মালউন' বা অভিশপ্ত"। (আল্লাহ্‌র পানাহ্!)

****

সাঈদীর সাহেবের সমর্থক তথাকথিত পীর

সাঈদী সাহেব যেই মওদুদী জমায়াতের মজলিশে শুরার সদস্য, সেই মওদুদী-জামায়াত হচ্ছে পীর-মুরিদী সিলসিলার বিরোধী আক্বিদায় বিশ্বাসী। বিশেষতঃ এ কারণেও দেশ বিখ্যাত হক্কানী পীর-মশাইখ সকলেই মওদুদী জমায়াতের বিরোধী। তদুপরি, মওদুদী এবং সাঈদী উভয়েরই ইসলাম সম্পর্কে কোন প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রী ও ইলম না থাকা সত্ত্বেও তারা ইসলামের কথা বলে নানা ধরণের বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই হক্কানী আলেমগণ ও পীর-মাশাইখ মওদুদী জমায়াত থেকে নিজেরাও দূরে সরে থাকেন এবং তাঁদের ভক্ত-মুরীদান এবং মুসলিম সমাজকে তাদের থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়ে থাকেন। কারণ, তাঁরা যদি নিজেরাই ভ্রান্ত মতবাদ সমর্থন করে বসেন, তবে মানুষকে হিদায়ত করার প্রশ্নই আসেনা। কিন্তু আমাদের চট্টগ্রামে এমন একজন 'পীর সাহেব' (?) আছেন, যিনি নির্বিচারে 'জমায়াতে ইসলামীর' ভ্রান্ত মতবাদকে সমর্থন করেন। সাঈদীর মনগড়া বক্তব্য, ক্বোরআনের মনগড়া তাফসীর, বিভ্রান্তিকর বক্তৃতা এবং প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ও অন্যান্য নবীগণ (আঃ)-এর শানে জঘন্য বেয়াদবীপূর্ণ মন্তব্য ইত্যাদিকে শুধু সমর্থন করেন না, বরং জমায়াতে ইসলামীর অঙ্গসংগঠন 'ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ' কর্তৃক আয়োজিত তথাকথিত 'তাফসীরুল ক্বোরআন মাহফিলে' সাঈদীর মনগড়া তাফসীরের উদ্বোধন করেন ও উপস্থিত থাকেন। সবচেয়ে মজার বিষয় যে, এ পীর সাহেব যে মাহফিল উদ্বোধন করেন, সে মাহফিলেই পীর-মশাইখকে কটাক্ষ করা হয়। আর সেই পীর সাহেব নীরবে তা শুনে যান এবং মুরীদান ও পরিবার-পরিজনকে নসীহত (!) করেন যেন সে গালিগালাজ ও সমালোচনাকে তারা আর্শীবাদ হিসেবে গ্রহণ করে যায়। সেই পীর সাহেবের নতুন পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। কারণ, তিনি একজন চিহ্নিত লোক। প্রায় প্রতি বছর তাফসীর মাহফিলে (?) তাঁর উপস্থিতি গোপন থাকার কথা ও নয়।

উল্লেখ্য, কোন পীরবেশী লোককে যদি মওদুদী-জমায়াতকে সমর্থন করতে দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে যে, লোকটি আসলে পীর নয়; বরং এ ক্ষেত্রে চরম বিভ্রান্তির নায়ক।

****

শেষ পর্যন্ত মৌং সাঈদী 'শবে বরাত'-কে অস্বীকার করলো

মুসলমান মাত্রই একথা জানেন যে, আল্লাহ্ পাক বছরে এমন কতিপয় রাত রেখেছেন, যেগুলোর মধ্যে সারারাত জাগ্রত রয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী, ক্বোরআন তেলাওয়াত, দরূদ শরীফ পাঠ, যিক্‌র-আযকার, ক্বেয়াম-মীলাদ, যিয়াফত, যিয়ারত, দান-খয়রাত, বিগত জীবনের গুণাহ্‌র জন্য তাওবা, ইসতিগফার বা মাগফিরাত কামনা ইত্যাদির ফল

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার প্রতি দয়াপরবশ হন, তার মনস্কামনা পূরণ করেন এবং ইহ ও পরকালে তাকে অসংখ্য নি'মাত দ্বারা ধন্য করেন। ঐসব রজনীর মধ্যে পবিত্র 'শবে-বরাত' (লায়লাতুল বরাত) অন্যতম। পবিত্র ক্বোরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে এই মহান রজনীর বহু ফযীলতের বর্ণনা এসেছে। এ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত-বন্দেগীতে মশ্গুল হওয়া যে সুন্নাত ও অশেষ কল্যাণ লাভের উপায় তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু জমায়াতে ইসলামীর মুফাস্সিরে ক্বোরআন শবে বরাতের গুরুত্বকে শুধু অস্বীকার করেছেন তা নয়, তিনি সেটার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করে বসেছেন! নাউযুবিল্লাহ্! নিম্নে তাঁর বক্তব্যের উদ্ধৃতি ও এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হলো।

এক

মাওলানা সাঈদী সম্প্রতি পটুয়াখালীতে আয়োজিত এক সভায় শবে বরাত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন−

"শবে বরাতে আসলে মাইয়া-জামাই দাওয়াত দিয়ে গোশ্ত-রুটী খাওয়ানো হয়। শবে বরাত মুসলমানদের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনেনা এবং এর কোন গুরুত্বই নেই।"

(দেশের পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন)

দুই

পর্যালোচনা

পবিত্র শবে বরাতের গুরুত্ব পবিত্র ক্বোরআনের নির্ভরযোগ্য তাফসীর ও বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা সমর্থিত। তাই, তা ইসলামের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গের শামিল। মুসলিম সমাজে 'শবে বরাত' অতি তাৎপর্যবহ বিবেচিত হয়ে আসছে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর স্বর্ণযুগ থেকেই। এতদ্সত্ত্বেও মাওলানা সাঈদীর (শবে বরাত সম্পর্কে) উক্ত মন্তব্য একদিকে ইসলামের মৌলিক দলীলাদি (ক্বোরআন, হাদীস, ইজমা ও ক্বিয়াস)-কে অস্বীকার করারই নামান্তর; অন্যদিকে তিনি এবং জমায়াতে ইসলামী যে ইসলামের লেবেলে এক নতুন ধর্ম গড়ার পাঁয়তারা চালাচ্ছে তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।

তিন

জবাব

এখন দেখুন! পবিত্র শবে বরাতকে অস্বীকার করতে গিয়ে মাওলানা সাঈদী কিভাবে পবিত্র ক্বোরআনে-সুন্নাহ্কে অস্বীকার করলেনঃ−

প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআন মজীদে এরশাদ ফরমায়েছেন−

حٰمٓ ۚ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۝
فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۙ

অর্থাৎঃ ১) হা-মীম। ২) শপথ ঐ সুস্পষ্ট কিতাবের! ৩) নিশ্চয় আমি সেটাকে বরকতময় রাতের মধ্যে অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয় আমি সতর্কবাণী শুনাই। ৪) তাতে বন্টন করে দেয়া হয় প্রত্যেক হিকমতময় কাজ। (পারাঃ ২৫, সূরা দুখান, আয়াতঃ ১-৪)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ক) তাফসীরে জালালাঈন শরীফে উল্লেখ করা হয়–

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَوْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

অর্থাৎ ঃ "নিশ্চয় আমি সেটাকে বরকতময়ী রাতের মধ্যে অবতীর্ণ করেছি। (সেই বরকতময়ী রাত হচ্ছে হয়ত 'শবে ক্বদর' অথবা 'অর্দ্ধ শা'বানের রাত্রি'–শবে বরাত।)

(জালালাঈন ঃ ৪১০ পৃষ্ঠা)

খ) হাশিয়া-ই-জালালাঈন ঃ টীকা নং ২৪-এ উল্লেখ করা হয়–

او ليلة النصف من شعبان هو قول عكرمة وطائفة

অর্থাৎ ঃ "ঐ বরকতময়ী রাত্রি হচ্ছে অর্দ্ধ শা'বানের রাত্রি (শবে বরাত)। এটা হযরত ইকরামাহ্ ও তাফসীরকারকদের একটা দলের অভিমত।

তাঁরা এর কতিপয় কারণও উল্লেখ করেছেন। যেমন–

অর্দ্ধ শা'বানের রাত্রির কতিপয় নাম আছে– ১) 'আল্-লায়লাতুল্ মুবারাকাহ্' (বরকতময়ী রাত্রি), ২) 'লায়লাতুল বরাআত' (বরাতের রাত্রি), ৩) 'লায়লাতুর রাহমাহ্' (রহমতের রাত্রি) এবং ৪) লায়লাতুস্ সাক্কি (অঙ্গীকারের রাত্রি) ইত্যাদি।

তাছাড়া, ঐ রাতে ইবাদত-বন্দেগী করার ফলে বান্দা ফযীলত লাভ করবে।

(হাশিয়াহ্-ই-জালালাঈন ঃ ৪১০ পৃঃ)

গ) আয়াতে বর্ণিত 'বরকতময়ী রাত' দ্বারা হয়ত শবে ক্বদর কিংবা শবে মি'রাজ অথবা শবে বরাত বুঝানো হয়েছে।

ঐ রাতে পরবর্তী গোটা বছরের রিয্ক, মৃত্যু, জীবন, সম্মান, অবমাননা, মোটকথা, সমস্ত ব্যবস্থাপনার বিষয় 'লওহ-ই-মাহফুয' থেকে ফিরিশ্তাদের 'সহীফা' (খাতা)সমূহে স্থানান্তরিত করে প্রত্যেকটা সহীফা সংশ্লিষ্ট বিভাগের ফিরিশ্তাদেরকে দেয়া হয়। যেমন– মৃত্যুর ফিরিশ্তাকে সমস্ত মৃত্যুবরণকারীর তালিকা দেয়া হয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

(খাযাইন ও নূরুল ইরফান)

দ্বিতীয়তঃ শবে বরাতের তাৎপর্য ও ফযীলত সম্পর্কে বহু বিশুদ্ধ হাদীস শরীফও বর্ণিত হয়। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটা মাত্র উদ্ধৃত হলোঃ–

এক) আবূ নাসর্ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন, তিনি উক্ত হাদীস শরীফ সনদ সহকারে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণনা করেন– তিনি বর্ণনা করেন, হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– "শাবান মাসের মধ্যভাগের রাত্রিতে আল্লাহ্ তা'আলা নিকটতম আসমানের দিকে অবতরণ করেন(আপন জ্যোতির বিচ্ছুরণ ঘটান) এবং মুশরিক, হিংসুক, আত্মীয়তা ছিন্নকারীগণ এবং ব্যভিচারীণী নারী ব্যতীত সমস্ত লোককে ক্ষমা করেন।"

দুই) 'শায়খ্ আবূ নাস্র সনদ সহকারে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণনা করেন– শা'বানের মধ্যভাগের রজনীতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার চাদরের নীচে থেকে চুপিসারে বের হয়ে গেলন। আল্লাহ্র শপথ! আমার উক্ত চাদরটা রেশমী চাদর ছিলনা। মারওয়া (রাঃ) আরয করলেন–

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"সেটা কিসের তৈরী?" হযরত সিদ্দীক্বাহ্ বললেন, "সেটা উটের পশমের তৈরী।" এরপর তিনি বললেন, "এভাবে হুযূর বাইরে তাশরীফ নিয়ে যাওয়ার ফলে আমার ধারণা হলো যে, হুযূর অন্য কোন বিবির হুজুরায় তাশরীফ নিয়ে গেছেন। আমি উঠে হুযূরকে হুজুরায় তালাশ করলাম। হঠাৎ আমার হাত হুযূরের পা মুবারক স্পর্শ করলো। তিনি (দঃ) তখন সাজদারত ছিলেন। সাজদায় হুযূর যে দো'আ পাঠ করছিলেন তা আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। তা নিম্নরূপ ঃ

سَجَدَ لَكَ سَوَادِى وَجَنَانِىْ وَاٰمَنَ بِكَ فُؤَادِىْ اَبُوْءُ لَكَ بِالنِّعَمِ وَاَعْتَرِفُ لَكَ بِالذَّنْبِ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ نَقْمَتِكَ وَاَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ্! আমার দেহ ও আমার হৃদয় তোমাকে সাজ্দা করছে। আমার অন্তর তোমার উপার ঈমান এনেছে। আমি তোমার অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আপন ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা স্বীকার করছি। আমি আমার নাফ্সের উপর যুল্ম করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ব্যতীত অন্য কেউ গুনাহ্সমূহের ক্ষমাকারী নেই। আমি তোমার শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তোমারই আশ্রয়ে আসছি। তোমার ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য তোমার সন্তুষ্টিরই প্রার্থনা করছি। তোমার প্রশংসা-স্তুতি কেউ বর্ণনা করতে পারেনা তুমি নিজেই নিজে প্রশংসা করেছ, তুমি নিজেই নিজের (যথাযথ) প্রশংসা করতে পার, অন্য কেউ করতে পারেনা।"

হযরত আয়েশা বলেন, ভোর পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইবাদতে মশগুল রইলেন। কখনো তিনি দণ্ডায়মান হন, কখনো বসে বসে ইবাদত করেন। এমনকি তাঁর পা মুবারকে পানি এসে স্ফীত হয়ে গিয়েছিল। আমি হুযূরের পা মুবারক মালিশ করতে করতে আরয করলাম, "আমার মাতা-পিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোন! আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে গুণাহ্মুক্ত করে দেননি? আল্লাহ্ তা'আলা কি আপনাকে এমন অনুগ্রহ করেননি? আপনার প্রতি কি তিনি এমন মহান বদান্যতা প্রদর্শন করেননি?" রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "হে আয়েশা! আমি কি আল্লাহ্র নি'মাতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হবো না?★ তুমি জান কি এ রাতটা কেমন?" আমি আরয করলাম, "আপনি বলুন, এ রাতটা কেমন!" হুযূর এরশাদ ফরমান, "এ রাতে পূর্ণ বছরে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক শিশুর নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। তৎসঙ্গে প্রত্যেক মৃত্যুবরণকারীর নামও লিপিবদ্ধ করা হয়। এ রাতেই সৃষ্টির রিয্ক (জীবিকা) বন্টন করা হয়। এ রাতে তাদের কর্মসমূহ উঠানো হয়।" আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহ্র রসূল! এমন কেউ নেই কি, যে আল্লাহ্র রহমত (দয়া) ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে?" তিনি এরশাদ ফরমালেন, "কেউই আল্লাহ্র রহমত (দয়া) ব্যতীত

★ তাছাড়া, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র দরবারে বিনয় প্রকাশ এবং উম্মতকে প্রার্থনা শিক্ষা দেয়ার জন্য এমন দো'আ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" আমি আরয করলাম, "আপনিও?" তিনি এরশাদ করলেন, "হাঁ আমিও। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপন রহমত দিয়ে ঢেকে নিয়েছেন।" এর পর হুযূর পাক আপন মুবারক হস্তদ্বয় স্বীয় নূরানী চেহারা ও শির মুবারকের উপর ফেরালেন।

তিন) শায়খ আবূ নাস্র সনদ সহকারে হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা থেকে বর্ণনা করেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, "আয়েশা! এটা কোন্ রাত?" তিনি বললেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই এ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছেন।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, 'এটা শা'বানের মধ্যবর্তী রাত (শবে বরাত)। এ রাতে দুনিয়ার আমলসমূহ ও বান্দাদের কর্মসমূহ উঠানো হয়। (অর্থাৎ আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে সেগুলো পেশ করা হয়।) আল্লাহ্ তা'আলা এ রাতে 'বনূ কাল্ব্' গোত্রের মেষ-ছাগলসমূহের পশমের সমান সংখ্যক লোককে দোযখ্ থেকে মুক্তি দেন। তুমি কি আমাকে অদ্যকার রাত্রি ইবাদত করার সুযোগ করে দিচ্ছ?" আমি আরয করলাম, "অবশ্যই।" অতঃপর তিনি নামায আদায় করলেন। (এভাবে যে,) ক্বিয়াম সংক্ষিপ্ত করলেন– সূরা ফাতিহাও একটা ছোট সূরা পাঠ করলেন। তারপর অর্ধরাত পর্যন্ত তিনি সাজদায় অতিবাহিত করলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাক্'আত পড়লেন। প্রথম রাক'আতের ন্যায় এ রাক্'আতেও ক্বিরআত আদায় করলেন। (অর্থাৎ ছোট সূরা পড়লেন।)

অতঃপর আবারও তিনি সাজদায় চলে গেলেন। এ সাজ্দাটা ফজর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হলো। আমি দেখতে রইলাম। আমার মনে এ আশংকা জাগলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রূহ মুবারক কজ করে নিলেন কিনা। অতঃপর যখন আমি দীর্ঘক্ষণ আপেক্ষমান রইলাম, তখন আমি হুযূরের নিকটে পৌছলাম। আর হুযূরের পায়ের তালু মুবারক স্পর্শ করলাম। তখন হুযূর একটু নাড়া দিলেন। আমি নিজেই তখন শুনতে পেলাম যে, হুযূর সাজদারত অবস্থায় নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পাঠ করছিলেনঃ

أَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ نَقْمَتِكَ وَأَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

অর্থাৎ ঃ "হে আল্লাহ্! আমি তোমার শাস্তি থেকে তোমার ক্ষমার আশ্রয়ে আসছি, তোমার ক্রোধ থেকে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় নিচ্ছি, তোমারই নিকট আশ্রয় চাচ্ছি তোমারই শাস্তি থেকে। মহান তোমার প্রশংসা, তোমার প্রশংসা গণনা করা সম্ভবপর নয়। তুমিই আপন প্রশংসা করতে পার, অন্য কেউ নয়।"

সকালে আমি আরয করলাম, "আপনি সাজদায় এমন বাক্যসমূহ আবৃত্তি করছিলেন যেগুলোর মত বাক্য অন্য সময় আবৃত্তি করতে আর কখনো শুনিনি।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "তুমি কি মুখস্ত করে নিয়েছ?" আমি আরয করলাম, "জ্বী-হ্যাঁ"। তিনি (দঃ) এরশাদ ফরমান, তুমি নিজেও সেগুলো মুখস্ত করে নাও এবং অন্যান্যদেরকেও শিক্ষা দাও। কারণ, জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম আমার নিকট বাক্যগুলো সাজদায় পাঠ করার নির্দেশ নিয়ে এসেছিল।"

চার) হযরত আবূ নাস্র সনদ সহকারে আরয়া থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন, "একরাতে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বিছানার উপর পায়নি। আমি (হুযুর কে খোঁজ করার জন্য) ঘর থেকে বের হলাম। আমি দেখলাম তিনি জান্নাতুল বক্বীতে (কবরস্থানে) উপস্থিত আছেন। দেখলাম, তাঁর শির মুবারক (দৃষ্টি) আস্‌মানের দিকে। হুযূর আমাকে দেখে এরশাদ ফরমালেন, "তুমি কি একথা মনে করছিলে যে, আল্লাহ্ ও রসূল তোমার প্রাপ্য বিনষ্ট করছেন?" আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার ধারণা তো এই ছিল যে, আপনি অন্য কোন বিবির নিকট তাশরীফ নিয়ে গেছেন।" হুযূর এরশাদ ফরমান, "আল্লাহ তা'আলা শা'বান মাসের মধ্যবর্তী রাত্রে (শবে বরাতে) দুনিয়ার আস্‌মানের উপর জ্যোতি বিচ্ছুরণ করেন। আর বনী কাল্‌ব-এর মেষ-ছাগলের লোমেরও অধিক সংখ্যক লোককে ক্ষমা করেন।"

পাঁচ) হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমার আযাদকৃত ক্রীতদাস ইক্‌রামা আয়াত- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ-এর তাফ্‌সীরে বলেছেন, অর্দ্ধ শা'বানের রাত্রিতে (শবে বরাত) আল্লাহ্ তা'আলা আগামী বৎসরের সমস্ত বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করে দেন। কোন কোন জীবিতকে মৃতদের তালিকাভূক্ত করেন। আল্লাহ্‌র বহু হাজীদেরও নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর এ লিপিবদ্ধ সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি হয়না।

ছয়) হাকীম ইবনে কায়সান বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা অর্দ্ধ শা'বানের রাতে আপন ঐ মাখ্‌লুকের প্রতি কৃপা দৃষ্টি দেন, যে আপন পবিত্রতা সন্ধান করে। তাকে পবিত্র করে দেন। আর আগামীতে (ঐ রাত আসা পর্যন্ত) পবিত্র রাখেন।

সাত) আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত যে, অর্দ্ধ শা'বানের রাতে সমগ্র বর্ষের বিষয়াদি পেশ করা হয়। কিছু লোক সফরে বের হয়। আর তাদের নাম জীবিতদের তালিকা থেকে বের করে মৃতদের তালিকাভূক্ত করে দেন। কেউ বিবাহ করছে, অথচ সেও জীবিতদের তালিকা থেকে বের হয়ে মৃতদের তালিকাভূক্ত হচ্ছে।

আট) শায়খ আবূ নাস্‌র হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা থেকে সনদ সহকারে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলা চারটা রাতে আপন মঙ্গল ও বরকতের দরজা ভোর পর্যন্ত উম্মুক্ত রাখেন। সেগুলো হচ্ছে- ১) ঈদুল আয্‌হার রাত, ২) ঈদুল ফিতরের রাত, ৩) শবে বরাত (মধ্য শা'বানের রাত)। এ রাতে সৃষ্টির জীবন, রুজি-রোজগার, হাজীদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ৪) আরফাহ্ দিবসের রাত। হযরত সাঈদ (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আমাকে ইব্রাহীম ইবনে আবী নাজীহ্ বলেন- এমন পাঁচটা রাতই রয়েছে। পঞ্চম রাত হচ্ছে জুম'আর রাত।

নয়) শবে বরাতের পুরস্কারসমূহ

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আমার নিকট শবে বরাত বা বরাত রাত্রিতে জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) আসলেন আর বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আস্‌মানের দিকে শির মুবারক উঠিয়ে দেখুন! আমি তাকে জিজ্ঞসা করলাম, "এটা কোন্ রাত?" বললেন, "এটা ঐ রাত, যে রাতে আল্লাহ্ তা'আলা রহমতের তিনশত দরজা খুলে দেন তারই জন্য, যে ব্যক্তি তাঁর (আল্লাহ্) সাথে অন্য কাউকেও শরীক স্থির করেনি। তদুপরি, যদি সে না হয় যাদুকর, গনক, সুদখোর, যেনাকারী এবং মদ্যপানে অভ্যস্ত। এ সব পাপী লোককে আল্লাহ্ তা'আলা

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তাওবা করে। অতঃপর যখন রাতের এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত হলো, তখন হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম আবার আসলেন। আর বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপন শির মোবারক উঠিয়ে দেখুন!" তিনি তাই করলেন। দেখলেন– জান্নাতের দরজা খোলা। প্রথম দরজায় একজন ফিরিশতা ডেকে বলছেন– "সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে, এ রাতে রুকূ' করছে।" দ্বিতীয় দরজায় এক ফিরিশ্‌তা আহবান করছেন– "সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে এ রাতে সাজ্‌দা করছে।" তৃতীয় দরজায় অন্য এক ফিরিশ্‌তা আহ্বান করছেন– "সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে এ রাতে দো'আ-প্রার্থনা করছে।" চতুর্থ দরজায় এক ফিরিশ্‌তা আহবান করছেন– "সুসংবাদ সে সব লোকের জন্য যারা যিক্‌র করছে।" পঞ্চম দরজায় ফিরিশ্‌তা ডেকে বলছেন, "সুসংবাদ তারই জন্য যে আল্লাহ্‌র ভয়ে এ রাতে কান্নাকাটি করছে।" ষষ্ঠ দরজায় ফিরিশ্‌তা আহ্বান করছেন– "এ রাতে সমস্ত মুসলামনের জন্য খুশী।" সপ্তম দরজায় ফিরিশ্‌তা ঘোষণা করছেন– "কেউ আছ কিছু প্রার্থনাকারী? তার আরজু ও কামনা পূরণ করা হবে।" অষ্টম দরজায় ফিরিশ্‌তা বলছিলেন– "কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছ? তার গুণাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

হুযূর এরশাদ ফরমান, "আমি বললাম, হে জিব্রাঈল! এসব দরজা কতক্ষণ পর্যন্ত খোলা থাকবে?" জিব্রাঈল বললেন, "রাত্রির প্রারম্ভ থেকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।" এরপর জিব্রাঈল বললেন, "হে মুহাম্মদ! সাল্লাল্লাহু আলায়কা ওয়াসাল্লাম! এ রাতে মুক্তি পাবে এমন লোকদের সংখ্যা বনী কাল্‌ব গোত্রের মেষ-ছাগলসমূহের শরীরের লোমের সমান হবে।

দশ) শবে বরাত'-এর নাম করণের তাৎপর্য

'বরাত' (بَـرَاءَة) আরবী শব্দ। এর অর্থ অসন্তুষ্ট বা বিমুখ হওয়া। এ রাতকে 'শবে বরাত' এজন্য বলা হয় যে, এ রাতে দু'টি অসন্তুষ্টি বা বিমুখতা পরিলক্ষিত হয়ঃ ১) হতাভাগা লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার দিক থেকে বিমুখ হয় ও তাঁর রহমত থেকে দূরীভূত হয়। পক্ষান্তরে, ২) আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ লাঞ্ছনা ও পথভ্রষ্টতা থেকে দূরে সরে পড়েন।

বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– যখন মধ্য শা'বানের রাত্রি আসে তখন আল্লাহ্ তা'আলা আপন মাখ্‌লুকের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দেন। মু'মিনদেরকে তো ক্ষমা করেই দেন। কাফিরদেরকে আরো অবকাশ দেন। হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারীদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছেড়ে দেন, যতক্ষণ না তারা হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে। বর্ণিত আছে যে, ফিরিশতাদের জন্য আস্‌মানে দু'টি রাত ঈদের, যেভাবে পৃথিবীবাসী মুসলমানদের দু'টি ঈদ রয়েছে। ফিরিশ্‌তাদের ঈদের রাত্রি' হচ্ছে 'শবে বরাত' ও 'শবে ক্বদর।' মুসলমানদের ঈদ দিবসদু'টি হচ্ছে 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আয্‌হা।' ফিরিশ্‌তাদের ঈদ হয় রাতে, আর মুসলমানদের ঈদ হয় পৃথিবীতে, দিনে। এর কারণ হচ্ছে– ফিরিশ্‌তারা ঘুমান না, কিন্তু মানুষ রাতের বেলায় ঘুমায়।

কোন কোন বিজ্ঞ আলেম বলেছেন, এতে আল্লাহ্‌র এ হিকমত নিহিত রয়েছে যে, শবে বরাতকে তো প্রকাশ করে দিয়েছেন, আর শবে ক্বদরকে গুপ্ত রেখেছেন। শবে ক্বদর রহমত, ক্ষমা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির রাত। সেটাকে আল্লাহ্ তা'আলা গুপ্ত এ জন্যই রেখেছেন যেন লোকেরা সেটাকে নির্ধারিত করে নিয়ে বাকী রাতগুলোতে অলস না থাকে। শবে বরাতকে এ জন্যই প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, এ রাতটা হুকুম ও ফয়সালার রাত,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খুশী ও দুঃখের রাত, প্রত্যাখ্যান ও গ্রহণ করার রাত, সন্তুষ্টি লাভ ও বঞ্চনার রাত, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের রাত। মর্যাদাপ্তি ও শাস্তির আশংকার রাত। কেউ তাতে সৌভাগ্য লাভ করে, আর কেউ পায় দুর্ভাগ্য। কাউকে পুরস্কার দেয়া হয়, কাউকেও লাঞ্ছনা। কাউকে ধন্য করা হয়, কারো শির নীচু করে দেয়া হয়। কাউকে প্রতিদান দেয়া হয়, কাউকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। বহু কাফন ধুয়ে পরিস্কার করে প্রস্তুত রাখা হয়, কিন্তু কাফন পরিধানকারী বাজারসমূহে ঘুরে বেড়ায়। অনেক লোক এমন আছে যাদের কবরসমূহ খনন করে রাখা হয়েছে, কিন্তু কবরে শয়নকারী হাসি খুশীতে মগ্ন হয়ে আছে। অনেকে হাসি মুখে আছে; অথচ তারা অনতিবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। বহু অট্টালিকা নির্মিত হচ্ছে, কিন্তু সেই অট্টালিকার মালিকের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। অনেক বান্দা সাওয়াব লাভের আশাবাদী হয়ে আছে, কিন্তু তাদেরকে নিষ্ফল হতে হয়। অনেক লোক জান্নাতের দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে থাকে; কিন্তু হয় দোযখের সম্মুখীন। বহু বান্দা মিলনের আশা রাখে, কিন্তু হতে হয় বিচ্ছিন্ন। অনেক লোক দান পাবার ও দানের আশা রাখে, কিন্তু হয় বিপদে আক্রান্ত। অনেকে আবার রাজত্ব করার আশা পোষণ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে।

তৃতীয়তঃ হযরত হাসান বসরী (রাহঃ)-এর ঘটনা

বর্ণিত আছে যে, হযরত হাসান বসরী (রহঃ) শবে বরাতে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। তখন তাঁর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যেন তাঁকে কবরে দাফন করে ফেলা হয়েছিল। আর তিনি তা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা কারা হলো। তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌রই শপথ! "যে ব্যক্তির নৌ-যান (সমুদ্রের মাঝখানে) ভেঙ্গে গেছে তার বিপদ আমার বিপদ অপেক্ষা কঠিনতর নয়।" জিজ্ঞাসা করা হলো- "এমন কিভাবে?" তিনি বললেন, "আমি তো আমার গুনাহ্‌র কথা দৃঢ়ভাবে জানি। কিন্তু আমার নেকী বা সৎকাজগুলো সম্পূর্ণ আশংকাময়। জানিনা সেগুলো কি কবুল হচ্ছে, না আমার মুখে নিক্ষেপ করা হবে!

চতুর্থতঃ শবে বরাতের বিশেষ নামায

'সলফে সালেহীন' থেকে বর্ণিত যে, শবে বরাতে ১০০ রাক্'আত নামায আছে। প্রত্যেক রাক্'আতে দশবার করে 'সূরা ইখলাস' সহকারে উক্ত নামায আদায় করা হলে মোট ১০০০ (এক হাজার) বার সূরা ইখলাস قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ পাঠ করা হয়। ঐ নামাযকে صَلٰوةُ الْخَيْرِ (সালাতুল খায়র) বলা হয়। এ নামাযের বহু বরকত রয়েছে। সাল্‌ফে সালেহীন ঐ নামায জমা'আত সহকারে আদায় করতেন। হযরত হাসান বসরী (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু) বলেন, "আমাকে ত্রিশজন সাহাবী (রাঃ) বলেছেন যে, এ রাতে যে ব্যক্তি ঐ নামায আদায় করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি সত্তরবার তাকান। প্রত্যেক বারের দৃষ্টিতে সত্তরটা করে প্রয়োজন পূর্ণ করেন। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র প্রয়োজন হচ্ছে গুনাহসমূহের ক্ষমা। প্রত্যেক মাসের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতেও এ নামায আদায় করা মুস্তাহাব।

সুতরাং একথা সুস্পষ্ট হলো যে, মৌং সাঈদীর এ প্রসঙ্গে উক্ত বক্তব্য ও তাঁর আক্বীদা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অনৈসলামিক।

পরিশেষে, মওদুদী জামায়াত হচ্ছে একটা নিছক ভ্রান্তদল। ইসলামের মুখোশ পরে তারা সরলপ্রাণ মুসলমানদের ঈমান আক্বিদা বিনষ্ট করে আসছে। নবী ও ওলী বিদ্বেষই এদের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভ্রান্তির অন্যতম কারণ। কেননা, পবিত্র ক্বোরআনের প্রকৃত তাফসীরের ফলে আল্লাহ্ ও রসূলের শান-মানই প্রকাশ পায়, ইসলামের প্রকৃত আক্বীদা ও বিধানই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সর্বোপরি, একথাই পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা হচ্ছে 'সুন্নী মতাদর্শ।' কিন্তু সাঈদী সাহেব ও তাঁর সহকারীদের তথাকথিত তাফসীরে প্রকাশ পায় তার বিপরীত কিছু। তাছাড়া, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পবিত্রতা ও মহত্ত্বের বাস্তব স্বাক্ষর। কাজেই, আল্লাহ্ ও রসূলের শান-মানকে খাটো করে দেখিয়ে ইসলামের কথা বলা ও ইসলামের দিকে আহ্বান করা সাঈদী ও জমায়াতীদের স্ববিরোধী ভূমিকাকেই প্রমাণ করে। তদুপরি, ধর্মীয় ক্ষেত্রে বেপরোয়া মনোভাব তাঁদের এ ভ্রান্তিকে আরো জঘন্যতর করছে। এ কারণে, মিঃ মওদুদী এবং তাঁর সমর্থকরা তাঁদের বদ-আক্বীদাকে ইসলামের আবরণে চালিয়ে দেয়ার জন্য পবিত্র ক্বোরআন-হাদীসকে পর্যন্ত মনগড়াভাবে বিকৃত করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি ও করছেনা; বরং মারাত্মক দুঃসাহসই প্রদর্শন করেছে ও করে যাচ্ছে। তাদের ভ্রান্তি ও একগুঁয়েমী সচেতন মুসলমানদেরকে বিস্মিত না করে পারেনা। এ ধরণের গর্হিত মনোভাব শুধুমাত্র তাদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত রাজনৈতিক ক্যাডারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তাদের দলে আলেম জাতীয় যেসব লোক ভিড়েছে, তাদের মধ্যেও একই ধরণের চরিত্র পরিলক্ষিত হয়।

জ্ঞানের স্বল্পতা ও অস্পষ্টতা সত্ত্বেও এ দলটা নিজেদের দলীয় মৌলভীদেরকে নিজেদের পরিকল্পনা মোতাবেক ট্রেনিং দিয়ে কিংবা নিজেদের হাতের মুঠোর লাগাম পরিয়ে কখনো 'মুফাস্সিরে ক্বোরআন', কখনো 'আন্তর্জাতিক ইসলামী চিন্তাবিদ' সাজিয়ে মাঠে-ময়দানে প্রচার কার্যে নামিয়ে দিচ্ছে। আর এসব মৌলভী নিজেদের মধ্যে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও উক্ত বড় বড় খেতাবের অধিকারী হয়ে এবং বিভিন্ন পরিকল্পিত পন্থায় আয়োজিত জমায়েতের সুযোগে লাগামহীন বক্তব্য ইসলামের নামে ছেড়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে, চট্টগ্রামে আজ বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ জমায়াতপন্থীরা একইভাবে তাফসীরের নামে গণ-জমায়েতের ব্যবস্থা করে আসছে। আর এ গণ-জমায়েতের প্রধান ট্রেনিংপ্রাপ্ত বক্তা হলেন মৌং দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী। মৌং সাঈদী এ কয়েক বৎসর যাবৎ তাফসীরের নামে কি ধরণের ব্যাপক ভ্রান্তি প্রচার করে গেছে তার কিছুটা মাত্র এ লেখার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

অতএব, উক্ত দল ও সংস্থার লোকদের প্রতি, ধর্মের নামে এ ধরণের পাঁয়তারা বন্ধ করার জন্য যেমন আহবান জানাচ্ছি, তেমনি এসব লোকের খপ্পর থেকে দেশের সরলপ্রাণ মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদার হেফাযতের নিমিত্ত সচেতন থাকার জন্য সমাজের সর্বস্তরের লোকদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। আর সরকারের প্রতিও দাবী জানাচ্ছি যেন তাফসীরের নামে পবিত্র ক্বোরআনের অবমাননা প্রতিহত করার যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়। وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

খোদা হাফেয্!

সমাপ্ত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com